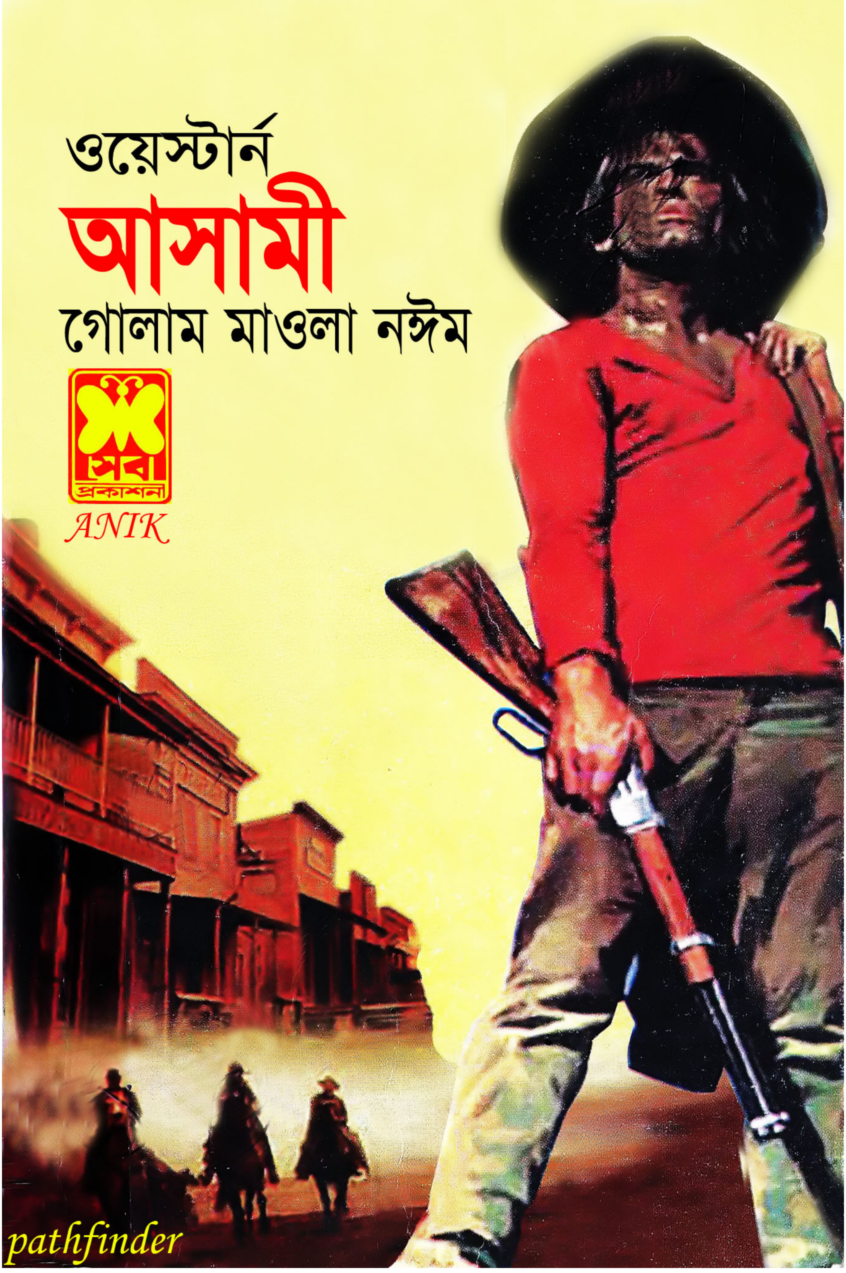

ওয়েস্টার্ন
আসামী
গোলাম মাওলা নঈম
সেবা প্রকাশনী
ANIK
pathfinder

ওয়েস্টার্ন

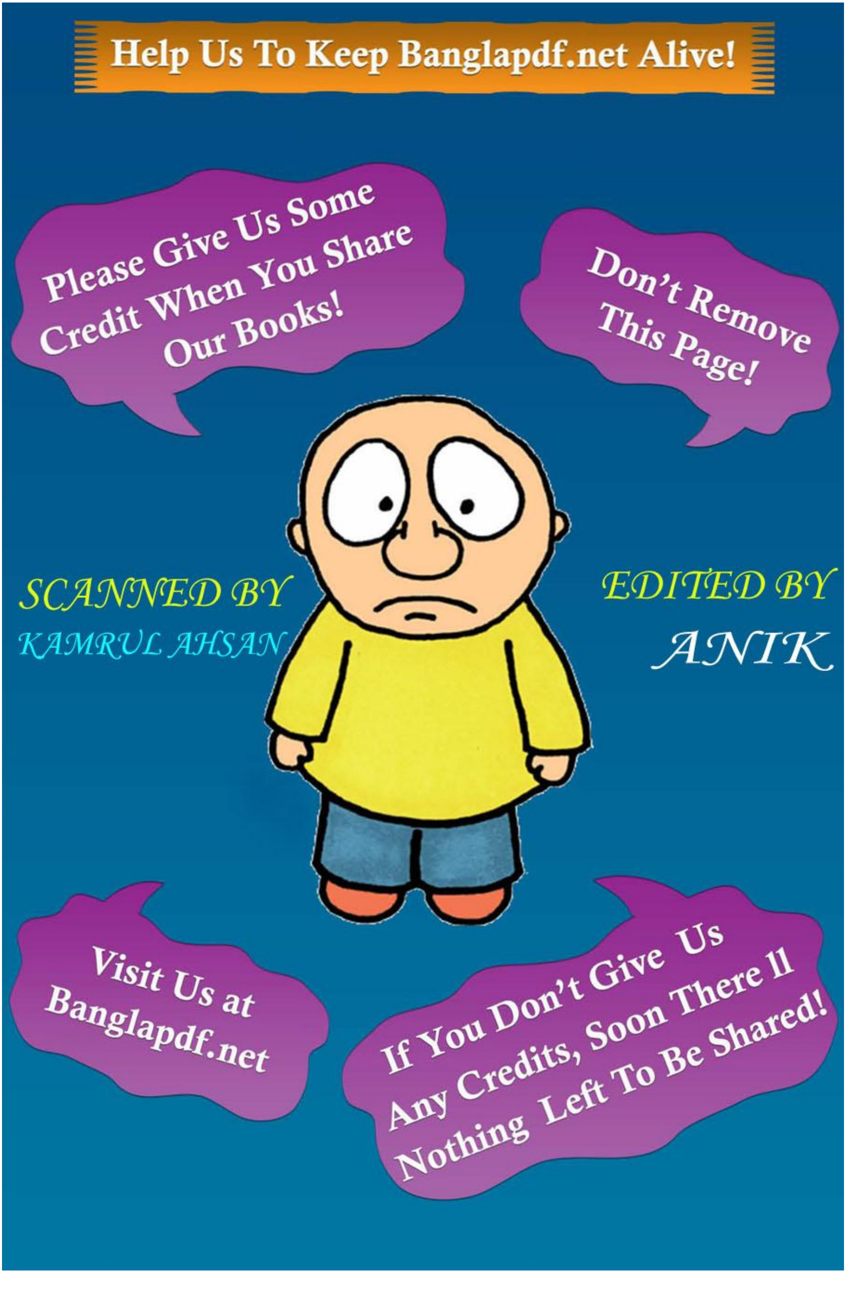
আসামী

গোলাম মাওলা নঈম

বহুল ব্যবহৃত ক্যাভালরি হ্যাট ফেলে ভবঘুরের বেশে অ্যারিজোনার উদ্দেশে রওনা দিল মেজর জন ক্যালকিন। উপরঅলার নির্দেশ: সাবেক সার্জেন্ট কার্ল রিডলকে খুঁজে বের করো, তারপর পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে তাকে হাজির করবে আর্মি পোস্টে। রিডলের অপরাধ: চার বছর আগে, গৃহযুদ্ধের শুরুতে ফোর্ট লারামি থেকে সেনাবাহিনীর কয়েক মাসের বেতন নিয়ে আসছিল সে, কিন্তু সহকর্মীদের নৃশংসভাবে খুন করে চল্লিশ হাজার ডলার নিয়ে লাপাত্তা হয়ে যায় সে। বলা যতটা সহজ, কাজটা কিন্তু ঠিক ততটাই কঠিন। কারণ নিজেই একটা শহর গড়ে তুলেছে কার্ল রিডল। তার অধীনে রয়েছে বহু বেপরোয়া দুর্ধর্ষ লোক। স্বয়ং আর্মিকে ঠেকিয়ে দিতে সক্ষম এরা। অথচ জনকে কাজটা করতে হবে একা…

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০



Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
SCANNED BY
KAMRUL AHSAN
EDITED BY
ANIK
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

ISBN 984-16-4242-7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩ (M-M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail:sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ASHAMI
A Western Novel
By: Golam Mawla Naeem

সাঁইত্রিশ টাকা

আসামী

এক

দরজায় এত জোরে করাঘাত হলো যে বিস্ময়ের বদলে রীতিমত বিরক্ত বোধ করল মেজর জন ক্যালকিন। ব্যাচেলর অফিসারস' কোয়ার্টার্সে নিজের কামরায় দেয়ালজোড়া আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ ক্ষৌরি করছে ও। চমকে ওঠার নগদ ফলাফল—ধারাল ক্ষুর লেগে কেটে গেছে চিবুকের এক জায়গা।

'আসুন,' মেজাজ সামলে মৃদু স্বরে বলল ও, হাত বাড়িয়ে ওঅশস্ট্যান্ডে ঝুলন্ত তোয়ালে তুলে নিয়ে চিবুকের সঙ্গে চেপে ধরল। আয়নায় ঘন কালো চুলের প্রায় নির্বিকার চেহারার এক যুবকের প্রতিবিম্ব, মুখে প্রকাশ না পেলেও চোখের তারায় চাপা অসন্তোষ। কোমর পর্যন্ত নগ্ন, রক্ত বন্ধ করতে চিবুকের সঙ্গে চেপে ধরেছে তোয়ালের এক প্রান্ত।

ভেড়ানো দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল কর্পোরাল হ্যাপ রাইলি, অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে স্যালুট ঠুকল, তারপর সসম্ভ্রমে বলল: 'কর্নেল গারফিল্ড আপনাকে সালাম জানিয়েছেন, মেজর। দয়া করে কি এখনই দেখা করবেন ওঁর সঙ্গে?'

বিড়বিড় করে বিরক্তি প্রকাশ করল জন, ঘুরে মুখোমুখি হলো কর্পোরালের। এতক্ষণ সামনের আয়নায় দেখছিল তাকে। 'হ্যাপ, লাথি মেরে দরজা ভাঙার চেষ্টা না করে কখনও করাঘাত করেছ?'

'ভেবেছি আপনি হয়তো বিশ্রাম নিচ্ছেন, স্যার, সকালে ড্রিলের পর...'

'হয়েছে। কর্নেলকে বোলো যত দ্রুত সম্ভব আসছি আমি।'

নির্বিকার চেহারার কর্পোরালের উপর দৃষ্টি চালাল জন, তারপর আয়নায় নিজের মুখ দেখল, তোয়ালে সরিয়ে দিতে জখমটা চোখে পড়ল।

নিঃশব্দে হাসল হ্যাপ রাইলি। 'ইয়েস, স্যার!' স্যালুট ঠুকে বেরিয়ে গেল সে, দরজাটা নিঃশব্দে ভিড়িয়ে দিল পিছনে।

অ্যালাম পাউডারের জারের খোঁজে শেভিং কিট হাতড়াল জন, আনমনে কর্নেল গারফিল্ডের জরুরি তলবের কারণ অনুমান করার প্রয়াস পেল। রাতে মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছে ও, এটা অজানা নেই কর্নেলের।

জখমে অ্যালাম লাগানোর পর তীব্র জ্বলুনি টের পেল, তবে গ্রাহ্য করল না, কর্নেল গারফিল্ডকে নিয়ে চিন্তিত এখনও। বোধহয় হোডকোয়ার্টার থেকে জরুরি টেলিগ্রাম এসেছে, কিংবা সকালের মেইলে কোন খবর এসেছে, যার কারণে সঙ্গে সঙ্গে ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন কর্নেল।

বৌলে তোলা পানিতে মুখ ধুলো জন, তারপর বেসিনে ঢেলে দিল সব পানি। শেভিং কিট গুছিয়ে রেখে রুমমেট ক্যাপ্টেন বিল স্কটের কট পেরিয়ে কামরার এপাশে চলে এল, নিজের কটের উপর ছুঁড়ে ফেলল কিটটা, শেষে বিছানায় মেলে রাখা শার্ট পরল।

দেয়ালের হুকে ঝুলন্ত বহুল ব্যবহৃত হ্যাট তুলে নিয়ে মাথায় চাপাল ও। করিডরে বেরিয়ে এল দীর্ঘ, সুঠামদেহী এক যুবক। স্বতঃস্ফূর্ত ওর হাঁটা, প্রত্যয় মেশানো।

প্রখর রোদে ঝলসাচ্ছে প্যারেড গ্রাউন্ড। মাটির উপর সবকিছু যেন পুড়িয়ে খাক করে দেবে সূর্য। বাতাসে আগুনের হল্কা, গায়ে ফোস্কা পড়ে যেতে পারে! অজান্তে চোখ কুঁচকে গেল ওর। বি.ও.কিউ-এর অ্যাডোবি দালানের পোর্চ ধরে এগোল, ছায়া এড়িয়ে তপ্ত গ্রাউন্ডে পা রাখতে নারাজ। বি.ও.কিউ-এর পিছনে অফিসার্স মেস পেরোনোর পর অবশ্য খোলা জায়গা ধরে এগোতে বাধ্য হলো, শেড নেই এদিকে। গ্রাউন্ডের ওপাশে মূল ফটকের পাশে আরেকটা অ্যাডোবি দালান—হেডকোয়ার্টার। খরতাপ উপেক্ষা করে দ্রুত পায়ে এগোল ও।

প্রথম কামরাটা আর্দালি রুম। দুই ডেস্কের একটায় বসেছে কর্পোরাল হ্যাপ রাইলি। একেবারে শেষে, *অফিসার-অভ-দ্য-ডে*-র টেবিলে বসে আছে সোনালি চুলের এক মেজর। নির্বিকার চাহনিতে তাকে দেখল জন, শুভেচ্ছা বিনিময়ের ঝামেলায় গেল না কেউই; কারণ ভোরে ড্রিল শেষে একসঙ্গে কোয়ার্টারে ফিরেছে ওরা।

'অমন সুন্দর দাগটা কীভাবে জোটালে, জন?' হালকা সুরে জানতে চাইল মেজর উইল হ্যানি।

হাত তুলে চিবুক স্পর্শ করল জন, আলতোভাবে ডলে অ্যালামের গুঁড়ো ঝেড়ে ফেলল জখম থেকে। 'হ্যাপকে জিজ্ঞেস কোরো,' জবাবে বলল ও, তবে প্রশ্নটা করার সুযোগ দিল না সহকর্মীকে, মাথা ঝাঁকিয়ে বাম দিকের বন্ধ দরজার দিকে ইশারা করে জানতে চাইল: 'আর কেউ আছে নাকি?'

'নাহ্, তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

এগোল জন। খুবই সতর্কতার সঙ্গে দু'বার করাঘাত করল। সেকেন্ড খানেক অপেক্ষা করল ও–এই ফাঁকে মাথা থেকে হ্যাট খুলে বগলে গুঁজে রেখেছে। তারপর কবাট ঠেলে ভিতরে পা রাখল। সন্তর্পণে পিছনে ভিড়িয়ে দিল দরজা, কামরার ওপাশে ডেস্কের দিকে এগোল। ডেস্কের সামনে থেমে স্যালুট ঠুকল কর্নেল গারফিল্ডকে।

উত্তরে দায়সারা গোছের স্যালুট করলেন কর্নেল। 'সুপ্রভাত, জন। আরাম করে বোসো।'

চল্লিশোর্ধ্ব কর্নেল হেনরি গারফিল্ড গাট্টাগোট্টা, টাক মাথার মানুষ। লম্বাটে মুখ, বাদামি চোখের নীচে ঝুলে পড়া অক্ষিপক্ষ্ম, বিশাল গোঁফ চিবুক পেরিয়ে নীচে নেমে এসেছে, লম্বা কান…সব মিলিয়ে ব্লাড হাউন্ডের মত দেখায় তাঁকে। ডেস্কের পিছনে, আমেরিকার পতাকা ও ফিফ্‌থ ক্যাভালরির গাইডন*। কাগজ আর ফাইলের স্তূপ পড়ে আছে ডেস্কে। খুঁটিয়ে জনকে দেখলেন তিনি, জনের পাল্টা শুভেচ্ছার উত্তরে

---

* গাইডন (Guidon)

ক্ষীণ নড করলেন, তারপর চামড়ায় মোড়া আর্মচেয়ারে বসে ছেড়ে দিলেন শরীর।

কিছুটা ঝুঁকে একটা ড্রয়ার খুললেন কর্নেল, এক বোতল হুইস্কি এবং গ্লাস বের করে ডেস্কের কোণে রাখলেন, জনের কাছাকাছি।

'চাইলে খেতে পারো। আমার মনে হয় লাগবে তোমার।'

ক্ষীণ হাসল জন। 'এটা কি আদেশ, স্যার?'

'নিশ্চই।'

হাত বাড়িয়ে বোতল আর গ্লাস তুলে নিল জন, এদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে নিরীখ করছেন কর্নেল। দুই আঙুল পরিমাণ বুরবঁ ঢালল জন, গ্লাসটা তুলে নীরবে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গলায় ঢেলে দিল হুইস্কি।

অননুমোদনের চাহনি কর্নেলের চোখে, বললেন: 'কিছুদিনের জন্য এই পোস্টে এটাই তোমার শেষ রাউন্ড।'

বিস্ময় সামলাতে সময় লাগল জনের। 'বদলি হয়েছি আমি, স্যার?'

'তা নয়। আমার অনুরোধে বিশেষ একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তোমাকে। বিশ মিনিট আগে হেডকোয়ার্টার থেকে নির্দেশ পেয়েছি।'

উত্তরে কিছুই বলল না জন, সামান্য নড করল শুধু।

'কৌতূহল হচ্ছে না তোমার?'

'হচ্ছে...আসলে চমকটাই বেশি লাগছে। বিশেষ কী দায়িত্বে যাচ্ছি আমি, স্যার?'

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিলেন কর্নেল, চিন্তিত স্বরে বললেন: 'যুদ্ধ শুরুর ঠিক কয়েকদিন আগের ঘটনা এটা। তুমি তখন রেঞ্জার ছিলে। যাক্গে, চার বছর আগের ঘটনা, শুনলেও হয়তো ভুলে গেছ।' ক্ষণিকের জন্য থামলেন তিনি। 'আমি কিন্তু ভুলে যাইনি।'

অপেক্ষায় রইল জন।

'ওয়াইওমিং টেরিটরির সাউথ পাস এলাকার ক্যাম্প স্টামবার্গে ছিলাম তখন। ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে ঝামেলা হচ্ছিল খুব, ওদের সামলাতে রীতিমত হিমশিম খাচ্ছিলাম আমরা। উপরি ঝামেলা হিসাবে ছিল

সাউথ পাস সিটিতে মাইনিং ক্যাম্পের গণ্ডগোল। রাজ্যের সব অপরাধী, খুনে-বদমাশ আর বেপরোয়া লোক হাজির হয়েছিল ওখানে। ইন্ডিয়ান হামলা লেগে ছিল বলে কয়েক মাস বেতন পাচ্ছিলাম না আমরা। হেডকোয়ার্টার থেকে টাকা নিয়ে আসার পথে লুট হওয়ার ভয় ছিল। অন্য পোস্টে বাড়তি সৈন্য ছিল না যে পে-মাস্টারকে এসকর্ট করে নিয়ে আসবে আমাদের ক্যাম্পে। শেষে, অবস্থা বেগতিক দেখে আমাদের কমান্ডিং অফিসার নিজেই দায়িত্ব নিলেন। বেতনের টাকা তখন ফোর্ট লারামিতে আটকে আছে। এক দল সৈন্য পাঠালেন তিনি। দায়িত্বে ছিল লেফটেন্যান্ট জ্যাক ভার্ডন। সার্জেন্ট ওয়াইম্যান আর অভিজ্ঞ আটজন ট্রুপারকে দেওয়া হলো সঙ্গে। নামটা মনে রেখো, জন–ওয়াইম্যান।'

'নামের প্রথম অংশ, স্যার?'

'টার্ক। টার্ক ওয়াইম্যান। নিরাপদে লারামিতে পৌঁছল ওরা, টাকা নিয়ে রওনাও হলো স্টামবার্গের উদ্দেশে। কিন্তু পথে পরিকল্পিত একটা অ্যাম্বুশের শিকার হয় ওরা। জায়গাটা এমন ছিল যে একজনের পিছনে আরেকজন এগোচ্ছিল ওরা, আচমকা হামলা ঠেকাতে যে কাউকে পাশে রাখবে, এমন সুযোগ ছিল না। নিশ্চিত না জানলেও এটাই অনুমান করে নিয়েছি আমরা, কারণ ওয়াইম্যান ছাড়া সব সৈন্য সেদিন নিহত হয়েছে।'

'পালিয়ে গেছে সে?'

'সে নিজেই এর হোতা।'

ভুরু কোঁচকাল জন। 'ওর অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন কী করে?'

'আমাদের বাহিনীর সামনেই ছিল বসতি করতে পশ্চিমে আসা লোকের কয়েকটা ওয়্যাগন। গোলাগুলির শব্দ শুনেছে ওরা, ইন্ডিয়ান হামলা মনে করে থেমেছিল প্রতিরোধ করতে। কিন্তু কিছু না ঘটায় ট্রেইল ধরে পিছিয়ে আসে ওরা। তখনও জীবিত ছিল একজন ট্রুপার। সে জানিয়েছে সার্জেন্ট নিজে গুলি করেছে ওকে। অন্যদের খোঁজ

করছে, এ-সময় মারা যায় লোকটা। টাকার ট্রাঙ্কটা বিস্ফোরণের সাহায্যে খোলা হয়েছিল। চল্লিশ হাজারেরও বেশি ছিল ট্রাঙ্কে।'

'পে-মাস্টারও নিশ্চই খুন হয়েছেন?'

'হ্যাঁ। আমার বহু পুরানো বন্ধু ছিল সে। এই হচ্ছে পিছনের ঘটনা।' থেমে ডেস্কের উপর ঝুঁকে চিঠিপত্রের স্তূপ থেকে একটা চিঠি বের করলেন কর্নেল। 'হপ্তা দুয়েক আগে এক কর্পোরালের কাছ থেকে পেলাম এটা, আমার কোম্পানির কেরানি ছিল সে। চাকুরি শেষ হওয়ার পর কলোরাডো চলে যায় সে, তবে নিয়মিত যোগাযোগ আছে আমাদের মধ্যে। মনে রাখার জন্য চিঠিটা দেব তোমাকে। সংক্ষেপে ও যা লিখেছে, বেনিং নামে অ্যারিজোনার এক মাইনিং ক্যাম্পে নাকি সার্জেন্ট ওয়াইম্যানকে দেখেছে ও। এলাকার প্রভাবশালী র‍্যাঞ্চার বনে গেছে সে, কার্যত শহরের মালিক এবং কঠিন কিছু মানুষ ওর অধীনে কাজ করছে।'

'আচ্ছা! আপনি তা হলে ফেরত চাইছেন তাকে?'

নড করলেন কর্নেল। 'পায়ে বেড়ি দিয়ে সবচেয়ে কাছের আর্মি পোস্টে নিয়ে আসবে ওকে।'

ক্ষণিকের জন্য ইতস্তত করল জন, শেষে বলেই ফেলল কথাটা: 'একটা প্রশ্ন করব, স্যার?' কর্নেল নড করতে খেই ধরল: 'সবচেয়ে কাছের পোস্ট থেকে কেন একদল সৈন্য পাঠানো হচ্ছে না, ওরাই তো তাকে ধরে নিয়ে আসতে পারে?'

চিঠির দিকে ইশারা করলেন গারফিল্ড। 'এটা পড়লেই কারণটা জানতে পারবে। ওখানে নতুন নাম নিয়েছে সার্জেন্ট ওয়াইম্যান। কার্ল রিডল। সীমান্তের কাছাকাছি ওর র‍্যাঞ্চ, বেনিং বা শহরের ধারে-কাছে কোন সৈন্যের দেখা মিললে সঙ্গে সঙ্গে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে মেক্সিকোয় চলে যায় মি. রিডল। সৈন্যরা সরে না যাওয়া পর্যন্ত ওখানেই থেকে যায়।'

'রিডল আপনার কোম্পানির কেরানিকে চিনতে পেরেছে?'

'মনে হয় না। কেরানির ধারণা—সম্ভবত ঠিকই মনে করেছে

সে-রিডল ওকে চিনতে পারলে নির্ঘাত খুন করে ফেলত। পে-মাস্টারের এসকর্টে অন্তত আটজনকে খুন করেছে সে, আরও একজনকে খুন করতে বুক কাঁপবে কেন ওর?'

নড করল জন। 'ঠিক কী নির্দেশ দিচ্ছেন আমাকে, স্যার?'

'সাধারণ একজন মানুষ হিসাবে বেনিঙে যাবে তুমি, রিডলকে ধরে যে-কোন আর্মি পোস্টে হাজির করবে। পরে, খুনের দায়ে বিচার হবে ওর। সহকর্মীদের খুনের অভিযোগ যদি প্রমাণ করা না যায়, আর্মির টাকা লুট বা পালিয়ে যাওয়া সৈনিক হিসাবে বিচার হবে ওর।'

মিনিট কয়েক ব্যাপারটা নিয়ে ভাবল জন, নিজের মনে উল্টেপাল্টে দেখল. শেষে জানতে চাইল: 'আরেকটা প্রশ্ন করতে পারি, স্যার?'

'করো।'

'কাজটা করার যোগ্যতা কি আছে আমার?'

'তুমি নিজেই চেয়েছ,' শুকনো স্বরে বললেন কর্নেল।

'আমি নিজেই চাইলাম কেন?' একই রকম শুকনো স্বরে জানতে চাইল জন।

স্থিরদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন কর্নেল, প্রায় নিস্পৃহ সুরে বললেন: 'অ্যারিজোনা তোমার নিজের এলাকা, যুদ্ধের আগে রেঞ্জার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছ। কর্তৃপক্ষকে আমি জানিয়েছি তুমি আমার অধীনে সবচেয়ে টপ অফিসার। কাজটার গুরুত্বের কারণেই তোমার নাম প্রস্তাব করেছি।' ক্ষণিকের জন্য থামলেন গারফিল্ড। সামনে ঝুঁকে ডেস্কের উপর দুই কনুই রাখলেন। 'আমার অনুরোধ বিবেচনা করা হয়েছে একটা কারণে, পে-মাস্টার কর্নেল হ্যানসম একাধারে আমার বন্ধু ও সহপাঠী ছিল। অস্বীকার করব না আমার শ্বশুর এক মেজর জেনারেল, আর কেসটার ব্যাপারে ডিপার্টমেন্ট অভ মিসৌরির সঙ্গে আমার সমস্ত যোগাযোগের একটা কপি তাঁর ডেস্কে চলে গেছে। আর কোন প্রশ্ন, জন?'

উঠে দাঁড়াল ও। 'না, স্যার। ধন্যবাদ, স্যার।'

কোম্পানি কেরানির চিঠিটা তুলে নিলেন কর্নেল। চেয়ার ছেড়ে

ডেস্কের এপাশে চলে এলেন তিনি, চিঠিটা জনের হাতে তুলে দিয়ে নিজের হাত বাড়িয়ে দিলেন।

'তোমার সৌভাগ্য কামনা করছি, জন,' কর্নেলের কণ্ঠে পিতৃসুলভ স্নেহ আর আন্তরিকতা ঢলে পড়ল। 'আর···নিজের দিকে খেয়াল রেখো।'

দুই

বেনিং-এর মাইনিং ক্যাম্পের অবস্থান পাদ্রে মাউন্টেনের গোড়ায় বিস্তৃত এক ক্যানিয়নের মুখে। ফোর্ট এলিতে দেখা ম্যাপ থেকে জন জেনেছে, রিও কনেজো নদীর পশ্চিম তীরে গড়ে ওঠা ফোর্ট লিম্যান থেকে জায়গাটার দূরত্ব আনুমানিক সত্তর মাইল পশ্চিমে। ফোর্ট লিম্যানই বেনিং থেকে সবচেয়ে কাছের পোস্ট। শহরটার বয়স বড়জোর দশ বছর, এখনও তাঁবু বা শ্যাক ভিত্তিক শহর বললেই চলে। দালান আছে বটে, সবই অ্যাডোবির এবং এক বা দোতলায় সীমাবদ্ধ। শহরের চারপাশে রুক্ষ এবড়োখেবড়ো প্রান্তর। শুধু অ্যাকিয়া নদীর দুই তীরের উপত্যকায় সবুজের চিহ্ন চোখে পড়ে, সেচ দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পানির যোগান থাকায় ছোটখাট কয়েকটা খামার গড়ে উঠেছে নদীর তীরে। জমিতে ফসল ফলানো ছাড়াও কেউ কেউ ফলের চাষও করছে। পাদ্রে মাউন্টেনের কোলে গড়ে উঠেছে মাইনিং ক্যাম্পগুলো, খরতাপে ছায়া যুগিয়ে চলেছে আকাশছোঁয়া পর্বতশ্রেণী; ঠিক শহরে দালানের পোর্চ যেমন ফুটপাতে ছায়া যোগায়।

জন আশা করেছিল দক্ষিণ-পশ্চিমের এই এলাকা থাকবে নীরব,

ঘুমন্ত; সীমান্তবর্তী বলে এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা সহজ ও ব্যস্ততাহীন হবে। কিন্তু আদপে উল্টো চিত্র দেখতে পেল—দারুণ ব্যস্ত একটা ক্যাম্পে আবিষ্কার করল নিজেকে। অসংখ্য ফ্রেইট ও আকরিকের ওয়্যাগনের মাঝে পথ খুঁজে নেওয়াই কঠিন। মাইন আর মিলে যাওয়া-আসা করছে ওগুলো। সাপারের সময় হয়ে গেছে প্রায়, অন্ধকার নামছে চরাচরে; কিন্তু এ-ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ করছে না কেউ। চওড়া মূল রাস্তার ধূলিময় পরিবেশে সবকিছু—মানুষ বা ওয়্যাগন—চলন্ত এবং ব্যস্ত।

প্রথম কাজ যেটা, শহরের বাণিজ্যিক এলাকার চতুর্থ ব্লকে একটা ফীড স্টেবল খুঁজে নিল জন। অ্যাডোবি দালান ওটা, বিশাল করালও অ্যাডোবির। দু'দিন আগে কেনা বে গেল্ডিংটা মেক্সিকান হসল্যারের হাতে তুলে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল ও। বহুল ব্যবহৃত লেভাইস ও রোদে ঝলসে যাওয়া ক্যালিকো শার্ট ওর পরনে, পায়ে কাউবয় বুট; মুখে সাত দিনের না-কাটা দাড়ির জঙ্গল; বেশ পুরানো গানবেল্ট আর পিস্তল—যে-কেউ দেখলে ভবঘুরে পাঞ্চার মনে করবে ওকে।

ফীড স্টেবল খুঁজে ঘোড়াটা রাখতে তেমন দেরি হয়নি, কিন্তু ইতোমধ্যে অন্ধকার নেমে এসেছে, লণ্ঠন জ্বালানো হয়েছে কিছু কিছু বাড়িতে। কোম্পানি কেরানির চিঠির কথা মনে পড়ল ওর, কার্ল রিডলের ক্রসফায়ার সেলুন সম্পর্কে লিখেছিল: *চোস্ত নাম। বেনিং শহরের সিংহভাগ ঝামেলার কেন্দ্রবিন্দু এই সেলুন।*

প্রথমে ওখানেই ঢুঁ মারা যাক, সিদ্ধান্ত নিল জন।

কাদার তৈরি সাইডওঅক ধরে এগোল ও, খেয়াল করল রাস্তার ভিড়ের বেশিরভাগই মেক্সিকান মাইনার। ভারী বুট আর মোটা কাপড়ের ট্রাউজার এদের পরনে, মাথায় গোলাকার উলের কালো হ্যাট। কারও কারও সঙ্গে ডিনার বাকেট রয়েছে, তবে এরা শিফট বদলের সময়ে কাজে যাচ্ছে না কি কাজ থেকে বাড়ি ফিরছে, বোঝা গেল না।

রাস্তার ওপাশে ক্রসফায়ার সেলুনটা চোখে পড়ল। একতলা

অ্যাডোবি দালান। বিশাল দরজার দু'পাশে জ্বলছে কেরোসিনের মশাল, আলোকিত হয়ে গেছে দরজা আর পোর্চ। ওয়্যাগনসারির ফাঁকফোকর গলে রাস্তা পেরোল ও, দূর থেকে সেলুনের ভিতরকার হৈচৈ শুনতে পেল; শুনে মনে হলো ভিতরে কয়েকশো লোক কোলাহল করছে। সেলুনের দরজার দিকে এগোনোর সময় খেয়াল করল সরু কাঁটাতারের তৈরি জালের বুনানি দিয়ে বাইরে ও ভিতর থেকে বড়বড় জানালাগুলো আবৃত।

উচ্ছৃঙ্খলা ও হল্লাপূর্ণ রাজ্যের দোরগোড়ায় পা রাখা মাত্র থমকে দাঁড়াল জন, পেটে যেন জবর ঘুসি খেয়েছে। বিশাল কামরার বাম দিকে পূর্ণ দৈর্ঘ্য নিয়ে বার। চোখের সামনে কোথাও কোন বোতল বা গ্লাস দেখা যাচ্ছে না, বারের পিছনে আয়নাও নেই। বারের লাগোয়া টুলে সার বেঁধে বসে আছে বহু লোক, তাদের পরিবেশন করতে ব্যস্ত অন্তত ছয়জন বারটেন্ডার। কামরার ডান দিকে চারটে গোলাকার টেবিলে খেলা চলছে, চেয়ার না পেয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে কেউ কেউ। দূরের দেয়ালের কাছাকাছি দুটো ফারো টেবিল রয়েছে, ঠিক পিছনে উঁচু মঞ্চে বসে আছে বয়স্ক এক লোক–সারাক্ষণ পুরো কামরায় নজর রাখছে; কোলে একটা শটগান আড়াআড়িভাবে ফেলে রাখা। উঁচু সিলিং থেকে ঝুলন্ত লণ্ঠন উজ্জ্বল আলো বিতরণ করছে, তবে সিগারেটের ধোঁয়ায় ম্লান হয়ে গেছে সেগুলোর আভা।

বারের কাছে চলে এল জন। কয়েকবারের চেষ্টায় এক বারটেন্ডারের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হলো। বীয়ার চাইল ও। টাকা পরিশোধ করে, বীয়ারের মগ হাতে ভিড়ের মাঝখান দিয়ে এগোল। সাদা শার্ট পরা এক হাউসম্যান* পাশ কাটিয়ে গেল ওকে, লোকটার হাতে ভোঁতা একটা পূল কিউ। দরজার কাছে লড়াই বেধে গেছে, ভিড় ঠেলে সেদিকে এগোচ্ছে আরও দুই হাউসম্যান। পানরত অনেকেই বদ্ধ মাতাল হয়ে গেছে, খেয়াল করেছে জন, তবে যতক্ষণ

---

* হাউসম্যান (Houseman) : সেলুনে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে নিয়োজিত লোক

পর্যন্ত তারা গ্লাস ধরতে সক্ষম, ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবেশন করতে অভ্যস্ত বারটেন্ডাররা।

ধীর গতিতে ভিড় ঠেলে ফারো টেবিলের দিকে এগোল জন। উঁচু স্টেকের খেলা চলছে এখানে। বিস্ময়ের সঙ্গে দেখল ফারো ডিলার হিসাবে কাজ করছে লালচুলো সুন্দরী এক যুবতী। বিশ-বাইশ হবে মেয়েটার বয়স। পেশাদার মহিলা জুয়াড়ীর কথা শুনেছে বটে, তবে এই প্রথম দেখল নিজের চোখে। নিঃসন্দেহে, এখানকার পরিবেশ একজন মহিলার জন্য উপযুক্ত নয়।

মেয়েটিকে ভাল করে দেখার জন্য এগিয়ে গেল ও। পেশাদার জুয়াড়ীর মতই নির্বিকার যুবতী, কারা খেলছে দেখার গরজ অনুভব করছে না। হারুক বা জিতুক, মুখের অভিব্যক্তিতে প্রকাশ পাচ্ছে না। মেয়েটার সবুজ ব্লাউজের আস্তিন কনুই পর্যন্ত দীর্ঘ, আর উঁচু ব্লাউজের কিনারার সঙ্গে লাগানো লেসের ঝালর গলা ঢেকে রেখেছে—একেবারে কণ্ঠার হাড় পর্যন্ত।

'মেয়েটা কে?' নিচু স্বরে পাশের লোকটিকে জিজ্ঞেস করল জন।

'সবাই ওকে ক্রিস বলে ডাকে।'

যুবতী নিশ্চই সবার প্রিয়, কারণ হারলেও তেমন অসন্তোষ প্রকাশ করছে না খেলোয়াড়রা। পুরুষ ডিলার হলে হয়তো সমানে গালাগাল করত।

মনোযোগ দিয়ে খেলা দেখছে জন, এসময় কামরার ওপাশ থেকে তীক্ষ্ণ একটা কণ্ঠ শুনতে পেল, বাদ্যযন্ত্রের তার ছেঁড়ার মত আওয়াজ হলো যেন: 'এই যে, কাউবয়! হয় খেলো, নইলে সরে যাও ওখান থেকে।'

খানিক পাশ ফিরল জন, দেখল মঞ্চে বসা শটগানঅলা সরাসরি তাকিয়ে আছে ওর দিকে। পঞ্চাশের মত হবে বয়স। ঘোলাটে রঙের দুই চোখ, সরু ঠোঁট বা বিশ্রী মুখের বৈসাদৃশ্য লুকাতে পারেনি চিবুক ছাড়িয়ে যাওয়া বড়সড় গোঁফ।

কথাটা শুনেছে জানাতে বীয়ারের গ্লাস সামান্য তুলল ও, কিন্তু

একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল। খেলার কোন ক্ষতি করছে না এবং এখন এখানকার সম্মানিত খদ্দের ও। ফারো ডিলারের উপর ফিরে এল ওর দৃষ্টি, মনোযোগ দিয়ে দেখতে শুরু করল খেলা। তীক্ষ্ণ একটা শিস কানে এল, তবে গ্রাহ্য করল না জন, মাতাল কোন ভবঘুরের কাজ বলে ধরে নিল।

সেকেন্ড বিশ পর অনুভব করল ভারী হাতে ওর কাঁধ খামচে ধরেছে কেউ, পদ্ধতিটা নিঃসন্দেহে রূঢ় এবং অভদ্রোচিত। ঘুরে দাঁড়িয়ে সাদা শার্ট পরা বিশালদেহী এক হাউসম্যানকে দেখতে পেল জন, লোকটার অন্য হাতে ভোঁতা একটা পূল কিউ।

'অনেক হয়েছে। এবার বহিষ্কার হও!' কর্কশ স্বরে নির্দেশ দিল সে।

'সামনের দরজা না পিছন দরজা দিয়ে বেরোব?' জনের নিরীহ প্রশ্ন।

'কোন্ দরজা দিয়ে বেরোবে সেটা তোমার ইচ্ছে। বেরোও!'

'নইলে কী করবে?'

ঝামেলার গন্ধ পেয়ে গেছে আশপাশের লোকজন, দ্রুত সরে পড়তে শুরু করল। ব্যাপারটা জনের বিরুদ্ধে চলে গেল, লোকজন সরে যাওয়ায় অরক্ষিত হয়ে পড়েছে ও, শটগানঅলা ওয়াচারের অবস্থান ঠিক ওর পিছনে। ওয়াচার আর নিজের মধ্যে হাউসম্যানকে ফেলে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল জন। তবে সবার আগে, অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে, কার্ল রিডলের সঙ্গে মোলাকাত করতে হলে একটা কিছু ঘটাতে হবে এখানে।

এটাই মোক্ষম সুযোগ।

'দেখতে চাও কী করি?' কিউ তুলতে তুলতে জানতে চাইল হাউসম্যান।

বুকের কাছে ধরা জনের বীয়ারের মগ, অর্ধেকটা শেষ করেছে। শ্রাগ করে সামনের দরজার দিকে এগোল ও। দু'পা এগিয়ে ঝটিতি গ্লাসের অবশিষ্ট বীয়ার ছুঁড়ে মারল বিশালদেহীর চোখে-মুখে। মামুলি

কয়েক সেকেন্ড দরকার ছিল ওর, লোকটা ক্ষণিকের জন্য অন্ধ হয়ে পড়ায় পেয়েও গেল। চট করে হাউসম্যানের পাশে চলে এল জন। এ-মুহূর্তে ওয়াচার আর ওর মাঝখানে লোকটার অবস্থান।

বেশ দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়েছে হাউসম্যান, উল্টো করে কিউ চালাল জনের মাথা বরাবর। ঝটিতি সক্রিয় হলো জন, বীয়ারের মগটা একটু সামনে ঠেলে দিয়ে ধরে রাখল শক্ত হাতে; হাউসম্যানের কনুইয়ের সঙ্গে সংঘর্ষ হলো মগের। গায়ের জোরে কিউ চালিয়েছিল বিশালদেহী, স্বভাবতই ভেঙে চুরমার হয়ে গেল কাঁচের মগ।

অস্ফুট স্বরে যন্ত্রণা প্রকাশ করল হাউসম্যান, রিফ্লেক্সবশত কিউটা ছেড়ে দিল হাত থেকে। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা এক মাইনারের পেটে গিয়ে লাগল ওটা। চোখে ঝাপসা দেখছে বিশালদেহী, জনের আঘাতের আকস্মিকতায় বিমূঢ় এবং বিস্মিত, বাহু তুলে হাতের জখমটা দেখল সে।

তীক্ষ্ণ স্বরে শিস বাজাল অগণিত দর্শক। মাতাল বা বেপরোয়া খদ্দেরদের উপর হাউসম্যানদের চড়াও হতে দেখতে অভ্যস্ত এরা, নিয়মটার ব্যতিক্রম দেখে পুলকিত ও রোমাঞ্চিত সবাই; আর একটা লড়াই দেখার উত্তেজনা তো আছেই।

এদিকে মজা দেখার জন্য বসে নেই জন। হাউসম্যান নিজের হাত থেকে দৃষ্টি সরানোর আগেই সক্রিয় হলো। লোকটার ডান হাঁটুর নীচে ঝেড়ে দিল জবর লাথি। তীব্র যন্ত্রণায় এবার আর্তনাদ করে উঠল হাউসম্যান, দ্রুত পা তুলে ফেলল ব্যথার তীব্রতা কমাতে।

এক পায়ে কোনরকমে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, এ-অবস্থায় চোয়ালে ঘুসি খেল। হাড় ভাঙার ভোঁতা একটা শব্দ হলো। জন দেখল উড়ে গিয়ে কয়েক হাত দূরে মেঝেয় চিৎ হয়ে পড়ল লোকটা।

লড়াই শেষ। কারও বাহ্‌বা বা অভিনন্দন গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষা করল না জন। মাইনারদের ভিড় ঠেলে কামরার পিছন দিকে সরে এল, ভিড় সরাতে প্রয়োজনে কনুই ব্যবহার করছে। পিছনের দরজার দিকে এগোনোর সময় চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল উঠে

দাঁড়িয়েছে বয়স্ক ওয়াচার, কাঁধ বরাবর তুলে ফেলেছে শটগান। জন গড়পড়তার চেয়ে লম্বা বলে দূর থেকে অসংখ্য খদ্দেরের মাথার উপর দিয়ে পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছে ওরা। ওয়াচারকে শটগান তুলতে দেখলেও গ্রাহ্য করল না জন, মোটামুটি ধরে নিয়েছে গুলি করার সাহস পাবে না লোকটা, যদি না বদ্ধ পাগল হয়ে থাকে। এ-অবস্থায় ওর গায়ে না লেগে নিরীহ মানুষের শরীরে গোলা বেঁধার সম্ভাবনা বেশি; এবং সেক্ষেত্রে, অন্তত দু'তিনজন খুন বা আহত হবে।

দরজার কাছাকাছি নেই কেউ। কয়েক ফুট খোলা জায়গা দেখতে পেল জন। তারমানে, এই কয়েক ফুট পেরোনোর সময় সুযোগ পেয়ে যাবে দক্ষ ওয়াচার, ঝুঁকি না নিয়ে গুলি করতে পারবে ওকে।

কোন কিছু চিন্তা করার ঝামেলায় গেল না ও, পিছন থেকে সবচেয়ে কাছের মাইনারের বেল্ট আর শার্টের কলার চেপে ধরে মেঝে থেকে তুলে ফেলল তাকে, তারপর ওয়াচার এবং নিজের মাঝখানে লোকটাকে রেখে দ্রুত সরে এল দরজার দিকে। দরজা পেরোনো মাত্র আতঙ্কিত মাইনারকে ছেড়ে দিয়ে করিডরে প্রবেশ করল।

ম্লান আলো জ্বলছে এখানে। দু'পাশে বেশ কয়েকটা কামরা। দরজা বন্ধ সবক'টার। ছুটল জন। নাক বরবার পিছন-দরজার চৌকো কাঠামো চোখে পড়ছে। কাছাকাছি পৌঁছতে পিছনে ধেয়ে আসা বুটের শব্দ শুনতে পেল, অন্তত কয়েকজন ছুটে আসছে।

ছিটকে বেরিয়ে এল ও, গলিতে পা রেখে চট করে বামে মোড় নিল; অজান্তে এড়িয়ে গেল ছুটন্ত একটা বুলেটকে। বামে খাড়া করে রাখা হয়েছে বীয়ারের শূন্য ব্যারেল, ওগুলোর আড়ালে এসে আবছা অন্ধকারময় গলি ধরে ছুটতে শুরু করল।

গলিটা পুরোপুরি অন্ধকার হলেই ভাল হত, নিতান্ত অসহায়ত্বের সঙ্গে ভাবল জন, যেহেতু এখানকার দালানকোঠা বা শহরের লে-আউট সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই ওর।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল ও, সেলুনের পিছন-দরজা দিয়ে পিল পিল করে বেরিয়ে আসছে লোকজন। ঘুরেই গতি বাড়িয়ে দিল জন,

সামনে বড় রাস্তায় শেষ হয়েছে গলিটা, দেখতে পেল দৌড়ে এসে গলির মুখে থমকে দাঁড়িয়েছে দু'জন লোক। কান পেতেছে। দৌড়ানোর শব্দ শুনতে পাবে এরা, তাই সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল জন। একজন গলি ধরে এগিয়ে এল, অন্যজন বড় রাস্তা ধরে ছুটতে শুরু করল।

গলির ওপাশে তাকাল জন। চৌকো গাঢ় একটা কাঠামো চোখে পড়ল দুটো দালানের মাঝখানে। *প্যাসেজওয়ে?* আনমনে ভাবল ও। আড়াআড়ি গলি পেরোল, হাত বাড়িয়ে দিল সামনে, অন্ধের মত পা বাড়াল অন্ধকার কাঠামো বরাবর। দুই অ্যাডোবি দালানের মাঝখানের ওয়াকওয়ে এটা। শেষ প্রান্ত আলোকিত, সম্ভবত গলির সমান্তরাল অন্য কোন রাস্তা থেকে আসছে আলোটুকু।

জঞ্জালময় প্যাসেজওয়ে ধরে সন্তর্পণে এগোল ও। পিছনে, গলিতে লোকজনের দৌড়ানোর শব্দ কানে আসতে চট করে দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল, মনে মনে শঙ্কিত যে প্যাসেজওয়েতে উঁকি দিলে হয়তো আলোর বিপরীতে ওর কাঠামো দেখতে পাবে তারা। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না, দৌড়ে চলে গেল লোকগুলো, দূর থেকে তাদের ম্লান কণ্ঠ শুনতে পেল জন। নিশ্চিন্ত মনে, অথচ যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে প্যাসেজওয়ে ধরে এগোতে শুরু করল আবার। পাশের বাড়ির একটা জানালা পাশ কাটিয়ে দু'পা এগিয়েছে, এ-সময় প্যাসেজওয়ের মাথায় একজন লোকের কাঠামো দেখতে পেল। রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে লোকটা, প্যাসেজওয়েতে ঢুকে সরাসরি এগিয়ে এল ওর দিকে।

কোণঠাসা হয়ে পড়েছে এবার! আগুয়ান লোকটির উপর চড়াও হওয়ার বা পিস্তল ব্যবহার করার সুযোগ আছে বটে, কিংবা প্যাসেজওয়ে ধরে ফিরেও যেতে পারে; কিন্তু পিছন ফিরতে গলির মুখটা আগের চেয়ে আলোকিত দেখতে পেল জন। তারমানে লণ্ঠন নিয়ে এসেছে ধাওয়াকারীরা!

সহসা পেরিয়ে আসা জানালার কথা মনে পড়ল ওর। দ্রুত পায়ে পিছিয়ে এল জন, জানালার কাছে এসে হাত বাড়াল অনুমানের উপর। ভুল দেখেনি তখন–এটা একটা জানালা এবং খোলাই আছে!

রাস্তার দিকে তাকাতে আগুয়ান লোকটার কাঠামো দেখতে পেল। শেষবারের মত পরিস্থিতি বিচার করল ও–উঁহুঁ, এছাড়া উপায় নেই। সন্তর্পণে জানালার পর্দা সরিয়ে উঠে এল, বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করল, তারপর পিছনে পর্দা নামিয়ে দিল।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। এক চুল নড়ল না জন। কান খাড়া রাখল। গলিতে লোকজনের চেঁচামেচি কানে আসছে। নিঃশ্বাস আটকে অপেক্ষায় থাকল ও, জানে ওয়াকওয়ে ধরে এগিয়ে আসবে তারা। তবে কারও পায়ের শব্দ শুনতে পেল না। একাকী লোকটা কি তা হলে অপেক্ষা করছে, সঙ্গীরা লণ্ঠন নিয়ে এলে উজ্জ্বল আলোয় অনায়াসে ওকে দেখতে পাওয়ার আশায় আছে?

আচমকা কামরার ভিতরে একটা কণ্ঠ শুনতে পেল জন। 'তুমি যেই হয়ে থাকো, যেভাবে এসেছ ওভাবেই বেরিয়ে যাও। আমার হাতে পিস্তল আছে, এবং তোমাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

শঙ্কিত এক নারীকণ্ঠ!

উত্তর দেওয়ার আগে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করল জন। 'তোমার কোন ক্ষতি করব না আমি, ম্যা'ম। তবে বেরিয়েও যেতে পারব না। আমাকে খুঁজছে ওরা।'

'ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো,' কামরার ওপাশে বিছানার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হলো, কাপড়ের খসখস আওয়াজ শোনা গেল, তারপর দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠল। ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরে। ক্ষীণ একটা কাঠামো চোখে পড়ল জনের, ওর দিকে পিছন ফিরে আছে মহিলা, দেয়াশলাইয়ের কাঠি ছোঁয়াল লণ্ঠনে, চিমনি নামিয়ে সলতে বাড়িয়ে দিল। শেষে, বিছানার পাশের টেবিল থেকে পিস্তলটা তুলে নিল মহিলা, লণ্ঠনের এক পাশে সরে দাঁড়াল যাতে আলো এসে পড়ে জনের গায়ে। নীরবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা, বিস্ময় আর কৌতূহল নিয়ে।

লণ্ঠনের অপর্যাপ্ত আলোয় ক্ষীণদেহী এক যুবতীকে দেখতে পেল জন, দুই বেণী করা ব্লন্ড চুল লুটাচ্ছে কাঁধের উপর। দৃশ্যটা দেখতে

সুন্দর লাগবে না, তবে বেশিরভাগ মেয়ে শোওয়ার আগে এভাবেই চুলে বেণী করে। নীল একটা র‍্যাপার মেয়েটির পরনে, নগ্ন পায়ের আঙুলগুলো ঠাণ্ডা মেঝের স্পর্শে ভাঁজ করে রেখেছে। মুখটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, গাঢ় নীল চোখজোড়ায় পলকহীন ও বিস্ফারিত দৃষ্টি–বিস্ময় এবং ভয়, দুটোই কারণ হতে পারে।

'কারা খুঁজছে তোমাকে?'

'সম্ভবত ক্রসফায়ারের হাউসম্যানরা। আসলে কে পিছু নিয়েছে, দেখার জন্য দেরি করিনি আমি।'

গলিতে চাপা স্বরে কথা বলছে ধাওয়াকারীরা। পাশ ফিরতে একটা দরজা দেখতে পেল জন, গলিতে উন্মুক্ত হয়েছে। ওর মত মেয়েটাও দৃষ্টি হেনেছে দরজার দিকে, তারপর পিস্তল নেড়ে বলল: 'ওই কোণায় চলে যাও, আর জানালা থেকে দূরে থাকো।'

কাঠের সাদাসিধে একটা ড্রেসার পেরিয়ে ঘরের কোণে চলে এল জন, জায়গাটা পর্দা ঘেরা, সম্ভবত মেয়েটার ক্লজিট–অনুমান করল ও।

টেবিলে পিস্তল রেখে দিল যুবতী, লণ্ঠন তুলে নিয়ে গলির দরজার কাছে চলে গেল। তালা খুলে কবাট মেলে ধরল, গলি আর জনের মধ্যে আড়াল তৈরি হয়ে গেছে। আরও দু'পা এগোল মেয়েটি, জনের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল এবার। বাইরে লোকজনের কথাবার্তা থেমে গেছে।

'হচ্ছে কী এখানে?' প্রায় বিরক্ত স্বরে জানতে চাইল মেয়েটি।

মুহূর্ত কয়েকের নীরবতা, তারপর একজন বলল: 'এক লোকের খোঁজ করছি আমরা, মিস্।'

'যেভাবে চেঁচাচ্ছ সবাই, মরা মানুষও জেগে উঠবে!'

'দেখেছ নাকি ওকে, মিস্ ডেবি? লম্বা এক লোক, পরনে কাউবয়ের পোশাক।'

'কীভাবে দেখব?' ত্যক্ত স্বরে উত্তর দিল মেয়েটা। 'তোমাদের চিৎকারে এই মাত্র ঘুম ভাঙল আমার। এবার ভাগো সবাই, অন্য কোথাও গিয়ে চেঁচাও যত পারো।'

লোকগুলোর জবার শোনার অপেক্ষা করল না যুবতী, সপাটে

দরজা আটকে দিল। তালা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকল একই জায়গায়, কান পেতে বাইরের শব্দ শুনছে। বাইরে বিড়বিড় করে কী যেন বলছে দু'জন, সম্ভবত পরামর্শ বা তর্ক করছে। তবে একটু পর সেটাও মিলিয়ে গেল।

ঘাড় ফিরিয়ে জনের দিকে তাকাল মেয়েটি।

'তোমাকে বোধহয় চেনে ওরা,' কৌতূহলী স্বরে জানতে চাইল জন। 'নামের প্রথম অংশটা জানলাম। বাকিটা কী? আমার নাম জন ক্যালকিন্‌।'

'ডেবোরা গিবসন। বেশিরভাগ লোক অবশ্য ডেবি নামটাই পছন্দ করে। হ্যাঁ, আমাকে চেনে ওরা। খালার সঙ্গে একটা হোটেল আর বোর্ডিং হাউস চালাই আমি।'

ঘরের একপাশে স্ট্যান্ডের কাছে চলে গেল ডেবি, লণ্ঠনটা রাখল ওটার উপর। ক্লজিটের আড়াল ছেড়ে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল জন, মেয়েটি ঘুরে ওর দিকে তাকাতে বলল, 'মিথ্যে বলার বা আমাকে বাঁচানোর দরকার ছিল না তোমার, কিন্তু কৃতজ্ঞ বোধ করছি আমি,' ক্ষণিকের জন্য থামল ও, শেষে দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে জানতে চাইল: 'কেন করলে কাজটা?'

'সহজ কারণ। ক্রসফায়ারের ষণ্ডাগুলো যদি তোমার পিছু নিয়ে থাকে, নিশ্চই ওদের কাউকে ধোলাই দিয়েছ, যে-জন্য তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে ওরা। ওদের কাউকে মানুষ বলা যায় না, নিষ্ঠুর একেকটা দানব। আমি ধরে নিয়েছি অন্যায় কিছু করোনি তুমি।'

সামান্য মাথা ঝাঁকাল জন, স্মিত হাসল। 'তোমার হোটেলটা কোথায়, মিস্ ডেবি?'

'হোটেলেই আছ তুমি এখন। কি জানো, আমার নিজস্ব বেডরুমে ঢুকে পড়েছ, যেখানে ঢোকার কথা নয় তোমার।'

'কোন কামরা খালি আছে নাকি?'

'মাত্র একটাই খালি। কেন?'

'যাক, তোমার সব রুম ভাড়া হয়ে গেল, ম্যা'ম। কামরাটা দেখিয়ে

দিলে তোমার বেডরুম থেকে বেরিয়ে যেতে পারি আমি।'

খিলখিল করে হেসে উঠল ডেবোরা গিবসন, জনের কানে ঝংকার তুলল হাসিটা। সমস্ত উদ্বেগ, উত্তেজনা বা সন্দেহ দূর হয়ে গেছে ওর মুখ থেকে। শান্ত, সুন্দর, সতেজ এক যুবতীর মুখ; চোখে কৌতুকভরা চাহনি।

বিছানায় বসল ডেবি, ঝুঁকে একজোড়া ইন্ডিয়ান মোকাসিন তুলে নিল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে লণ্ঠনটা নিল হাতে। 'ঘটনাটা বিশ্বাসই করবে না ডোরা খালা,' হালকা সুরে বলল ও। 'ওকে অবশ্য বলবও না। বলতে হবে ঘণ্টা বাজিয়েছ তুমি, হলরুমে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার।'

'কিন্তু ঘণ্টা বাজালে ওর তো শুনতে পাওয়ার কথা।'

'ঘুম গভীর হলে কেউ শুনতে পায়?'

'মোটামুটি যৌক্তিক,' মন্তব্য করল জন, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল ওরা।

লণ্ঠন হাতে এগোল ডেবি, দরজা খুলে বড়সড় রান্নাঘরে পা রাখল। ওটা পেরিয়ে, ডাইনিংরুম হয়ে দেয়ালে ঝোলানো লণ্ঠনের আলোয় আলোকিত করিডরে চলে এল। সিঁড়ির নীচে চাবির র‍্যাক, ওখান থেকে একটা চাবি তুলে নিয়ে জনের দিকে বাড়িয়ে দিল। 'কামরাটা দোতলায়। সাত নম্বর। এক সপ্তাহের থাকা-খাওয়ার ভাড়া দশ ডলার; আর একমাসের জন্য পঁয়ত্রিশ।'

পকেট থেকে রুপোর একটা ঈগল বের করে ডেবির হাতে ধরিয়ে দিল জন। 'ধরে নাও এক সপ্তাহ থাকব,' ডেবি নড করতে জানতে চাইল: 'সকালে কি তোমার সঙ্গে দেখা হবে?'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি। 'কামরা গুছিয়ে দেওয়ার সময়,' নিস্পৃহ স্বরে বলল ও। 'সকাল ছয়টায় নাস্তা পরিবেশন করি আমরা। রাতে যদি গোলমাল শুনতে পাও, চিন্তা কোরো না। মি. বসওয়েল সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় প্রায়ই পড়ে যায়। প্রতি দুই রাত পরপর ইচ্ছেমত হুইস্কি খেয়ে মাতাল হওয়া ওর স্বভাব। ওর ব্যাপারে গ্রাহ্য না করলেই চলবে। শুভরাত্রি, মি. ক্যালকিন।'

তিন

বেশ ভোরে নাস্তা পরিবেশন করার নিয়মটা খাড়া করা হয়েছে ভাড়াটেদের সুবিধা বিবেচনা করে। বেশিরভাগ বোর্ডার মিল বা খনিতে কাজ করে, এবং সকাল সাতটায় শিফট শুরু হয়। ডেবির খালা মিসেস ডোরা দীর্ঘদেহী ধূসর চুলের কাটখোট্টা টাইপের মহিলা। রান্নাঘরে তাকে সাহায্য করে মেক্সিকান এক বৃদ্ধা।

সুস্বাদু ও পর্যাপ্ত খাবার। সময় নিয়ে খাচ্ছে জন। ওর সঙ্গে বসেছে ডেবি। হাউসকীপিঙের পাশাপাশি খাবারের সময় ওয়েট্রেসের কাজও করে সে। অন্যরা চলে গেছে কিছুক্ষণ আগে, টেবিল পরিষ্কার করে জনকে দ্বিতীয় কাপ কফি ঢেলে দিল মেয়েটি, তারপর উল্টোদিকের একটা চেয়ারে বসল। নিজের জন্য কফি ঢালার সময় বলল, 'ভেবে দেখলাম তোমাকে এখন সুযোগ দেওয়াই ভাল। রুমে রুমে গিয়ে আমার খোঁজ করবে, তা তো হয় না। যা জানতে চাও, জিজ্ঞেস করে ফেলো। কী জানতে চাও তুমি?'

'খনির মালিকরা কি শহরেই থাকে, ম্যা'ম?'

'কেউ কেউ। তবে যথেষ্ট ধনী, এমন মালিকেরা সুপারের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে। তুমি কি মাইনার?' জন মাথা নাড়তে জানতে চাইল: 'তা হলে নিশ্চই কাজ খুঁজছ?'

'হ্যাঁ। জানতে চাইছি কারা, কী কাজে, কাদের নিয়োগ দিচ্ছে।'

'মি. বসওয়েলের কাছে শুনলাম শিগগিরই নাকি আকরিক আনা-নেওয়া করে এমন টিমস্টারদের আকাল পড়ে যাবে। ধুলোবালির মধ্যে

বেশিদিন কাজ করতে চায় না এরা। ফুসফুসে ধুলো জমে, চোখে ক্ষত তৈরি হয়ে যায় বলে শেষপর্যন্ত প্রায় সবাই কাজ ছেড়ে দেয়।'

'কাছাকাছি র‍্যাঞ্চ নেই?'

নড করল ডেবি। 'আছে বটে, তবে সাধারণত মেক্সিকান হ্যান্ড ভাড়া করে ওরা,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল ও। 'একজন লোকই ছিল যার সঙ্গে দেখা করতে পারতে, কিন্তু গতরাতে সুযোগটা বরবাদ করেছ তুমি।'

ভুরু কোঁচকাল জন। 'কীভাবে?'

'ক্রসফায়ার, দুটো খনি, একটা কাস্টম মিল আর একটা জেনারেল স্টোরের মালিক ও। গতরাতে সেলুনে যদি কাউকে পিটিয়ে থাকো, তা হলে ওর লোককে পিটিয়েছ। লোকটার আঘাত যদি গুরুতর হয়ে থাকে, নির্ঘাত কপালে খারাবি আছে তোমার।'

'কার কথা বলছ?'

'কার্ল রিডলের।'

'কোথায় গেলে পাব ওকে?'

স্মিত হাসল ডেবি। 'জানো না? ক্রসফায়ারের পিছনের একটা কামরায় ওর অফিস। তবে মনে হয় না এখন আর সামনের দরজা পেরোতে পারবে তুমি।'

মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকার পর জন জানতে চাইল: 'ওকে চেনো তুমি?'

কফিতে চুমুক দিল ডেবি, কাপ নামিয়ে রেখে বলল, 'হ্যাঁ। মাইনার বা ভবঘুরে ছাড়া এখানকার সবাই সবাইকে চেনে।'

'বলব নাকি তুমি আমাকে পাঠিয়েছ?'

বিস্ফারিত হলো মেয়েটির নীল চোখজোড়া। 'তাতে কী উপকার হবে তোমার, শুনি?'

'ওর সঙ্গে দেখা হলে একটা কিছু তো বলতে হবে, নাকি? তুমি আমাকে পাঠিয়েছ বললে গুরুত্ব পাবে, বিশ্বাসযোগ্য হবে ব্যাপারটা। নইলে আমি তো স্রেফ রাস্তার ভিখারি।'

'আচ্ছা!'

'সম্ভবত তোমার এসবে না জড়ানোই উচিত।'

'জড়ানো হলো কী করে? কোথায় গেলে কাজ পাবে, শুনে তোমাকে বলেছি কার্ল রিডলের সঙ্গে দেখা করতে; কারণ বহু লোককে খাটায় সে। ব্যস।' ক্ষণিকের জন্য থামল ডেবি, তারপর বলল: 'প্রয়োজন হলে আমার কথা বোলো, অসুবিধা হবে না। তা ছাড়া, ওর স্টোর থেকে মালপত্র কিনি আমরা।' উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। 'অনেক কাজ পড়ে আছে, এবার যাই আমি। তোমার সৌভাগ্য কামনা করছি।'

জনও উঠে দাঁড়াল। কফির কাপ হাতে রান্নাঘরে চলে এল। সিঙ্কে বাসন-কোসন ধুচ্ছে মেক্সিকান বুড়ী। ড্রেনবোর্ডে কাপটা নামিয়ে রাখল ও। পরস্পরের উদ্দেশে শুভেচ্ছার ভঙ্গিতে হাসল ওরা। 'গুড ডে,' উনুনে ব্যস্ত ডোরা গিবসনের উদ্দেশে শুভেচ্ছা জানাল জন, তারপর বেরিয়ে এল।

পোর্চে থামল ও। আনমনে হাত বুলাল দাড়ির জঙ্গলে। স্টেবল থেকে ব্লাঙ্কেট-রোল নিয়ে এসে, শেভ করে পরিষ্কার একটা শার্ট গায়ে চাপিয়ে ইন্টারভিউয়ে যাওয়া উচিত, নাকি এ-অবস্থায় চলে যাবে? হোক না খুনী, কার্ল রিডল যদি সাবেক সার্জেন্ট হয়ে থাকে, নিশ্চই সেনাবাহিনীতে দায়িত্ব পালনের সময় অধীন লোকদের পরিপাটি ও ভদ্র পোশাকে আশা করত? তবে মামুলি এক কাউপাঞ্চারের কাছে নিশ্চই এ-ধরনের উপস্থিতি আশা করে না সে?

উঁহুঁ, এভাবেই যাবে ও।

পোর্চ ধরে এককোণে চলে এল জন, তারপর সাইড স্ট্রিট ধরে এগোল। রাস্তাটা মূল রাস্তা থেকে এক ব্লক সমান্তরাল। কোম্পানি-কেরানির দেওয়া চিঠির বিষয়বস্তুর সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায় কার্ল রিডল সম্পর্কে ডেবির বলা তথ্য। উপরন্তু নিশ্চিত হয়ে গেছে জন। তবে আরও কয়েকটা বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে ওকে। কঠিন এবং বেপরোয়া কিছু লোক রিডলের অধীনে রয়েছে, বলেছিল কেরানি। এ-ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখতে হবে।

আধ-ব্লক দূরে থাকতে মূল রাস্তার উপর পাতলা চাদরের মত বিছিয়ে থাকা ধুলোর স্তর চোখে পড়ল ওর। রাস্তায় পা রাখতে গম্ভীর চেহারার অসংখ্য মাইনারকে দেখতে পেল, রাতের শিফট শেষে মিল থেকে ফিরে আসছে এরা, প্রায় সবার হাতে খাবার বহন করার পাত্র। বেশিরভাগই যার যার বাড়ি বা আশ্রয়স্থলে ফিরছে; জীর্ণ ব্লাঙ্কেটে ক্লান্ত শরীর বিছিয়ে দেওয়ার আগে এক রাউন্ড পান করার জন্য ক্রসফায়ারে ঢুকছে কেউ কেউ।

গতরাতে যে-ভিড় দেখেছিল, তার তুলনায় ক্রসফায়ারে লোক সমাগম এমন কিছু নয়, তারপরও বলা যায় দিনের এমন মন্দা সময়েও চুটিয়ে ব্যবসা করছে সেলুনটা। *এই অসময়ে কার্ল রিডলকে অফিসে পাওয়া যাবে তো?* আনমনে ভাবল জন।

ভিতরে ঢুকে সরাসরি বারে চলে এল ও, কাছাকাছি দাঁড়ানো মোটাসোটা এক বারটেন্ডারকে জিজ্ঞেস করল: 'মি. রিডল এসেছে নাকি?'

'আধ-ঘণ্টা আগে চলে এসেছ তুমি,' বলল লোকটা।

মাথা ঝাঁকিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল জন। একটু আগেভাগে এসে পড়ায় ভালই হয়েছে, সরাসরি কথা বলার আগে কার্ল রিডলকে দেখার সুযোগ পাবে। অবশ্য ক্রসফায়ারের পিছনের দরজা ব্যবহার করতে পারে সে, তবে জনের ধারণা মালিক বলে সামনের দরজা দিয়ে ঢুকবে রিডল, হয়তো নিজের অফিসে যাওয়ার আগে বারটেন্ডারদের সঙ্গে ব্যবসায়িক দু'একটা কথাবার্তা বলবে, গতরাতে কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকলে সেটা নিজের চোখে দেখবে।

ধীরে ধীরে ওয়্যাগনের সংখ্যা বাড়ছে, ব্যস্ত হয়ে উঠছে রাস্তা, মন দিয়ে দেখল জন, নিজেও জানে না কী খুঁজছে, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে দেখা মাত্র ধরতে পারবে জিনিসটা।

রাস্তার একটা দৃশ্য দৃষ্টি কেড়ে নিল। দুটো আকরিকের ওয়্যাগনের মাঝখানে এগিয়ে আসছে পাঁচজন রাইডার, সবার পরনে রেঞ্জের পোশাক, নাক পর্যন্ত নেকারচিফ তুলে দেওয়া; এবং সশস্ত্র, হোলস্টারে

পিস্তল ছাড়াও স্যাডল স্ক্যাবার্ডে কারবাইন রয়েছে। ঘোড়াগুলোর অবস্থান দেখে বোঝা গেল মাঝখানের লোকটার নিরাপত্তার ব্যাপারে শতভাগ সিরিয়াস এরা, কারণ সামনে-পিছনে দু'জন করে রাইড করছে। লোকটা বিশালদেহী, গাট্টাগোট্টা, তবে এক ফোঁটা বাড়তি মেদ নেই শরীরে। ক্রসফায়ারের সামনে এসে সামনের দুই রাইডার, বিশালদেহী আর পিছনের একজন স্যাডল ছাড়ল। পঞ্চমজন হাতে তুলে নিল সব ঘোড়ার লাগাম, এদিকে তিন গার্ডকে নিয়ে সেলুনের ভিতরে ঢুকে পড়ল বিশালদেহী। চার ঘোড়ার লাগাম হাতে রাস্তা ধরে এগোল চতুর্থ গার্ড, সম্ভবত ফীড স্টেবলে যাচ্ছে।

দেয়াল থেকে সরে এল জন, মাথা নিচু করে টাই-রেইলের নীচ দিয়ে রাস্তায় পা রাখল। ছয় ঘোড়ায় টানা বিশাল এক আকরিক-ওয়্যাগনকে রাস্তা পেরোতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভালুকের মত বিশালদেহী, কিন্তু নিজের জীবন নিয়ে ভীত একজন মানুষ–কার্ল রিডল সম্পর্কে বাড়তি এটুকুই জানা হয়েছে ওর।

উঁচু চাকার ওয়্যাগনটা চলে যেতে আড়াআড়ি রাস্তা পেরিয়ে ক্রসফায়ারে ঢুকল জন, বারের দিকে এগোনোর সময় নাকের উপর থেকে নেকারচিফ নামিয়ে ফেলল। বারে ভিড় করা ডজনখানেক লোকের পিছনে কার্ল রিডলের শেষ গার্ডকে অন্ধকার করিডরে হারিয়ে যেতে দেখতে পেল।

বারের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ এক পাঞ্চার, বারটেন্ডারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। নিশ্চিত না জানলেও জনের অনুমান, আসলে সে গার্ডদের একজন, করিডরে নজর রাখার জন্য রয়ে গেছে এখানে।

কোণাকুণি তার দিকে এগোল জন, টের পেল শীতল তীক্ষ্ণতা নিয়ে ওকে দেখছে সে। কটা রঙের চোখ লোকটার, জনের চেয়ে খাটো, বয়সে দশ বছর বড় হবে। কোমরে একটা হোলস্টার ঝুলছে।

'মি. রিডলের সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি,' নিরীহ সুরে বলল জন।

'এখানে নেই সে,' সোজাসাপ্টা মিথ্যে বলল গার্ড।

সতর্ক চাহনিতে তাকে মাপল জন, তারপর মাথা নেড়ে করিডরের দরজার দিকে ইশারা করল। 'ওদিকে যেতে দেখলাম ওকে।'

'ভুল দেখেছ।'

'দেখো, লেফটি,' সধৈর্যে বলল ও। 'আরেকটা সুযোগ দেব তোমাকে। ওকে গিয়ে বলো মিস্ ডেবির পাঠানো এক লোক দেখা করতে চাইছে।'

'যদি না বলি?'

'বলবে, নিশ্চই বলবে। ঝামেলা পছন্দ করি না আমি, তবে দরকার হলে করতেও আপত্তি করি না। আমার মনে হয় তোমারও একই মনোভাব।'

'এ-নিয়ে একটুও পরোয়া করি না আমি,' টুল থেকে উঠে দাঁড়াল সে।

মুহূর্তের জন্য জনের মনে হলো, ঝামেলায় পড়ল কি না!

'দাঁড়াও, দাঁড়াও! উল্টাপাল্টা কিছু করে বোসো না আবার,' দ্রুত বলল গার্ড, কণ্ঠে আপসের সুর। 'তোমার পিস্তল তুলে নিচ্ছি আমি।'

'বেশ।'

হোলস্টার থেকে কোল্ট দুটো তুলে নিল সে, বাড়তি সতর্কতার কোন নমুনা দেখা গেল না তার আচরণে, ঘুরে অন্ধকার করিডরে হারিয়ে গেল লোকটা। ডেবোরা গিবসনের নামটাই যাদু দেখিয়েছে, বুঝতে পারছে জন। তবে কার্ল রিডল এটা হজম করে কি না, বলা কঠিন।

এক বারটেন্ডার এগিয়ে এল ওর দিকে, জানতে চাইল: 'ব্যাপার কী, মিস্টার?'

'কিছু না। অপেক্ষা করছি আমি,' তার দিকে ফিরে বলল জন।

মাথা ঝাঁকাল বারটেন্ডার, স্থির চাহনিতে দেখছে জনকে, বারের অন্য প্রান্তে না গিয়ে নিতান্ত আলসেমির সঙ্গে করিডরে চলে গেল। করিডরে এত অন্ধকার যে দূর থেকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। একটা

লণ্ঠন জ্বালালেই তো হয়, আনমনে ভাবল জন, কিংবা পিছন-দরজা খুলে দিলেও আলোকিত হত।

অনেকক্ষণ অপেক্ষায় থাকতে হলো। তারপর, গায়ের অ্যাপ্রনে হাত মুছতে মুছতে উদয় হলো বারটেন্ডার, বারের পিছনে এসে জনকে পেরিয়েও গেল, কিন্তু কিছু বলল না।

মুহূর্ত কয়েক পর দরজায় উদয় হলো পাঞ্চারের পোশাক পরা সেই গার্ড, হাত তুলে ইশারা করল জনকে। জন সামনে পৌঁছতে ঘুরে করিডর ধরে এগোল। শুরুতে, করাঘাত ছাড়াই বামদিকের কামরার দরজা খুলল সে, জনকে কিছু না বলে ভিতরে ঢুকে পড়ল। অনুসরণ করল জন।

কামরার ওপাশে আয়তাকার একটা টেবিল, উপরের পৃষ্ঠ কালো ওটার, এমন জায়গায় বসানো যাতে পিছনে বসা মানুষটি করিডরের দরজা আর গলিমুখো দুই জানালার উপর নজর রাখতে পারে। জানালার নীচের অংশ সাদা রঙ করা, যাতে বাইরে থেকে কামরার ভিতরের কিছু চোখে না পড়ে।

বামদিকের দেয়াল বরাবর ব্যারেল-চেয়ারে বসে আছে জনের গাইড আর অন্য দুই গার্ড। ছড়ানো-ছিটানো কাগজের স্তূপে পূর্ণ ডেস্কের পিছনে বসা বিশালদেহীর দিকে চলে গেল জনের মনোযোগ। খেয়াল করল ওর পিস্তল দুটো ডেস্কের উপর পড়ে আছে।

শুধু শরীরই নয়, মাথাটাও বিশাল কার্ল রিডলের। ঘন লাল চুল, এত ঘন যেন সরু তারের সমাহার। মুখে অসংখ্য কাটাকুটির দাগ, বোঝাই যায় জীবনে বহু মল্লযুদ্ধের অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। খাটো নাকের দুই ফুটো অস্বাভাবিক চওড়া, সম্ভবত কোন লড়াইয়ে ভেঙে চ্যাপ্টা আকার পেয়েছে; ওটার অসামঞ্জস্যতা রিডলের চওড়া চেহারায় অসৎ অভিব্যক্তি এনে দিয়েছে। সরু ঠোঁট, হাসি-হাসি মুখ। লালচে ভুরুর নীচে সবুজ চোখজোড়ায় শীতল নির্লিপ্ত দৃষ্টি, যে-কোন ঘোড়া ব্যবসায়ীর মত পেশাদার এবং সতর্ক।

সমর্থ, শক্তিশালী কিন্তু বখে যাওয়া একজন মানুষ, উপসংহারে

পৌঁছল জন।

'মর্নিং, মি. রিডল,' শুভেচ্ছা জানাল জন।

নড় করল সে। 'শুনলাম মিস্ ডেবি গিবসন আমার কাছে পাঠিয়েছে তোমাকে। কেন?'

'একটা কাজের জন্য। ওর কাছে শুনলাম বেনিং এবং এর আশপাশে বেশ কয়েকটা ব্যবসা আছে তোমার।'

'দেখে তো মাইনার বা প্রসপেক্টর মনে হচ্ছে না তোমাকে, কিংবা ওদের মত কথাও বলছ না।'

একেবারে অশিক্ষিত নয় ও, ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত লুকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না জানে বলেই সত্য বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জন। কারণ আগে-পরে ঠিকই ওর শিক্ষা সম্পর্কে জেনে যাবে রিডল। 'মাইনিঙে একেবারে অনভিজ্ঞ তা বলা যাবে না,' মৃদু স্বরে ব্যাখ্যা দিল ও। 'মাঝে মধ্যে শখের বশে মাইনিং করেছি। আসলে স্কুলটীচার ছিলাম।'

নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে উঠল এক গার্ড, কিন্তু কার্ল রিডলের চকিত চাহনিতে আচমকা থেমে গেল।

জনের দিকে মনোযোগ দিল ক্রসফায়ার মালিক। 'এখন শিক্ষকতা করছ না কেন?'

'ঝামেলা।'

সামান্য বেঁকে গেল রিডলের মুখের কোণ, ক্ষীণ হাসল। 'আমার তো ধারণা ছিল মেয়েরাই স্কুলটীচার হয়।'

'কিন্তু পুরুষদের জেলখানায় হয় না।'

বিস্ময় আর সমীহ ফুটে উঠল ক্রসফায়ার মালিকের মুখে। 'শিক্ষক আছে, এমন জেলখানার কথা তো শুনিনি!'

'আমি কিন্তু একটায় করেছি। কোন ভিনদেশী কয়েদীর কথাই ধরো, তোমার ভাষা জানে না সে, তাই তোমার নির্দেশও বুঝবে না। এই সমস্যা দূর করতে চেয়েছিল আমাদের কর্তব্যপরায়ণ ওয়ার্ডেন।'

চেয়ারে হেলান দিল কার্ল রিডল, শিথিল হয়ে গেছে শরীর। 'গতরাতে আমার এক হাউসম্যানকে যেভাবে পিটিয়েছ, ওভাবে মানুষ

পেটানোর শিক্ষা দিতে কয়েদীদের?'

বারটেন্ডার লোকটা চিনতে পেরেছিল ওকে, সেজন্যই হঠাৎ বার ছেড়ে বসের সঙ্গে দেখা করতে এখানে চলে এসেছিল, জানিয়ে গেছে জনের আসার খবর। 'উঁহুঁ, বরং মারপিটের ব্যাপারে ওরাই আমার ওস্তাদ,' গম্ভীর মুখে বলল জন।

আচমকা শীতল হয়ে গেল রিডলের কণ্ঠ। 'ব্যাপারটা ঘটল কীভাবে?'

'একটা বীয়ার কিনে ফারো খেলা দেখছিলাম। তোমার ওয়াচার আমাকে না খেললে সরে যেতে বলল ওখান থেকে। আমার কারণে খেলোয়াড়দের কারও অসুবিধা হচ্ছিল না বলে সরে যাইনি। ওয়াচারের ইশারায় হাউসম্যান লোকটা এল আমার কাছে, সেলুন থেকে বেরিয়ে যেতে বলল আমাকে। তখনও বীয়ারটা শেষ করিনি। বাকিটা শুনেছ তুমি।'

নড করল রিডল। 'ওর পা আর চোয়াল ভেঙেছ, এটা জেনেছি।'

'ভদ্রতা শেখার উপায়টা কঠিন হয়ে গেল ওর জন্য।'

দীর্ঘক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকল কার্ল রিডল, তারপর চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'গতরাতে আমার এক হাউসম্যানকে বেদম পিটিয়েছ তুমি, আর আজ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ কাজের খোঁজে। সাহস আছে তোমার!'

'হয়তো ওর চেয়ে ঢের যোগ্য আমি।'

চাপা রাগ ফুটে উঠল ক্রসফায়ার মালিকের মুখে, তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

যেন অদৃশ্য কোন ইশারা করেছে বস্, তাল মিলিয়ে হেসে উঠল তিন গার্ড। জনের ধারণা কার্ল রিডলের হাসি নিখাদ, কিন্তু তিন ডালকুত্তার হাসি স্রেফ একইসঙ্গে তোষামোদজনিত এবং ওর জন্য উপহাসমূলক; যেন এরপর কী ঘটবে, জানে তারা।

তিনজনের মধ্যে গায়ে-গতরে অপেক্ষাকৃত বড় লোকটা উঠে দাঁড়াল, গানবেল্ট খুলল প্রথমে, তারপর ট্রাউজারের চওড়া বেল্টটা খুলে

ডান হাতের তালুর সঙ্গে পেঁচাতে শুরু করল।

অন্য দু'জনও উঠে দাঁড়িয়েছে।

এদের উদ্দেশ্য অনুমান করতে অসুবিধা হলো না জনের। দু'জন ওকে টেনে-হিঁচড়ে বা পাঁজাকোলা করে গলিতে নিয়ে ফেলবে, তারপর ধরে রাখবে যাতে বেল্টঅলা আচ্ছামত পেটাতে পারে ওকে। বেল্ট-জড়ানো মুঠি দিয়ে পিটিয়ে ওর মুখটা ভর্তা করে দেবে। তিন গার্ডের মনের ভাবনা আঁচ করতে পারলেও কার্ল রিডলের মনোভাব জানা নেই ওর।

ক্রসফায়ার মালিকের দিকে তাকাল ও, দেখল সকৌতূহলে ওকে দেখছে সে, সবুজ চোখে চাপা আগ্রহ–জনের প্রতিক্রিয়া বুঝতে চাইছে। 'কী অদ্ভুত! তোমার নামটাও জানা হয়নি,' মৃদু স্বরে বলল সে।

'জন ক্যালকিন।'

'এখন কী বলার আছে তোমার, ক্যালকিন?' অপেক্ষায় থাকা তিন গার্ডের দিকে ইশারা করে জানতে চাইল সে।

'আমি যা ভাবছি, যদি সত্যি তাই করার চেষ্টা করে ওরা,' শান্ত, নির্লিপ্ত স্বরে বলল জন। 'নিশ্চিত ধরে নাও বেল্টঅলাকে আগামী মাসে বেতন দিতে হবে না তোমার।'

অপেক্ষা করছে তিন গার্ড, তাকিয়ে আছে রিডলের দিকে, আর রিডল এখনও স্থির চাহনিতে মাপছে জনকে। 'আমার মনে হয় সত্যি তাই করবে তুমি,' শেষে ধীরে ধীরে বলল সে।

'বেল্টঅলা কথাটা বিশ্বাস করলেই ভাল হবে।'

দৃষ্টি সরিয়ে তিন গার্ডের দিকে ফিরল রিডল, বলল: 'বেল্টটা সরিয়ে রাখো, বেন্টলি। নতুন একজন হাউসম্যান পেয়ে গেছি আমরা,' তারপর জনের দিকে ফিরল সে। 'বিকাল চারটার মধ্যে হিরাম ডেলির সঙ্গে দেখা কোরো। সেলুনটা ও-ই চালায়।'

'খুশি হলাম,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল জন। ঘুরে বেরিয়ে এল কামরা থেকে।

রাস্তায় এসে নাকের উপর নেকারচিফ তুলে দিল ও, ফীড স্টেবলের দিকে এগোচ্ছে। কাজের প্রথম ধাপ–সবচেয়ে কঠিন ছিল যেটা–শেষ করেছে। কার্ল রিডলের কাছাকাছি থাকার সুযোগ হয়েছে ওর, চাইলে দেখা-সাক্ষাৎও করতে পারবে। কিন্তু কীভাবে তাকে বন্দি করে এখান থেকে নিয়ে যাবে, সেটা চিন্তা করা এ-মুহূর্তে দুঃসাহস মনে হচ্ছে; কারণ সারাক্ষণই গার্ডদের প্রহরায় থাকছে সে।

আপাতত চালিয়ে যেতে হবে। পরে একটা না একটা বুদ্ধি ঠিকই বের করে ফেলবে।

রাস্তা ধরে এগোনোর সময় কার্ল রিডলের অফিসের ঘটনাগুলো স্মরণ করল ও। বেদম পিটুনি থেকে বেঁচে গেছে, কারণটা অনুমান করতে গিয়ে আনমনা হয়ে পড়ল। সম্ভবত জেলে থাকার মিথ্যে গল্পটাই বাঁচিয়েছে ওকে। আইনের সঙ্গে সংস্পর্শ আছে, এমন লোকের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ বোধ করবে রিডল, এটাই স্বাভাবিক; নইলে আর্মির টাকা লুট করতে যেত না সে। স্বভাবতই, আরেকজন অসৎ মানুষের প্রতি সহানুভূতি বোধ করবে, সে যদি ব্যর্থও হয়। কারণ দু'জন একই মানসিকতার শিকার। জনের জেদ এবং বেপরোয়া স্বভাবও আরেকটা কারণ, গতরাতে হাউসম্যানকে জবর পিটুনি দিয়েছে, এর তাৎপর্য হচ্ছে প্রয়োজনে আইন ভাঙতেও পিছ-পা হবে না ও, অন্তত তাই ধরে নিয়েছে রিডল।

স্টেবলে এসে ঘোড়াটা পাকাপাকিভাবে রাখার ব্যবস্থা সেরে ব্ল্যাঙ্কেট রোল নিয়ে রূমিং হাউসের দিকে এগোল ও।

নিজের কামরায় ঢুকে শার্ট খুলল, ব্ল্যাঙ্কেট রোলের সঙ্গে রাখা শেভিং কিট বের করল। ওঅশস্ট্যান্ডের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে সাবান মাখছে, এ-সময় হলরূমে কারও পদশব্দ শুনতে পেল। এগিয়ে আসছে ওর কামরার দিকে। খোলা দরজার সামনে থামল পদশব্দ। জন ঘুরে তাকানোর আগেই ডেবি গিবসনের কণ্ঠ শুনতে পেল: 'তুমি দেখছি ঠাণ্ডা পানি দিয়ে শেভ করছ। দাঁড়াও, নীচ থেকে গরম পানি নিয়ে আসছি।'

‘অত ঠাণ্ডা নয় পানিটা, ম্যা’ম।’

বিছানার উপর মেলে রাখা ব্ল্যাঙ্কেট রোল দেখল ডেবি, দুটো শার্ট আর মোজা ছাড়া তেমন কিছু নেই ওখানে।

‘চাইলে তোমার শার্টটা ইস্ত্রি করে দিতে পারি আমি। মি. রিডলের সঙ্গে দেখা করতে গেলে...’

‘দরকার নেই,’ বাধা দিল জন। ‘ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। একটা কাজও পেয়েছি।’

‘তাই!’ বিস্ময়ে ভুরু কোঁচকাল যুবতী। ‘কী কাজ?’

‘গতরাতে এক হাউসম্যানকে পিটিয়েছিলাম। লোকটার বদলে কাজটা আমি পেয়েছি।’

হাতে শেভিং ব্রাশ, মুখে সাবানের ফেনা শুকাচ্ছে, এ-অবস্থায় কার্ল রিডলের সঙ্গে সাক্ষাতের ফিরিস্তি দিল জন, তিন হার্ডকেসের উপস্থিতির কথা বাদ দিল না। ভিতরে ঢুকে বিছানার কিনারে বসেছে ডেবি, মনোযোগ দিয়ে শুনছে জনের কথা। ‘তোমার নাম না বললে দেখা করতে পারতাম না ওর সঙ্গে,’ শেষে বলল ও। ‘বাকিটুকু সেরেছি মিথ্যে বলে।’

ধূসর একটা ড্রেস ডেবির পরনে, কোলের উপর হাত দুটো ভাঁজ করে রাখা। ‘যাই হোক, টাকা দরকার তোমার,’ মৃদু স্বরে মন্তব্য করল ও।

‘এ-ধরনের কাজ নিতে অভ্যস্ত আমি, তাই তো বলতে চাও?’

নড করল মেয়েটি। ‘হাউসম্যানদের সম্পর্কে আমার মনোভাব জানো তুমি। ঠিক ওই কারণে গতরাতে তোমাকে লুকিয়ে রেখেছিলাম।’

‘ওদের সঙ্গে খাতির জমানোর দরকার হবে না আমার।’

এবারও শান্ত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ডেবি। ‘কিন্তু ওরা সবাই একরকম। জোড়ায় জোড়ায় রাস্তায় বেরোয় ওরা, চব্বিশ ঘণ্টা সঙ্গে অস্ত্র রাখে। কাউকে যদি একা পেয়ে যায় মাইনাররা, নির্ঘাত খুন করে ফেলবে। এই ক্যাম্পে ওরাই সবচেয়ে ঘৃণ্য চরিত্র।’

'না পিটিয়েও মাতাল মাইনারকে সামলাতে জানি আমি।'

'যদি তোমাকে সে-সুযোগ দেয় হিরাম ডেলি,' ডেবির অধৈর্য স্বর।

ওঅশবৌলের কাছে এসে মুখ ধুয়ে ফেলল জন। শেভ পরে করলেও চলবে। তোয়ালেয় মুখ মোছার সময় বলল, 'ডেলি লোকটা কে, বলো তো? বিকাল চারটার সময় ওর কাছে রিপোর্ট করার কথা আমার।'

'বছর কয়েক আগে এক জুয়ার হলের ডিলার ছিল সে। কিন্তু অন্য সব হলের মত ওটাও বন্ধ করে দেয় কার্ল রিডল। খেয়াল করেছ, হোটেলের সেলুন ছাড়া শহরে ক্রসফায়ারই একমাত্র সেলুন?'

'হ্যাঁ, কারণটা নিয়ে মনে মনে ভাবছিলাম। কাজটা কীভাবে সম্ভব করল রিডল?'

'ওর হার্ডকেসদের দিয়ে। গোলমাল বাধিয়ে তছনছ করে ফেলে সব সেলুন। জানালা, আয়না, চেয়ার, টেবিল বা বার···সব ভেঙে ফেলে। মালিক যদি ওটাকে আবার খাড়াও করে, একই ঘটনা ঘটে কয়েকদিন পর। রিডলের গুণ্ডাদের থামানোর জন্য শেরিফের কাছে গেছে কেউ কেউ, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। কারণ সে নিজেই রিডলের লোক। পানীয় বা জুয়ার ব্যাপারে একচেটিয়া ব্যবসা করতে ইচ্ছুক সে, এবং হোটেলের কথা বাদ দিলে, সম্ভবও করেছে সেটা

শ্রাগ করল ডেবি। 'সাদামাঠা বা সস্তা ব্যবসা করার পক্ষপাতী নয় রিডল, খদ্দের হিসাবে মাইনারদের চায় সে, কারণ দেদার হুইস্কি খায় ওরা, জুয়ায় ওদের সঙ্গে জোচ্চুরি করা যায়, আর কেউ বেপরোয়া হয়ে উঠলে তাকে সামলানোর জন্য হাউসম্যানরা তো আছেই। ক্রসফায়ার চালানোর জন্য হিরাম ডেলিকে ভাড়া করেছে সে।'

উঠে দাঁড়াল ডেবি। 'তুমি এখন কার্ল রিডলের গুণ্ডাদের একজন হয়ে গেছ, জন,' প্রায় হতাশার সুরে বলল ও। 'কিন্তু অন্য কিছু আশা করেছিলাম আমি।'

'ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমাকে দিয়ে কিছু করাতে পারবে না সে। এই পর্যন্ত কেউ পারেনি।'

ক্ষীণ হাসল ডেবি। 'দেখা যাবে।'

মেয়েটা চলে যেতে মুখে আবারও সাবান লাগাল জন, শেভ করার সময় ডেবির কথাগুলো মনে মনে উল্টেপাল্টে দেখল। যদ্দূর মনে হচ্ছে ইচ্ছে মাফিক শহর চালাচ্ছে কার্ল রিডল, কিন্তু লোকজন সহ্য করছে কেন? সাধারণত এ-ধরনের মাইনিং ক্যাম্পে স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন করে লোকজন, তারাই ঝামেলাবাজ লোকদের হটিয়ে দেয়। হয়তো মাত্রা ছাড়িয়ে যায়নি রিডল। সাধারণ মানুষ মরিয়া বা বেপরোয়া হয়ে উঠবে এমন কিছু করেনি এখনও। এমনও হতে পারে, রিডলকে খেদানোর দুর্ভোগ পোহানোর চেয়ে তাকে সহ্য করাই স্বস্তিকর মনে করছে বেনিঙের অধিবাসীরা, যেখানে শহরের শেরিফ রিডলের নিজস্ব লোক এবং তাকে হটানোর ব্যাপারে অনিচ্ছুক।

শেভ করে রাস্তায় বেরিয়ে এল ও। সকালের বাকি সময়টুকু শহরের বাণিজ্যিক এলাকায় ঘুরে-ফিরে কাটিয়ে দিল। ধূলিময় মূল রাস্তার দু'ধারে, এক ব্লক দূরে শহর আর আশপাশের এলাকায় দারিদ্র্যের করুণ চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে জীর্ণ তাঁবু ও ডরমিটরি–সস্তা দরের অ্যাডোবি রূমিং হাউস বা টার-পেপারে তৈরি শ্যাক। পার্শ্ব-রাস্তায় দোতলা অ্যাডোবি দালানের একটা হোটেল আছে, নাম বোনানজা। আঙিনায় ফুলের বাগান ওটার সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে। ঠিক উল্টোদিকে, একটা বেকারি আর হার্নেস-কাম-স্যাডল শপের মাঝখানে একতলা অ্যাডোবি দালানের দরজার উপর সাইনবোর্ড ঝুলছে–*শেরিফ'স অফিস।* আসলে লেখা উচিত ছিল *ডেপুটি শেরিফ'স অফিস*, ভাবল জন, কারণ কাউন্টি সীটের অবস্থান প্রায় সত্তর মাইল দূরের ইন্ডিয়ান বেন্ডে।

মেক্সিকান এক ক্যান্টিনায় দুপুরের খাবার খাওয়ার অভিজ্ঞতা মোটেই সুখকর হলো না। খাবার সুস্বাদু, কিন্তু এত ঝাল যে সারাক্ষণ মুখ পুড়ছে আর চোখে পানি ঝরছে। ক্যান্টিনা থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় চেপে মাইনিং ক্যাম্পের দিকে এগোল ও। পাদ্রে পর্বতমালার পাদদেশে প্রায় ডজন খানেক খনির অবস্থান, পাহাড়ী ঢালে ছোট ছোট অ্যাডোবি

দালান বা শ্যাক গড়ে উঠেছে।

ফিরতি পথ ধরল ও। শহরে এসে স্টেবলে ঘোড়া রেখে ক্রসফায়ারের দিকে এগোল। হিরাম ডেলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে।

গুটিকয়েক খদ্দের রয়েছে সেলুনে। খদ্দের আসবে কোত্থেকে? এ-সময়ে সব মাইনার খনিতে আকরিক তোলায়-আর ফ্রেইটাররা মিলে মিলে আকরিক পৌঁছানোর কাজে ব্যস্ত। এক বারটেন্ডারের কাছে হিরাম ডেলির তালাশ করল ও, জানতে পারল করিডরে কার্ল রিডলের উল্টোদিকের অফিসটাই ডেলির।

গতরাতে পিছনের দরজা দিয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল ও, এখন খোলা রয়েছে সেটা, তাই করিডরও আলোকিত। আধ-খোলা দরজার কবাটে করাঘাত করল ও, পুরুষ কণ্ঠের সাড়া এল ভিতর থেকে।

দরজা পুরোপুরি মেলে ভিতরে পা রাখল জন। নাক বরাবর ক্রিস নামের ফারো ডিলারকে বসে থাকতে দেখে মাথা থেকে হ্যাট সরাল ও। জানালার দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে হিরাম ডেলি, সামনে সমতল টেবিল, যেখানে এ-মুহূর্তে কয়েনের স্তূপ পড়ে রয়েছে।

'মি. ডেলি, মি. রিডল আমাকে বিকাল চারটার মধ্যে তোমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছে।'

হিরাম ডেলি সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা নেই ওর, ডেবি গিবসনের কাছ থেকে যা জেনেছে, তাও যথেষ্ট নয়। লোকটাকে সরাসরি দেখে চরম বিস্ময় অনুভব করছে জন। ফ্যাকাসে চেহারার মানুষ সে, মাথায় টাক পড়ে যাচ্ছে, যেন আস্তাকুঁড়ের মানুষ! চোখে গোল্ডরিমের চশমা। খাটো আস্তিনের শার্টটা বাদ দিলে তাকে ব্যাংকের ক্যাশিয়ার বলে দিব্যি চালিয়ে দেওয়া যাবে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল হিরাম ডেলি, কিছুটা কৌতূহল কিছুটা বিস্ময়ের সুরে বলল: 'কোর্টে জরিমানা হওয়ার পর এই প্রথম কেউ মিস্টার বলে সম্বোধন করল আমাকে। আমার নাম হিরাম, আর এ হচ্ছে ক্রিস্টিনা মার্টিন।'

যুবতীর উদ্দেশে নড় করল জন, টের পেল নির্লিপ্ত কৌতূহলের সঙ্গে ওকে দেখছে ক্রিস মার্টিন, তবে চাহনিতে চাপা বিস্ময় বা আমোদও রয়েছে। 'তুমি কে হে, বলো তো?' জানতে চাইল ফারো ডিলার।

উত্তরটা ডেলিই দিল। 'ও হচ্ছে জন ক্যালকিন। বব অরিঙ্গারের বদলে কাজ করবে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ওর কারণেই ডাক্তার মার্শের হাসপাতালে শুয়ে আছে বব।' জনের দিকে ফিরল সে, ধূর্ত হিসাবী চাহনিতে মেপে নিল সাধারণ রেঞ্জ-পোশাকের আড়ালে পড়ে যাওয়া হাড়-মাংসের ছয় ফুটী তাগড়া শরীরটা। 'বোসো,' জনের বাম দিকে পিঠ উঁচু একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল সে। 'এখান থেকে বেরিয়ে প্রথমে যে-কাজটা করবে, কয়েকটা সাদা শার্ট কিনবে। ডিউটির সময় পরবে।'

'সাদা শার্ট কেন?'

'সহজে হাউসম্যানদের স্পট করতে পারবে তা হলে। ধরো, কারও সাহায্য দরকার, দূর থেকে বা ভিড়ের মধ্যেও বুঝতে পারবে। কি জানো, আমাদের খদ্দেররা ভুলেও কখনও সাদা শার্ট পরে না।' নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল হিরাম ডেলি, নিঃশব্দ হাসিতে তার সঙ্গে যোগ দিল ক্রিস মার্টিন। জন খেয়াল করল মেয়েটির গলা-উঁচু মোম বর্ণের ব্লাউজের কিনারায় হালকা রঙের লেসের ঝালর দেওয়া।

'আমার কাজটা কী?' জানতে চাইল ও।

'গোলমাল বাধলে ছত্রভঙ্গ করে দেবে ঝামেলাবাজদের। বাইরে ছুঁড়ে ফেলবে মাতালদের। এক হিসাবে বলতে পারো শান্তি রক্ষার কাজ।'

'পিস্তল রাখতে পারব সঙ্গে?'

'না। সেলুনে যা ভিড়, কেউ হয়তো হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে নেবে। ভোঁতা একটা পূল কিউ থাকবে তোমার, ট্রাউজারের পকেটে থাকবে ছুরি। মনে রেখো মাথামোটা একদল গোঁয়ারের সঙ্গে তোমার

ব্যবসা। ওদের খুলি দুই ইঞ্চি পুরু, তার উপর মাথায় থাকে মোটা উলের হ্যাট। বুঝতেই পারছ, ব্যাটাদের অজ্ঞান বা ঠাণ্ডা করতে হলে রীতিমত ঘাম ঝরাতে হয়।'

ক্রিসের দিকে তাকাল জন। ডান হাত গলায় চলে গেছে যুবতীর, আলতো ভাবে ব্লাউজের ঝালরে হাত বুলাচ্ছে।

'আমার কাছ থেকে সঙ্কেত পাওয়া মাত্র ছুটে আসবে,' বলে চলল হিরাম ডেলি। 'আর কিছু জানতে চাও?'

'খেলাগুলো কি ফেয়ার?' স্পষ্ট জানতে চাইল জন।

'ধরে নিচ্ছি প্রশ্নটা করোনি তুমি।'

'দেখলাম টেবিলের জুয়ায় ডিলার নেই এখানে।'

'পোকারের জন্য একজন আছে। অন্যান্য খেলায় না-থাকার চেয়ে ডিলার থাকলে ঝামেলা বেশি বলে রাখিনি আমরা,' শ্রাগ করল ডেলি। 'প্রতি টেবিলের ভাড়া ঘণ্টায় দশ ডলার আর জয়ের টাকার দশ শতাংশ, এতেই সন্তুষ্ট আমরা। পল ডরম্যান নামে এক হাউসম্যান এদিকটা দেখে। শুধু পোকার জানলেই চলে না ডিলারের, ডজনখানেক ভিনদেশী খেলাও জানতে হয়। মাইনাররা যা করে, একটা টেবিল কিনে পছন্দমত পার্টনার বেছে নেয়। চাইলে নিজের বাড়িতে ব্ল্যাঙ্কেট রোলের উপর বসে মোমবাতির আলোয় খেলতে পারত ওরা, কিন্তু এখানকার পরিবেশই পছন্দ করে সবাই। তবে হুইস্কিরও ভূমিকা রয়েছে।' একটু থামল সে। 'আর কিছু?'

'ওয়াচার লোকটার শটগানের ক্যালিবার কত?'

'বিশ গজ রেঞ্জের পাখি মারার গোলা। ছররা বন্দুক ওটা।'

'যা ভিড়, গুলি ছুঁড়লে কয়েকজন অন্ধ হয়ে যেতে পারে।'

'মাঝে মধ্যে গুলি করতে হয় ওকে,' স্বীকার করল ডেলি, তবে বাড়তি কিছু যোগ করল না।

'এত খারাপের কী দেখলে?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল ক্রিস মার্টিন। 'প্রতি মুহূর্তে ঝুঁকির মধ্যে কাজ করে মাইনাররা। পাথর ধস হতে পারে, গড়ানো বোল্ডারের নীচে চাপা পড়তে পারে ওরা, কিংবা

আটকা পড়তে পারে টানেলে। অর্ধেক মাইনার এরইমধ্যে শারীরিক ভাবে পঙ্গু বা অক্ষম হয়ে গেছে। মাইনে ঢোকার সময় ওরা নিজেরাও জানে যে বহাল তবিয়তে ফিরে আসার নিশ্চয়তা নেই, যে-কোন কিছু ঘটতে পারে। কিন্তু এখানে ঝুঁকি বা বিপদের সম্ভাবনা কতটা, জানা আছে ওদের। ওরা জানে যে বেতাল করলে ছররা বন্দুকের গুলি খেতে হবে। বরং এটাই তো ফেয়ার!'

'খনিতে মাতাল থাকে না ওরা,' যুক্তি দেখাল জন।

'ঠিক, কিন্তু সজাগ তো থাকতে পারছে,' পাল্টা তর্ক করল ক্রিস। উঠে দাঁড়াল যুবতী, ঊরুর উপর কালো স্কার্ট ঠিকঠাক করে নিল। 'কিছু কেনাকাটা করতে হবে, হিরাম। পরে দেখা হবে।' জনের দিকে ফিরে এল ক্রিসের দৃষ্টি, উঠে দাঁড়িয়েছে জন। 'পরে তোমার সঙ্গে কথা হবে, জন।'

বেরিয়ে গেল ফারো ডিলার, দরজা বন্ধ করার প্রয়োজন বোধ করল না। এদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে জন।

'আর কী?' ডেলির প্রশ্ন।

'কিছু না।'

'ওহ্, আরেকটা ব্যাপার,' সামনে ঝুঁকে টেবিলের উপর বাহু বিছিয়ে দিল সে। 'মেয়েটার চেহারা যদি ভাল লেগে থাকে, ভুলে যাও; ওকে যদি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ইচ্ছে বা ব্যবসা ছাড়া ওর সঙ্গে কথা বলার খায়েশ থেকে থাকে, খায়েশটা এখনই হজম করে ফেলো।'

মুহূর্ত খানেক চুপ করে থাকল জন, স্থির দৃষ্টিতে দেখছে হিরাম ডেলিকে, তারপর মৃদু স্বরে জানতে চাইল: 'কেন?'

'কারণ ও কার্ল রিডলের সম্পত্তি।'

'ক্রিসকে যেহেতু জিজ্ঞেস করা যাবে না, তা হলে তোমাকেই জিজ্ঞেস করছি। জুয়া পছন্দ করে এমন কোন সুন্দরী মেয়ের কি ক্রসফায়ারে কাজ নেওয়া উচিত?'

'উচিত, যদি সেটার মালিক কার্ল রিডল হয়,' ঠাণ্ডা সুরে জবাব দিল হিরাম ডেলি। জন আর কিছু না বলায় খেই ধরল: 'শার্ট কিনে

ফেলো।' উঠে দাঁড়াল সে। 'জিজ্ঞেস করোনি, তাই তোমার মজুরি নিয়ে আমিও কিছু বলব না। শনিবার ছাড়া প্রতিদিন বিকাল চারটা থেকে মাঝরাত পর্যন্ত ডিউটি, আর শনিবারে হয়তো সারারাত কাজ করতে হবে।'

'অন্যদিন মাঝরাত পর্যন্ত কেন?'

'ভদ্রলোকদের অলিখিত চুক্তি,' সহাস্যে বলল ডেলি। 'খনির কাজ তো চলতে হবে। মাতাল মাইনারের কোন দাম আছে? সারা সন্ধ্যাও যদি দেদার হুইস্কি গিলে কেউ, পাঁচ-ছয় ঘণ্টা ঘুমের পর দিব্যি কাজ করতে পারবে।'

'শুনেছি রিডল নিজেই একটা খনির মালিক।'

'ঠিক এজন্যই শনিবার ছাড়া মাঝরাতের পর খদ্দেরদের পরিবেশন করি না আমরা। '

মাথা ঝাঁকাল জন। 'বেশ। পরে দেখা হবে।'

ক্ষীণ হাসল ডেলি। 'হবে না। ছয়টায় চলে যাই আমি। এরপর সাদা শার্ট পরা হাউসম্যান আর বারটেন্ডাররাই চালায় ক্রসফায়ার।'

নড করে বেরিয়ে এল জন।

চার

ছুরি আর তিনটা সাদা শার্ট কিনল জন। হিরাম ডেলির শূন্য কামরায় এসে গায়ের শার্ট খুলে নতুন একটা পরল, শার্টের সঙ্গে গানবেল্ট ও হোলস্টার ডেস্কের উপর রেখে বিশাল বাররুমে ঢুকল। দিনের উত্তাপ কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে ক্রসফায়ারে খদ্দেরের সংখ্যাও বাড়ছে।

আপাতত শহরের লোকজনই বেশি, কিন্তু কিছুক্ষণ পর, খনির শিফট বদল হলে মাইনারদের ভিড় উপচে পড়বে এখানে।

সকালের সেই বারটেন্ডারকে দেখে পূল-কিউ কোথায় পাবে, জানতে চাইল জন।

'কেমন জিনিস চাও, গোড়ায় দড়ি সহ যাতে কব্জির সঙ্গে পেঁচিয়ে রাখতে পারো, নাকি দড়ি ছাড়া?'

'তোমার পছন্দ কোন্‌টা?'

'দড়ি ছাড়া,' জবাব দিল গম্ভীর বারটেন্ডার। 'দড়িঅলা কিউতে বিপদ এতটুকু কম নয়। ধরো, এক মাইনার কিউ ধরে জোরে টান দিল, হাতই ছিঁড়ে যেতে পারে তোমার।'

'তা হলে দড়ি ছাড়া কিউ নেব।'

বারের নীচে হাত ঢুকিয়ে দিল বারটেন্ডার, বাছাই করে ভোঁতা একটা কিউ তুলে বারের উপর রাখল। বীয়ার চাইল জন, বারটেন্ডার যখন বোতল থেকে বীয়ার ঢালছে, এই ফাঁকে সারা কামরায় চোখ বুলাল। সাদা শার্ট পরা আরেক হাউসম্যানের তদারকিতে ফারো টেবিল গোছগাছ করছে এক ডিলার, ওটা অবশ্য ক্রিস মার্টিনের টেবিল নয়। ইতস্তত ঘোরাফেরা করছে অন্য দু'জন হাউসম্যান, মাঝে মধ্যে থেমে পরিচিতদের সঙ্গে কথা বলছে।

বীয়ার নিয়ে ফিরে এল বারটেন্ডার। জন মূল্য পরিশোধ করতে যেতে বলল, 'লাগবে না।'

জন খেয়াল করল ওকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে এক হাউসম্যান। কিছু বলল না সে, বারটেন্ডারও জনের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার গরজ অনুভব করল না।

সবে দুই চুমুক দিয়েছে বীয়ারে, জন খেয়াল করল ওকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল দ্বিতীয় হাউসম্যান। ওকে গ্রাহ্যই করল না সে। আনমনে বীয়ারের গ্লাস নাড়াচাড়া করল ও, ভাবছে দুই সহকর্মীর অস্বাভাবিক আচরণের কারণ। দু'জনেই ওর চেয়ে বয়স্ক, সেক্ষেত্রে আগ বাড়িয়ে নিজেই কি পরিচিত হওয়া উচিত ওর? যত যাই হোক,

পরস্পরকে দরকার আছে ওদের। বিপদে পড়লে অন্য চারজনের সহযোগিতার উপর যার যার নিরাপত্তা নির্ভর করছে। নাকি ওর উপর খেপে আছে, গতরাতে যে-আগন্তুককে ধাওয়া করেছিল, আজ সে-ই সহকর্মী হওয়ায় মানতে পারছে না?

বীয়ার শেষ করল জন। দেখল করিডর ধরে বাররুমে ঢুকল পঞ্চম হাউসম্যান। থেমে পুরো কামরায় নজর বুলিয়ে নিল সে। জনের উপর দৃষ্টি পড়ল, কিন্তু চট করে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে ফারো টেবিলের দিকে এগোল।

এবার নিশ্চিত হয়ে গেল জন। ইচ্ছে করেই ওকে এড়িয়ে যাচ্ছে এরা।

বেশ, কিছু যায়-আসে না আমার, আনমনে ভাবল ও। অভিজ্ঞতাটা নতুন নয়। এমনকী সেনাবাহিনীতেও এরকম নির্জলা ঈর্ষা আর অসন্তোষের শিকার হয়েছে ও। হয়তো যে-কোন পেশায়ই এমন অসঙ্গতি রয়েছে। এখানেও ব্যতিক্রম হয়নি। নিজের দক্ষতা নিয়ে অহংকার ওদের, এবং নতুন হিসাবে জন ওই একই দক্ষতা প্রমাণ করতে না পারলে সমীহ বা বন্ধুত্ব জুটবে না ওর ভাগ্যে।

বাম কোমরে, বেল্টের নীচে কিউটা গুঁজে রেখে অন্য হাউসম্যানদের মতই পুরো বাররুমে পায়চারি শুরু করল জন। দ্রুত হারে খদ্দেরের সংখ্যা বাড়ছে, শহুরে লোকজন বেরিয়ে যাচ্ছে, আর মাইনার বা টীমস্টাররা ঢুকছে দল বেঁধে। বারের কাছাকাছি উপচে পড়া ভিড় না হওয়া পর্যন্ত ঝামেলা হওয়ার সম্ভাবনা নেই, ধরে নিল জন।

করিডরে দেখা গেল ক্রিস মার্টিনকে, পিছু পিছু আসছে ওয়াচার বেন মেক্সটন। শটগানটা নিজের চেয়ারের হাতলে তৈরি বিশেষ স্লটে রেখে ফারো টেবিলের দিকে এগোল ওয়াচার, টেবিলের একটু উপরে সিলিং থেকে ঝুলন্ত লণ্ঠনটা জ্বালাল প্রথমে, তারপর ক্রিসের পিছনের ব্র্যাকেট ল্যাম্প জ্বালাল। গলায় ঝালর দেওয়া সাদা ব্লাউজ মেয়েটির পরনে, টেবিলে গিয়ে বসার আগেই অন্যান্য টেবিল থেকে ওর টেবিলের দিকে এগোতে শুরু করল লোকজন।

বেশিরভাগ টেবিলই প্রায় জনশূন্য। একটা লণ্ঠন জ্বালাল হাউসম্যানদের একজন। দেয়ালে নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর ব্র্যাকেট ল্যাম্প ঝুলছে। কেউ কিছু বলেনি জনকে, নিজ থেকে লণ্ঠনগুলো জ্বালাতে শুরু করল ও। মিনিট কয়েক পরই বাররূম ভরে গেল তৃষ্ণার্ত মাইনারে। সামনের দরজায় ভিড় লেগে গেছে, ঢোকার জন্য হুড়োহুড়ি করছে লোকজন। বারে তিন সারি ভিড়। পুরো কামরার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের উদ্দেশে পায়চারি শুরু করল জন, সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে দু'পাশে; দেখল আরেক হাউসম্যান উল্টোদিক থেকে পায়চারি শুরু করেছে, কিন্তু কেউই কারও দিকে তাকাল না ওরা।

সন্ধ্যার পরপরই ঝামেলা শুরু হলো। দরজার কাছাকাছি বারের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বড়সড় গোঁফঅলা দুই মাইনার, চেঁচাচ্ছে পরস্পরের উদ্দেশে। পাঁচ হাউসম্যানের মধ্যে জনই সবচেয়ে কাছে ছিল। কথাগুলোর এক বর্ণও বুঝতে পারল না ও, অপরিচিত ভাষা। দুই মাইনার পরস্পরের উপর হামলে পড়বে, এ-সময়ে পৌঁছে গেল জন। দু'জনের বগলের নীচে একটা করে হাত ঢুকিয়ে দিল ও, ধীর স্থিরভাবে মার্চ করিয়ে বাইরে নিয়ে এল তাদের। নোংরা বোর্ডওঅকে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে লড়াই শুরু করল দুই মাইনার। আদপে অবশ্য লড়াই বলা যাবে না ওটাকে, কারণ দু'জনের পেটেই যথেষ্ট হুইস্কি পড়েছে; লড়াই করবে কি, নিজেদেরই সামলাতে পারছে না। পথচারী বা আশপাশের লোকজন, কেউই মনোযোগ দিল না সেদিকে।

বাররূমে ফিরে এল জন। ওর নজর এড়ায়নি যে দূর থেকে পুরো ঘটনা দেখেছে এক হাউসম্যান, কিন্তু ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। কে জানে, হয়তো দুই মাইনারকে হুমকি মনে হয়নি তার!

ক্রিস মার্টিন সম্পর্কে হিরাম ডেলির দেওয়া পরামর্শের কথা মনে পড়ল ওর, ভিড় ঠেলে ক্রিস মার্টিনের ফারো টেবিলের দিকে এগোল জন।

কাছাকাছি চলে গেছে, এ-সময় ওকে স্পট করতে সক্ষম হলো ওয়াচার বেন মেক্সটন। বিস্ময় ফুটে উঠল বুড়োর মুখে, অস্ত্র তুলতে

উদ্যত হলো সে। পরক্ষণে জনের সাদা শার্ট খেয়াল করল, হাঁ হয়ে গেছে মুখ। শটগান নামিয়ে বাম হাতের ইশারায় ডাকল জনকে।

ভিড় ঠেলে এগোল জন, মেক্সটনের উঁচু চেয়ারের সামনে এসে থামল।

'কাল রাতে মারামারি করেছিল, ওই কাউবয় না তুমি?' জন নড করতে ত্যক্ত স্বরে জানতে চাইল: 'সাদা শার্ট পরে এখানে কী করছ?'

কণ্ঠ চড়া হয়ে গেছে ওয়াচারের, দূর থেকে কথাগুলো শুনতে পেল ক্রিস। খেলা থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে মেয়েটি বলল, 'বাদ দাও, বেন। এখানে কাজ করছে ও।'

সবক'টা দাঁত কেলিয়ে হাসল জন, তারপর বারের দিকে সরে এল। খানিকটা পাশ ফিরে, ভিড় ঠেলে এগোনোর সময় উপলব্ধি করল জায়গাটা ইতোমধ্যে অসহ্য বোধ হচ্ছে ওর। সিগারেটের ধোঁয়া, হুইস্কির কটু গন্ধ, রসুনের বোটকা ঘ্রাণ কিংবা তামাকের গন্ধও লোকজনের ঘামের দুর্গন্ধ দূর করতে পারেনি।

ওর মতই দীর্ঘদেহী দাড়িঅলা এক মাইনারকে পেরোল, পরমুহূর্তে টের পেল কেউ খামচে ধরেছে বাহু। ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল জন। পিছন থেকে ওকে জাপটে ধরেছে লোকটা। শক্তিশালী মানুষ সে, অনায়াসে জনকে তুলে ফেলল মেঝে থেকে, তারপর চট করে ঘুরিয়ে দিল। মুখোমুখি হলো দু'জন।

কিউয়ের খোঁজে হাতড়াচ্ছে, এসময় বিরাশি শিক্কার একটা ঘুসি মুখের দিকে ধেয়ে আসতে দেখতে পেল জন। চট করে মাথা নুইয়ে ফেলল ও, মাথার উপর দিয়ে রকেটের গতিতে চলে গেল ঘুসি, ভারসাম্য হারিয়ে ওর উপর এসে পড়ল মাইনার। এক হাঁটু তুলে দৈত্যের উরুসন্ধিতে চালাল জন, যন্ত্রণায় অস্ফুট স্বরে ককিয়ে উঠল লোকটা।

অজান্তে মাথা নিচু করে ফেলল মাইনার। আবারও হাঁটু তুলে লোকটার মুখে আঘাত করল জন। আশপাশ থেকে সরে গেছে লোকজন, যথেষ্ট জায়গা ছেড়ে দিয়েছে দু'জনকে লড়ার জন্য। দৃষ্টি

নিচু করল জন, পিছন থেকে ওকে জাপটে ধরেছে যে-লোকটা, তার বুটজোড়া দেখতে পেল; ক্ষৌরিহীন মুখ ওর কাঁধে চেপে ধরেছে সে।

পা তুলল জন, তারপর লোকটার বুটের উপর সজোরে নামিয়ে আনল। তীব্র ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল সে। শরীরে ঝাঁকি তুলে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার প্রয়াস পেল জন, মনে পড়ল দাড়িঅলা মাইনার–মাথা নিচু করে ঝুঁকে পড়েছে সে–ওর পিছনে পড়ে গেছে। মেঝে বরাবর বুট চালাল ও, একইসঙ্গে শরীর ঠেলে দিয়েছে পিছনে, দ্বিতীয় মাইনারও হেলে পড়ল পিছন দিকে। দু'জনেই দাড়িঅলার উপর আছড়ে পড়ল ওরা। চোখের কোণ দিয়ে জন দেখতে পেল কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে এক হাউসম্যান, ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে লড়াই দেখছে, ওকে সাহায্য করতে আসা উচিত, কিন্তু সামান্য আগ্রহও দেখা গেল না তার মধ্যে।

মুহূর্ত খানেক একজনের উপর একজন পড়ে থাকল ওরা, সবার উপর জন। দ্বিতীয় মাইনারের সাঁড়াশি বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে ও, গড়িয়ে সরে এল, ঝটপট উঠে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হলো দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর।

দ্বিতীয় মাইনারের চেহারা দেখার সুযোগ হলো ওর। দাড়িঅলার চেয়ে এক কাঠি সরেস এই লোক–দৈত্যাকার দেহ, বাহু দুটো এত মোটা যে শার্টের দুই আস্তিন মাঝামাঝি কেটে নিয়েছে অনেকদূর। চিৎ হয়ে দাড়িঅলার উপর পড়েছে সে, আর দাড়িঅলা চার হাত-পা ব্যবহার করে তাকে সরিয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। সফলও হলো সে। এদিকে চট করে উঠে দাঁড়িয়েছে দৈত্য, আগুয়ান জনের মুখোমুখি হতে এগিয়ে এলো।

মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতের ঘুসি ল্যান্ড করল দাড়িঅলার ঘাড়ের গোড়ায়। ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে গেল সে, টলমল পায়ে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করল, দু'হাতে গলা চেপে ধরেছে, যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। দড়াম করে মেঝেয় আছড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তার জায়গায় এসে দাঁড়াল দৈত্য, আক্রমণ করল জনকে।

এক পা পিছিয়ে এল জন, পূল-কিউ বের করতে গিয়ে টের পেল নেই ওটা; মারামারির কোন এক পর্যায়ে বেল্ট থেকে পড়ে গেছে।

ছুরির জন্য পকেট হাতড়াল ও, একইসঙ্গে দৈত্যাকার মাইনারের ডান হাতের ঘুসি এড়াল মাথা নিচু করে। পকেটে ছুরিটা খুঁজে পেল, বাম হাতের তালুয় ভাঁজ করে রাখল ওটা, আঙুলের গাঁটের উল্টোদিকে নরম জায়গায় কুশনের মত সুবিধা দেবে বাঁটটা। মাইনারের জন্য অপেক্ষায় থাকল।

দু'হাত ছড়িয়ে ছুটে এল লোকটা। উদ্দেশ্য পরিষ্কার—ওকে জাপটে ধরবে সে, বুকের সঙ্গে পিষে মারবে; সেজন্য যে-কোন আঘাত সহ্য করতে রাজি। বিশাল বুকের ছাতি লোকটার, বছরের পর বছর খনিতে কাজ করে দানবীয় শক্তি জুটিয়েছে বাহুতে, বুকে বা বাহুতে ঘুসি হাঁকিয়ে ফায়দা হবে না; বুঝে গেল জন।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও, মন থেকে পূর্ণ সায় না পেলেও পরিস্থিতির খাতিরে এটাই যৌক্তিক এবং কার্যকরী মনে হলো। মাথায় আঘাত করা ছাড়া উপায় নেই। সম্ভবত কয়েকটা গাঁট ছড়ে যাবে, ভেঙে যাওয়াও বিচিত্র নয়। মাইনারের নাক বরাবর ছুরিসমেত হাত চালাল ও, টের পেল লক্ষ্যে আঘাত করেছে। মুহূর্তের জন্য আক্রমণে বিরতি ঘটল। পিছিয়ে এল জন, দেখল মাথা নাড়ছে দৈত্য, চোখে পানি চলে এসেছে, পরমুহূর্তে নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোতে শুরু করল।

ফের আক্রমণ করল মাইনার, দু'হাত ছড়িয়ে দিয়েছে, যেন প্রাণের দোস্তকে আলিঙ্গন করবে। চট করে একপাশে সরে গেল জন, একইসঙ্গে ঘুসি চালাল। মাইনারের কপালের চামড়া ছড়ে গেল এক জায়গায়। গ্রাহ্য করল না দৈত্য, আঘাতটা যেন কিছুই নয়, ধৈর্যের সঙ্গে এগিয়ে এল। ডান পাশে সরে যাওয়ার প্রয়াস পেল জন, দেখল ফাঁকিটা ধরে ফেলেছে মাইনার, সেও সরে যাচ্ছে নিজের বাম দিকে, সঙ্গে সঙ্গে বাম দিকে সরে এল জন, সপাটে হুক কষল দৈত্যের চোখ বরাবর। দু'জনের জন্যই আঘাতটা যন্ত্রণাদায়ক। তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল জনের কাঁধ পর্যন্ত। সমানে চেঁচাচ্ছে লোকজন, বৃত্তটাকে ছোট করে আনছে, ঠেলাঠেলি করছে নিজেদের মধ্যে। কেউ একজন, দেখল জন,

দাড়িঅলা মাইনারকে সরিয়ে নিয়ে গেল একপাশে।

দৈত্যকে ঘিরে একটা চক্কর কাটল জন। চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তাকে, বুঝে গেছে সেয়ানে লোকের সামনে পড়েছে। কপালের জখম থেকেও রক্ত ঝরছে, হাতের চেটো দিয়ে রক্ত মুছল সে। মুখ দিয়ে শ্বাস নিচ্ছে, যেহেতু নাক দিয়ে সমানে রক্ত ঝরছে। দু'হাত ছড়ানো অবস্থায়, ধীর গতিতে এগিয়ে এল জনের দিকে। ছুরিধরা হাতে তাকে আঘাত করল জন। আবারও ডান পাশে সরে গিয়ে লোকটার ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে এল ও।

মুহূর্ত কয়েক পরস্পরকে ঘিরে চক্কর মারল ওরা। জন খেয়াল করল ওর শেষ আঘাতে থেঁতলে গেছে মাইনারের ঠোঁট, রক্ত ঝরছে। দৈত্যের বুকের কাছে শার্ট রক্তে সয়লাব।

আচমকা ছুটে এল সে। পিছিয়ে গেল জন, কিন্তু ভিড় করে দাঁড়ানো লোকজন ঠেলে দিল ওকে। বাউলি কেটে তাকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস পেল জন, কিন্তু খপ করে ওর বাহুমূল চেপে ধরল লোকটা; ধরলেও সুবিধা করতে পারল না, হাতে লেগে থাকা রক্তে পিচ্ছিল হয়ে গেছে তার মুঠি। একটু চাপ বাড়াতে বাঁধন থেকে মুক্তি পেল জন। থমকে দাঁড়াল মাইনার, শার্টের আস্তিনে রক্তাক্ত মুখ আর চোখ মুছল।

'খায়েশ মিটেছে?' জানতে চাইল জন।

'খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে লড়াই করো!' ত্যক্ত স্বরে খেঁকিয়ে উঠল মাইনার।

'পারলে ধরো আমাকে!'

ডানে সরে এল জন। দেখল এগিয়ে আসছে মাইনার, কিন্তু এত শ্লথ যে এক পা এগিয়ে তার বাম চোখে প্রচণ্ড ঘুসি হাঁকিয়ে সরে আসতে সক্ষম হলো ও। সমানে হৈহল্লা করছে লোকজন, শিস দিচ্ছে। কেউ কেউ ভাল করে দেখার জন্য বারের উপর উঠে গেছে। তাদের মধ্যে সাদা শার্ট পরা এক হাউসম্যানও রয়েছে।

থমকে দাঁড়িয়েছে দৈত্যাকার মাইনার। জামার আস্তিনে চোখ

মুছল, বাহুর কারণে দেখতে পাচ্ছে না এখন। সুযোগটা নিতে দেরি করল না জন, চট করে ডান দিকে সরে এল, লোকটার চোয়ালের এক পাশে জোরাল ঘুসি হাঁকাল। ঘুসির চোটে কেঁপে উঠল মাইনারের দেহ, বাহু নেমে এল শরীরের পাশে। এ-সুযোগে তার সামনে চলে এল জন, ডান হাতে জ্যাব কষল প্রতিদ্বন্দ্বীর চওড়া চোয়ালে। ঝাঁকি খেয়ে পিছনে হেলে পড়ল তার মাথা, দৃষ্টি সিলিংমুখী হলো, একই মুহূর্তে দুর্বল হয়ে এল হাঁটুজোড়া। হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ল ভারী দেহটা; ধীরে ধীরে, ক্লান্ত বাচ্চার মত, গড়িয়ে চিৎ হলো সে, দেহের পাশে ছড়িয়ে পড়েছে দুই বাহু।

সমস্বরে উল্লাস প্রকাশ করল দর্শকরা। বারের কাছাকাছি দাঁড়ানো দুই মাইনার নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু করেছে, এক হাউসম্যান দু'জনকে আলাদা করার কাজে ব্যস্ত, এগিয়ে যাওয়ার পথে নির্দয়ভাবে কিউ চালিয়ে ভিড় করা মাইনারদের সরিয়ে দিল।

আরও একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে, জানে জন। ঝুঁকে এক মাইনারের পায়ের গোড়ালি চেপে ধরল, তারপর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের উদ্দেশে বলল: 'একজন সাহায্য করো আমাকে।' এক মাইনার এগিয়ে এসে দৈত্যের অন্য পা-টা ধরল, দু'জনে মিলে বিধ্বস্ত দেহটা টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল দরজার দিকে। সরে গিয়ে ওদের জায়গা দিল লোকজন। সেলুন থেকে বেরিয়ে এসে জানালার সঙ্গে ঠেস দিয়ে দৈত্যকে বসাল ওরা।

যে-লোকটা ওকে সাহায্য করেছে, পকেট থেকে একটা কয়েন বের করে তার হাতে ধরিয়ে দিল জন, বলল: 'তোমার জন্য বীয়ার কেনো, বন্ধু। আর আমাদের জন্য দুটো নিয়ে আসবে।'

টাকা নিয়ে চলে গেল লোকটা।

আহত মাইনারের দিকে তাকাল জন। মুখ, শার্ট রক্তে সয়লাব। নির্জীব, বিধ্বস্ত এবং পরাজিত দেখাচ্ছে লোকটাকে। কাঁধ নিচু, মাথা ঢলে পড়েছে।

ওর অজানা একটা ব্যাপার জানে এই লোক, ভাবল জন, সেটা

জানতে হবে। মিনিট খানেক পর গুঙিয়ে উঠল মাইনার, মাথা তুলল। প্রথমে সামনে ঝুঁকে পড়ল সে, থোক্ করে থুথু ফেলল—থুথুর চেয়ে রক্তই বেশি। তারপর রক্তাক্ত আস্তিনে মুখ মুছল।

শেষে, একটা হাঁটু তুলল সে, উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে।

'বসে থাকো,' নিচু স্বরে নির্দেশ দিল জন।

হাঁটু নামিয়ে ফেলল দৈত্য।

বীয়ার নিয়ে ফিরে এল লোকটা, দু'হাতে দুটো মগ। বীয়ার দুটো নিল জন।

'খুচরো কিছু পয়সা পাবে তুমি,' বলল লোকটা।

'রেখে দাও। ধন্যবাদ তোমাকে।'

লোকটা সেলুনে ফিরে যেতে দৈত্যের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল জন। 'হাত বাড়াও তো। বীয়ার গলায় ঢালো, ভাল লাগবে তা হলে।'

হাত বাড়াল মাইনার, কিন্তু মগ ছাড়িয়ে গেল হাত। দুটো না হলেও, অন্তত একটা চোখ ফুলে ঢোল হয়ে গেছে, বুজে গেছে পুরোপুরি। লোকটার হাতে বীয়ারের মগ ধরিয়ে দিল জন, তারপর সেলুনের দেয়ালের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে লোকটার পাশে বসে পড়ল।

বীয়ারে চুমুক দিল মাইনার, কুলকুচা করে মুখের রক্ত পরিষ্কার করল, তারপর সময় নিয়ে লম্বা চুমুক দিল। নিজের মগে চুমুক দিল জন। নীরবে পেরিয়ে যাচ্ছে সময়, কেউ কিছু বলছে না। যার যার পানীয় নিয়ে ব্যস্ত।

মাইনারই নীরবতা ভাঙল। বীয়ার শেষ করে বলল, 'ভালই লাগল!'

'নামটা কী তোমার, আইরিশ?' কৌতূহলী স্বরে জানতে চাইল জন।

'স্টিভ ম্যাকমান।'

'স্টিভ, আমার উপর চড়াও হওয়ার জন্য কে টাকা দিয়েছে তোমাদের?'

দীর্ঘ নীরবতা, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল মাইনার।

'কেউ না,' মৃদু স্বরে বলল সে।

মুহূর্ত খানেক চুপ করে থাকল জন, সেলুনের ভিতরের কোলাহল শুনল মনোযোগ দিয়ে। 'লড়াই শেষ হয়নি। স্টিভ, তুমি বরং উঠে দাঁড়াও। আবার শুরু করব আমরা।'

'উঁহুঁ, আজ আর নয়। অন্য কোন দিন।'

'এখনই! কে তোমাদের ভাড়া করেছে নামটা জানতে চাই আমি। তুমি নিজের মুখেই বলবে আমাকে।'

'যদি বলে দেই, পিটিয়ে আমাকে তক্তা বানাবে ওরা।'

'না বললে আমি তোমাকে তক্তা বানাব।'

চিন্তিত মনে হলো স্টিভ ম্যাকমানকে, খানিক ভেবে বলল, 'সেক্ষেত্রে একটা ফেভার চাইব তোমার কাছে। আমাকে রক্ষা করতে হবে ওদের হাত থেকে।'

'ক্রসফায়ারে যতক্ষণ তুমি নিজে কোন ঝামেলা না করবে, তোমার যাতে ক্ষতি না হয়, দেখব আমি। এবার বলো, কারা ওরা?'

'হাউসম্যানদের তিনজন। ট্রাম্বাল, লেনহ্যাম আর বার্নেট। মাথা পিছু দশ ডলার এবং হুইস্কি যত গিলতে পারি—এই ছিল শর্ত। আরেক হাউসম্যান ফ্যারাডে অবশ্য এসবে নেই, তবে কথা দিয়েছিল যে তোমাকে সাহায্য করবে না।' ক্ষণিকের জন্য থামল সে, তারপর অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলল, 'মানুষটা তুমি ভয়ঙ্কর, জন। আমার মনে হয় তোমার উপর ভরসা করা যায়। তুমি না চাইলে আমাকে ছুঁতে পারবে না ওরা।'

'কথা দিয়েছি তোমাকে।'

উঠে দাঁড়িয়ে স্টিভ ম্যাকমানের শূন্য মগ নিল জন, জানতে চাইল, 'বাড়ি যেতে পারবে?'

'কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেব এখানে, তারপর শক্তি ফিরে পেলে বাড়ি যাব।'

'শুভরাত্রি, স্টিভ।'

জনবহুল সেলুনে ঢুকল জন, বারের এক প্রান্তে নামিয়ে রাখল মগ

দুটো। এই প্রথম খেয়াল করল, আঙুলের গাঁট ফুলে গেছে ওর, চামড়া ছড়ে গিয়ে রক্ত ঝরছে; শার্টের কয়েক জায়গায়ও রক্ত লেগে আছে। বার ধরে এগোল ও, করিডর পেরিয়ে ওঅশরুমে যাবে। ভিড় ঠেলে এগোনোর সময় লোকজন ওর পিঠ চাপড়ে দিল, অন্তত আধ-ডজন ভাষায় লড়াইয়ের প্রশংসা করল। নিয়তির পরিহাস, এদের দু'জনকে পিটিয়েছে জন, কিন্তু কাউকে দেখে মনে হলো না দুঃখ বা পরোয়া করছে। জবর লড়াই দেখেছে ওরা, সন্ধ্যাটা আনন্দময় হয়ে উঠেছিল এবং এ-মুহূর্তে জনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে সবাই, যেন রাস্তার লড়াইয়ে বিজয়ী একটা কুকুরকে আদর করছে।

করিডরে পৌঁছে গেল জন, হাউসম্যানদের কাউকে দেখতে পায়নি।

স্যাঁতস্যাঁতে ওঅশরুমে জিঙ্কের বেসিনের উপর পানির কল রয়েছে। হাতের রক্ত ধুয়ে হিরাম ডেলির অফিসরুমের দিকে এগোল জন। লণ্ঠন জ্বলছে কামরায়। আড়ষ্ট হাতে গায়ের শার্ট খুলে ফেলল ও, নতুন একটা গায়ে চাপাল। মনে মনে স্টিভ ম্যাকমানের কথাগুলো উল্টেপাল্টে দেখছে। আজকের লড়াই পূর্ব-পরিকল্পিত, চার হাউসম্যান টাকা যুগিয়েছে এবং প্রয়োজনের সময় জনকে সাহায্য করেনি; কিংবা লড়াই থামাতেও এগিয়ে আসেনি। কারণটা অনুমান করা কঠিন। হাউসম্যান হিসাবে ওর দক্ষতা যাচাই করার জন্য, নাকি ওদের সহকর্মী বব অরিঙ্গারকে পেটানোর শোধ নিতে চেয়েছিল? গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, এসবে কি হিরাম ডেলির ভূমিকা রয়েছে? চিন্তার কথা হচ্ছে, কার্ল রিডল কি এই পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত? এমনও হতে পারে, অরিঙ্গারকে পেটানোর শাস্তি হিসাবে পরিকল্পনাটা অনুমোদন করেছে সে।

একটা ব্যাপারে নিশ্চিত জন, অন্য হাউসম্যানদের সহযোগিতা ছাড়া এখানে কাজ করতে পারবে না। লড়াই থামানোর অনিচ্ছা বা ওর নিরাপত্তার ব্যাপারে অন্যদের অসহযোগিতা ঠিকই টের পেয়ে যাবে ক্রসফায়ারের খদ্দেররা। সেক্ষেত্রে, আজকের মত ঘটনা আরও ঘটবে,

যে-কেউ দুঃসাহসী হয়ে উঠবে। জন কোন ঝামেলা হলে বাধা দিতে গেলেই পাল্টা চড়াও হবে মাইনাররা, কারণ ওরা নিশ্চিত জেনে যাবে যে অন্য হাউসম্যানরা সাহায্য করবে না ওকে। মাইনারদের প্রতি নৃশংস আচরণের কারণে হাউসম্যানদের ঘৃণা করে ওরা, জনের ব্যাপারে অন্যদের অসহযোগিতা উস্কে দেবে ওদের, শোধ নেওয়ার সুযোগ পেলে লুফে নেবে।

করিডরে যখন ফিরে এল ও, তিনটা প্রশ্নের কোনটারই উত্তর পাওয়া হয়নি।

একই বারটেন্ডারের কাছ থেকে আরেকটা ভোঁতা পুল-কিউ নিয়ে ভিড়ের মধ্যে রেকি শুরু করল জন। মাঝরাত পর্যন্ত, বাকি সময়টা সতর্কতার সঙ্গে ওকে এড়িয়ে গেল বাকি হাউসম্যানরা, জনও আগ্রহ দেখাল না কারও প্রতি। মাঝরাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাসের খেলা বন্ধ করে দিল হাউসম্যানরা, ঠেলে-ঠুলে মাইনারদের বের করে দিল সেলুন থেকে। একপাশে দাঁড়িয়ে থাকল জন, অন্যদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল কাজটা। হিরাম ডেলির কামরায় এসে গানবেল্ট জড়াল কোমরে, তারপর শার্টজোড়া তুলে নিয়ে পিছন-দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল সেলুন থেকে।

গলি ধরে এগোনোর সময় ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবল জন। কাজটা যদি টিকিয়ে রাখতে সক্ষমও হয়, এখানে আসার মূল উদ্দেশ্য কীভাবে পূরণ করবে–বিচারের জন্য কাছাকাছি আর্মি পোস্টে কীভাবে নিয়ে যাবে কার্ল রিডলকে? আদৌ সম্ভব হবে কাজটা?

বাঁক নিয়ে ওয়াকওয়েতে ঢুকে পড়ল ও, ক্রিস মার্টিনের অন্ধকার কামরা পেরিয়ে গেল। অতি সন্তর্পণে হাঁটছে, চাইছে না মেয়েটির ঘুমের ব্যাঘাত ঘটুক।

বাইরের দরজা খুলতে আলোকিত করিডর চোখে পড়ল। রান্নাঘরে লণ্ঠন জ্বলছে। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে পিছনে দরজা বন্ধ করে দিল ও, ঘুরে দাঁড়াতে রান্নাঘরের দরজায় দেখতে পেল ডেবোরা গিবসনকে। করিডরের ম্লান আলোয় মেয়েটিকে শুভেচ্ছার ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে

দেখতে পেল, মৃদু হেসে করিডরের দিকে এগোল জন।

ঘুরে ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটা।

রান্নাঘরে ঢুকল জন, গোল টেবিলের একটা চেয়ারে বসে থাকতে দেখতে পেল ডেবিকে। কাছাকাছি দেয়ালে ব্র্যাকেট ল্যাম্প জ্বলছে। হেঁটে এগোনোর সময় খেয়াল করল পকেটে ভরে রাখা রক্তাক্ত শার্টের ঝুল বেরিয়ে গেছে পকেট থেকে, অন্যটা বগলের নীচে গুঁজে রেখেছে যাতে রক্ত না লাগে। ইতোমধ্যে দেরি হয়ে গেছে, ভাবল ও, সম্ভবত রক্তমাখা শার্টটা দেখে ফেলেছে ডেবি। টেবিলের এপাশে থেমে মাথা থেকে হ্যাট সরাল ও, বলল: 'এখনও জেগে আছ দেখছি।'

'তোমার অপেক্ষায় ছিলাম,' মৃদু স্বরে বলল মেয়েটি। 'দেখতে চেয়েছি নিজে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে পারো কি না।'

মুহূর্ত খানেক নীরব থাকল জন, খেয়াল করেছে ওর ছড়ে যাওয়া রক্তাক্ত আঙুলের গাঁট থেকে চোখ সরাচ্ছে না ডেবি। 'জেনে গেছ তা হলে?'

নড করল মেয়েটি। 'চেঁচামেচি শুনে ঘুম ভেঙে গেল। ভাবছিলাম কী ব্যাপার, তখনই মি. বসওয়েল এল। ওকে জিজ্ঞেস করলাম। লড়াইয়ের কথা ওর কাছেই শুনেছি।' উঠে দাঁড়িয়ে নীল র‍্যাপারের বেল্ট আঁটল ও। 'বসো, জন, তোমার হাতের শুশ্রূষা দরকার। পানি গরম হয়ে গেছে। আমি অবশ্য ভেবেছিলাম তোমার হাতের অবস্থা আরও খারাপ।'

চেয়ারে বসল জন। কাউন্টার থেকে একটা বেসিন নামাল ডেবি, সাদা ব্যান্ডেজের টুকরো রয়েছে ওটায়। ব্যান্ডেজ টেবিলে রেখে স্টোভের কাছে চলে গেল মেয়েটি, গরম পানিতে পূর্ণ করল বেসিন। তারপর ওটা নিয়ে টেবিলে ফিরে এল। 'দেখি, হাতগুলো দেখাও।'

হাত বাড়িয়ে দিল জন।

খুঁটিয়ে নিরীখ করল ডেবি, আনমনে মাথা নাড়ল। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে গরম পানির উষ্ণতা পরখ করে বলল: 'নাও, হাত চুবিয়ে দাও।'

গরম পানিতে হাত ডুবিয়ে দিল জন, উল্টোদিকের চেয়ারে বসল ডেবি।

'মি. বসওয়েলের মুখে শুনলাম অন্য হাউসম্যানরা সাহায্য করেনি তোমাকে।'

'সপ্তাহের সবদিন বোধহয় লড়াই থামায় না ওরা, আজ হয়তো ওদের ডে-অফ,' শুকনো স্বরে বলল জন।

'অদ্ভুত! কেন হবে অমন? ওদের কাজটা কি? লড়াই থামানোর জন্যই তো রাখা হয়েছে ওদের। বেপরোয়া মাইনারদের পেটাবে, একে অন্যকে রক্ষা করবে–এটাই তো কাজ, তাই না?'

'সম্ভবত গতরাতের কথা ভুলতে পারেনি ওরা।'

ব্যান্ডেজ তুলে নিয়ে গরম পানিতে ভেজাল ডেবি, তারপর আলতোভাবে জনের ছড়ে যাওয়া আঙুল পরিষ্কার করল। ব্যান্ডেজ বাঁধার পর বেসিনটা একপাশে সরিয়ে রেখে বলল: 'কী করবে এখন, জন? প্রতি রাতেই যদি এই ঘটনা ঘটে?'

'আগামী রাতের কথা ভাবছি আমি,' বলেই থেমে গেল ও, তারপর মৃদু হেসে যোগ করল: 'আমাকে সতর্ক করোনি, তা অবশ্য বলব না।'

'নাহ্, জন, ওখানে তোমাকে মানায় না!'

'উঁহুঁ, যেখানে খুশি মানিয়ে নিতে পারি আমি। আমার ইচ্ছেটাই হচ্ছে আসল ব্যাপার।' উঠে দাঁড়াল জন। 'ধন্যবাদ, ডেবি,' বলেই টের পেল ভুল করেছে, পরক্ষণে শুধরে নিল। 'ধন্যবাদ, মিস্ গিবসন।'

স্মিত হাসল ক্রিস। 'প্রথমটাই ঠিক ছিল। এবার পকেট থেকে শার্টটা বের করে রেখে যাও। কাল ধুয়ে দেব।'

শুভরাত্রি জানিয়ে চলে গেল জন। পিছন থেকে ওকে দেখতে না পেলেও পদশব্দ শুনতে পাচ্ছে ডেবি, অবসাদের কারণে শ্লথ হয়ে পড়েছে হাঁটার গতি। বেসিনটা নিয়ে সিঙ্কের কাছে চলে এল ও, ধু'লো ওটা। জনকে বলেছে যে বসওয়েল লড়াইটা দেখেছে, কিন্তু বসওয়েল ওকে যা বলেছে, সব কথা বলেনি জনকে। লড়াইটার উদ্দেশ্য ছিল বেশ কিছুদিনের জন্য জনকে ডাক্তার প্রাইসের হাসপাতালে পাঠানো।

সেজন্য সমস্ত আয়োজনও নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা হয়েছিল–পিছন থেকে জনকে জাপটে ধরেছিল এক মাইনার। কিন্তু দারুণ দক্ষতার সঙ্গে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর সাঁড়াশি বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয় জন। তারপর, বসওয়েলের কথায়: 'পিটিয়ে ছাতু বানিয়েছে অন্য লোকটাকে'। এমন নৃশংস লড়াই সারা জীবনেও দেখেনি সে, হাতাহাতি লড়াইয়ে এই দক্ষতা জন কীভাবে অর্জন করেছে বা বিদ্যেটা কোথায় শিখেছে, এ-নিয়ে রীতিমত ধন্দে পড়ে গেছে সে।

বেনিং ব্যানার-এর মুদ্রাকর হিসাবে কাজ করে জেফ বসওয়েল। মাঝে মধ্যে কবিতাও লেখে। তবে বসওয়েলের কথাটা দারুণ লেগেছে ডেবির।

এমন বেপরোয়া লড়াই কোথায়, কোন্ পরিস্থিতিতে পড়ে শিখেছে জন ক্যালকিন? তার সম্পর্কে কীই বা জানে ও? শুধু এই জানে যে সে আর সবার চেয়ে যথেষ্ট ভদ্র ও বিনয়ী; কথাবার্তায় বোঝা যায় শিক্ষিত, এমনকী ওর শিক্ষিকা খালার চেয়েও বেশি শিক্ষিত। জন এখানে কোত্থেকে বা কেন এসেছে–সবই রহস্যময়।

আরও একটা ব্যাপার জানে ডেবি। মানুষটাকে ভাল লাগে ওর, এবং এটাই হচ্ছে ভয়ের ব্যাপার।

পাঁচ

পরদিন বেশ দেরি করে বিছানা ছাড়ল জন। ঘুম ভেঙেছিল, তবে ইচ্ছে করে উঠেনি। নাস্তার সময় পেরিয়ে গেলেও গ্রাহ্য করল না। আগে ক্লান্তি ঘুচানো দরকার।

সকাল সাড়ে ন'টার দিকে উঠল ও। ক্রিস বা ওর খালাকে বিরক্ত না করে চুপিসারে বেরিয়ে এল রুমিংহাউস থেকে, দু'জনের কেউ টেরই পেল না। গতকাল যে-মেক্সিকান ক্যাফেতে লাঞ্চ করেছিল, ওখানে এসে নাস্তা সেরে নিল। তবে দু'হাতে ব্যান্ডেজ থাকায় খেতে অসুবিধা হচ্ছে, সময় তো লাগছেই। পেটপূজা শেষে ফীড স্টেবলে এল ও, ঘোড়ার পিঠে স্যাডল পরানোর নির্দেশ দিল।

মেক্সিকান হসল্যার স্যাডল সাজাচ্ছে, এই ফাঁকে নিতান্ত আলসেমির সঙ্গে এটা-সেটা জানতে চাইল জন। জানল কার্ল রিডলের র‍্যাঞ্চের অবস্থান বেনিং থেকে ছয় মাইল উত্তরে। সীমান্ত থেকেও প্রায় একই দূরত্ব ওটার।

স্যাডলে চেপে শহর ছাড়ল ও, খোলা রাস্তায় এসে দক্ষিণে এগোল। আশপাশে বিরান প্রান্তর, মরুভূমি বলা চলে, ঢেউ খেলানো পাথুরে মাটি বা বালিময় জমি। খরতাপে দগ্ধ ও জীর্ণ চেহারার মেস্কিট, ইয়োক্কা আর সাহ্‌ভারো ঝোপ জন্মেছে কোথাও কোথাও; ঘাস এত কম যে পুরো তিনশো একর জমি চরলেও বোধহয় একটা গরুর পেট ভরবে না। ধূলিময় রাস্তা ধরে এগোল ও, পুরো এক ঘণ্টা কেটে গেল, দু'একটা খরগোশ বা মাথার উপর চক্কররত শকুন ছাড়া প্রাণের কোন চিহ্ন দেখতে পেল না।

বেশ কিছুটা সামনে ট্রেইলে ধুলো চোখে পড়ল–একাধিক রাইডার বা ওয়্যাগনের–রাস্তা ছেড়ে পশ্চিমে ক্যানিয়নের আড়ালে ঢুকে পড়ল ও। চায় না কার্ল রিডলের কোন লোক এখানে দেখে ফেলুক ওকে। আশপাশেও যদি ওকে দেখে, নির্ঘাত রিডলের কাছে রিপোর্ট করবে।

ঘুরপথে আবার যখন রাস্তায় উঠল, ততক্ষণে ধুলোর মেঘটা পিছনে পড়ে গেছে।

প্রকৃতির পরিবর্তন চোখে পড়ার মত। এখানেও বিরান প্রান্তর, মরুময় বলা চলে, তবে ঘাস রয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে চরে বেড়ানো গরু চোখে পড়ছে। বিশাল লঙহর্ন। জনকে কাছে যেতে দেখে ত্রস্ত হরিণের মত ছুটে পালাচ্ছে। ফের রাস্তা ছেড়ে সরে এল জন, কারণ কাছাকাছি

মানুষ থাকতে পারে। গরু থাকা মানেই পানির উপস্থিতি, আর পানি থাকার অর্থ হচ্ছে মানুষও রয়েছে।

পরবর্তী আধ-ঘণ্টা ঢালু একটা রীজ ধরে এগোল ও। গাছপালার সংখ্যা বেড়ে গেছে। দূরে সবুজ বনভূমি দেখা যাচ্ছে। রিমরকে পৌঁছে সামনে বিস্তীর্ণ উপত্যকা দেখতে পেল। মাঠে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে, আর রিমরকের সরাসরি নীচে বিশাল অ্যাডোবি র‍্যাঞ্চ হাউসের অবস্থান। বাড়ি ও মাঠের মাঝখানে করাল, বার্ন আর ঘোড়ার চারণক্ষেত্র, বেশ কয়েকটা ঘোড়া চরছে। রিমরকের গোড়া থেকে উৎপন্ন ক্রীক র‍্যাঞ্চ হাউসের পাশ দিয়ে মাঠে গিয়ে পড়েছে।

কার্ল রিডলের সার্কেল-আর এটা। বিশাল বাথানটা তৈরি করতে নিশ্চই আধ-ডজন পরিবারের কাছ থেকে জমি কিনতে হয়েছে, পানির মালিকানাও কিনতে হয়েছে। চৌহদ্দিতে একমাত্র রিডলেরই এত টাকা রয়েছে।

র‍্যাঞ্চ দেখার কাজ শেষ। শহরের দিকে ফিরতি পথ ধরল ও। এখনও রাস্তা এড়িয়ে চলছে। বিকাল চারটায় ডিউটি, তার আগেই শহরে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে। তা ছাড়া, গতরাতের লড়াই সম্পর্কে হিরাম ডেলি কী বলে, সেটা ভেবেও কৌতূহল বোধ করছে। গতকাল ক্ষণিকের সাক্ষাতে লোকটাকে যথেষ্ট দৃঢ়চেতা মনে হয়েছে। আজও সে একই ভূমিকা রাখতে পারে কি না, সেটাই দেখার বিষয়।

শহরে এসে স্টেবলে ঘোড়া রাখল ও, নাকের উপর নেকারচিফ তুলে দিয়ে ক্রসফায়ারের দিকে এগোল। সারা রাস্তা ধুলোয় একাকার।

বিশাল সেলুনে গুটিকয়েক খদ্দের রয়েছে এ-মুহূর্তে। বার পেরোনোর সময় বারটেন্ডারদের উদ্দেশে নড করল জন। দু'জন পাল্টা নড করল গম্ভীর মুখে, অন্যরা আন্তরিক হাসি ছুঁড়ে দিল। এ থেকে অবশ্য কিছুই বোঝা যায় না। ব্যান্ডেজ-বাঁধা হাতটা ওদের চোখে পড়ে থাকলেও, ভদ্রতাবশত কেউ কিছু বলছে না।

ফারো টেবিলের ধারে-কাছে কোন লোকজন নেই।

পিছনের দরজা খোলা থাকায় করিডরটা আলোকিত। কার্ল

রিডলের কামরার দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে এক বডিগার্ডকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল। জন এগিয়ে যেতে একটা হাত তুলল সে, বুড়ো আঙুলে হিরাম ডেলির কামরা দেখিয়ে দিল।

ম্যানেজারের দরজা খোলা। জন করাঘাত করার আগেই ওকে দেখতে পেল সে, হাতের ইশারায় ভিতরে ঢুকতে বলল। ডেলির সামনে, ডেস্কের এপাশে আর্মচেয়ারে বসে আছে কার্ল রিডল আর ক্রিস মার্টিন।

জন ভিতরে ঢুকতে, পদশব্দ পেয়ে ফিরে তাকাল দু'জনেই। সহাস্যে নড করল ক্রিস, আর রিডল এত ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল যে প্রায় বোঝাই গেল না।

'কেমন বোধ করছ, জন?' জানতে চাইল হিরাম ডেলি।

মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে হাতে নিল ও। 'মনে হচ্ছে এইমাত্র লড়াইটা শেষ করেছি।'

'বোসো,' দেয়ালের লাগোয়া পিঠ উঁচু চেয়ার দেখিয়ে বলল ডেলি।

বসল জন।

'লড়াইটা নিয়ে আলাপ করছিলাম আমরা,' নিরাবেগ স্বরে বলল রিডল।

'বেন মেক্সটনের চেয়ারে বসে পুরোটা দেখেছি আমি,' জানাল ক্রিস। 'জবর লড়াই হয়েছিল।'

'কীভাবে শুরু হলো?' কার্ল রিডলের প্রশ্ন।

ক্রসফায়ার মালিকের চোখে চোখ রাখল জন। 'শুরুটা দুই মাইনারই করেছিল, কিন্তু টাকা দিয়ে কেনা হয়েছিল ওদের। তুমি নির্দেশ দিয়েছিলে?'

নির্জলা বিস্ময় ফুটে উঠল ক্রসফায়ার মালিকের মুখে, তারপর উচ্চস্বরে হেসে উঠল সে। 'কেন তোমাকে পেটানোর নির্দেশ দেব আমি?'

'বব অরিঙ্গারকে পিটিয়েছি বলে।'

'হাস্যকর যুক্তি। বব বা তোমার মধ্যে আমি কোন পার্থক্য দেখি

না।'

হিরাম ডেলির দিকে ফিরল জন। 'তুমি?'

'কার্লের মত আমারও একই প্রশ্ন: কী স্বার্থে এমন কাজ করব আমি?'

'একই কারণে।'

'কার্লের উত্তরটা দিতে হচ্ছে: না। এমন কিছু করিনি আমি। আসলে কী বলতে চাও তুমি, জন?'

'তোমার নির্দেশ মত সাদা শার্ট কিনেছিলাম, পরলামও একটা। সাদা শার্ট থাকায় কোন ঝামেলা হলে দূর থেকে আমাকে স্পট করতে পারত অন্য হাউসম্যানরা, এবং প্রয়োজনে সাহায্য করতে পারত। ওদের ক্ষেত্রেও আমার একই দায়িত্ব, তাই না?'

'হ্যাঁ, এরকমই বলেছি।'

'তো, দাঁড়িয়ে থেকে পুরো লড়াই দেখল ওরা। একজন আবার বারের উপর উঠে গিয়েছিল ভাল করে দেখার জন্য।'

'সত্যি নাকি, হিরাম?' জানতে চাইল কার্ল রিডল।

'জানি না, তবে আসল ঘটনা জেনে যাব আমি।'

'ঠিকই বলেছে জন,' জানাল ক্রিস মার্টিন। 'একজনও সাহায্য করেনি ওকে।'

'কাল রাতে এটা আমাকে জানালে না কেন?' ক্রিসের উদ্দেশে জানতে চাইল রিডল।

'বাড়ি ফিরে দেখলাম ঘুমিয়ে পড়েছ তুমি। তোমাকে জাগাতে চাইনি। আর সকালে উঠে দেখি বেরিয়ে গেছ। একটু আগে বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তার আগে জন নিজেই উপস্থিত হলো।'

'অদ্ভুত!' বিড়বিড় করল কার্ল রিডল, যেন স্বগতোক্তি করছে। 'ওদের একজনও সাহায্য করেনি তোমাকে, জন?'

এটাই আসল সময়, আনমনে ভাবল জন। 'না। হাউসম্যানদের তিনজন মাথা পিছু দশ ডলার আর যত ইচ্ছে হুইস্কির শর্তে ভাড়া করেছিল দুই মাইনারকে। আমাকে পেটানোর পক্ষে ছিল না ফ্যারাডে,

তবে সাহায্য না করতেও রাজি হয়েছিল।'

ভুরু কোঁচকাল রিডল, তারপর সতর্ক স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কীভাবে জানলে এসব?'

'আইরিশ মাইনারের কাছ থেকে। অনেকক্ষণ টিকে ছিল ও।'

'কিন্তু কেন তোমাকে হাঁড়ির খবর জানিয়ে দেবে সে?' সন্দেহ যায়নি রিডলের।

'হুমকি দিয়েছিলাম না বলা পর্যন্ত পেটাতে থাকব ওকে।'

'কেন তোমার মনে হলো ওদের ভাড়া করেছে কেউ? হাউসম্যানদের উপর হামলা নতুন কোন ব্যাপার নয় এখানে।'

'সেটা ঠিক, এবং সেক্ষেত্রে, অন্য হাউসম্যানদের সাহায্য পাওয়াই স্বাভাবিক ব্যাপার। আমার ক্ষেত্রে তা হয়নি,' শুকনো স্বরে বলল জন। 'তো, ওদের অনীহা দেখে সন্দেহ হলো হয় তোমার বা হিরামের নির্দেশ এটা; কিংবা হাউসম্যানরাই ব্যবস্থা করেছে, ট্যাংকের টাকা খরচ করে ভাড়া করেছে দুই মাইনারকে।'

দীর্ঘক্ষণ চুপ করে থাকল কার্ল রিড়ল, মনে মনে জনের কথাগুলো এবং এর তাৎপর্য বিবেচনা করল। সে কিছু বলার আগেই, নীরবতা ভাঙল ক্রিস: 'এর তাৎপর্য বুঝতে পারছ, কার্ল?'

সবিস্ময়ে মেয়েটিকে দেখল সে। 'কীসের তাৎপর্য?'

'তুমি হাউসম্যানদের চালাচ্ছ নাকি ওরাই তোমাকে চালাচ্ছে?'

'বব অরিঙ্গারের মারের শোধ নিতে চেয়েছিল ওরা,' মন্তব্য করল রিডল। 'ওদেরকে দোষ দিতে পারছি না আমি।'

'এটা আমার প্রশ্নের জবাব হলো না!'

'আমিই চালাচ্ছি ওদের,' এবার স্পষ্ট জবাব দিল রিডল।

'সম্ভবত ক্রসফায়ারের বাইরে, ভিতরে নয়,' নির্বিকার সুরে তর্ক করল ক্রিস।

'নিজেদের কাজে সেরা ওরা,' প্রতিবাদ করল ক্রসফায়ার মালিক।

'এবং দুঃসাহসীও, কিংবা অবাধ্যও বলা যেতে পারে,' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল ফারো ডিলার। 'এত উদ্ধত যে নিজেদের ফাইট লড়ার জন্য

দু'জন মাইনারকে ভাড়া করেছে। ধরো, এরপর নতুন একজন হাউসম্যান নিয়োগ দিলে তুমি, তার ভাগ্যে কী ঘটবে? একই ঘটনা? এটা যদি তোমার নাকের সামনে ছড়ি ঘোরানো না হয়, তা হলে কী?'

পাশ ফিরে ক্রিসের দিকে তাকাল কার্ল রিডল, তাই ক্রসফায়ার মালিকের মুখের অভিব্যক্তি দেখতে পেল না জন। তবে ক্রিসের মুখ দেখতে পাচ্ছে। সুস্থির, প্রত্যয়ী দেখাচ্ছে মেয়েটিকে, চোখের চাহনিতে চ্যালেঞ্জ।

আচমকা, উচ্চস্বরে হেসে উঠল কার্ল রিডল। হাসি আর থামে না। 'যীশুর কীরে, ঠিকই বলেছ তুমি, ক্রিস!' শেষে সন্তুষ্ট স্বরে বলল সে। ঘুরে হিরাম ডেলির দিকে ফিরল। 'ওদের পাওনা চুকিয়ে দাও।'

'কারণ হিসাবে কী বলব?'

'যা খুশি,' সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিল রিডল, তারপর জনের দিকে ফিরল। 'সন্তুষ্ট?'

'হ্যাঁ বলার আগে কয়েকটা কথা বলতে পারি?'

'বলে ফেলো।'

হিরাম ডেলির দিকে ফিরল জন। 'মাইনারদের ভাড়া করার ব্যাপারটা বাদ দিয়ে বরং আমাকে সাহায্য না করার অজুহাতে ওদের বরখাস্ত করা যায় না?'

'যাবে। কিন্তু কেন করব কাজটা?'

'ওরা যদি জানতে পারে যে তুমি সবকিছু জানো, তা হলে হপ্তাখানেকের মধ্যে পিছনের গলিতে মৃত পাওয়া যাবে দুই মাইনারকে। শাস্তি হিসাবে মার খেয়েছে ওরা, সেটাই যথেষ্ট, পিঠে গুলি খেয়ে বেঘোরে মরার মত অন্যায় করেনি কেউ।'

'ওর কথা মতই কাজ করো, হিরাম,' নির্দেশ দিল কার্ল রিডল।

নড করে উঠে দাঁড়াল ম্যানেজার, কামরার একপাশে রাখা সেফের কাছে চলে গেল। ওটার দরজা আগে থেকে খোলা। এক ড্রয়ার থেকে বাকস্কিনের থলে ভরা কয়েন নিয়ে ফিরে এল সে।

উঠে দাঁড়াল জন, হাতে হ্যাট।

'বসো, জন। মিনিট খানেক।'

বসে পড়ল জন।

'কাজটা ভাল লাগছে তোমার?' কৌতূহলী স্বরে জানতে চাইল রিডল।

'না।'

'কেন?'

'নেহাত ঠেকায় পড়ে নিয়েছি। এমন কাজ যদি পছন্দই হত, তা হলে অন্য কোন শহরে ডেপুটি মার্শাল বা সৈনিক হতে পারতাম আমি।'

নড করল ক্রসফায়ার মালিক। 'হয়তো তোমার জন্য অন্য একটা ব্যবস্থা করতে পারব। ভাবতে হবে। মোদ্দা কথা হচ্ছে, তোমাকে পছন্দ হয়েছে আমার। আমি চাই আমার সঙ্গে কাজ করো তুমি।' চিন্তিত ভঙ্গিতে চওড়া চোয়ালে হাত বুলাল সে। 'আজ রাতে আর কাজ করার দরকার নেই। সকালে দেখা কোরো আমার সঙ্গে। হয়তো একটা খবর দিতে পারব।'

নড করে উঠে দাঁড়াল জন, দু'জনকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এল। কার্ল রিডলের অফিসের খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে তাকাতে করিডরের লুকআউটের কাছে তিন গার্ডকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল, অন্যজন ডেস্কের পিছনে বসে আছে। পিছনের দরজার দিকে না গিয়ে ঘুরে সেলুনের উদ্দেশে এগোল জন।

একটু আগে বলা কার্ল রিডলের কথাগুলো ভাবছে মনে মনে। কাজ পরিবর্তনের কথা বলেছে সে। অবশ্য যে-কোন কাজই করত ও; আসল কথা হচ্ছে রিডলের কাছাকাছি এবং তার পায়ে লোহার বেড়ি পরানোর মত মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় থাকা।

সময় লাগবে।

বারে এসে বীয়ার কিনল ও। টাকাটা নিতে চাইছিল না বারটেন্ডার, কিন্তু তার অ্যাপ্রনের পকেটে কয়েনটা ঢুকিয়ে দিল জন। ওটা বের করে চট করে একটা কাগজে মুড়ে নিল বারটেন্ডার, চারপাশে চকিত দৃষ্টি

চালাল।

বেরিয়ে এসে রাস্তা পেরোল জন, ওপাশে চলে এল। এদিকটা প্রায় নীরব বলা চলে। ধুলোর অত্যাচারও কম। পোর্চে উঠে এল ও, মন জুড়ে রয়েছে হিরাম ডেলির অফিসে চারজনের আলাপের সংলাপগুলো। অদ্ভুত কোন কারণে ব্যাপারটা বিষণ্ন করে তুলেছে ওকে, যদিও আদপে ওর খুশি হওয়া উচিত। খুশি হওয়ার মত একাধিক কারণ রয়েছে।

প্রথমত, চাইলেই গতকাল ওকে পিটিয়ে তক্তা বানাতে পারত কার্ল রিডল, অথচ তা করেনি, আর আজ ক্রিস মার্টিনের অস্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়ে হাউসম্যানদের বরখাস্ত করার নির্দেশ দিয়েছে হিরাম ডেলিকে। বরখাস্ত হওয়ার মূল কারণ হাউসম্যানদের কাছে চেপে যাওয়ার প্রস্তাবে রাজি হয়েছে ডেলি, পরোক্ষভাবে স্টিভ ম্যাকমান আর ক্রেগ বেন্টলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। তৃতীয়ত, ভিন্ন একটা কাজ ওকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে রিডল, কারণ হিসাবে যা বলেছে—ওকে নিজের সঙ্গে চায় সে—সেটা কি সত্যি?

এ-পর্যন্ত ওর সঙ্গে ন্যায্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেছে সবাই, এবং না চাইলেও তাদের অপছন্দ করতে পারছে না জন।

চার বছর আগের লুটের ঘটনা মনে পড়ল ওর। আদেশ আদেশই, এর কোন ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নয়। কিন্তু কোম্পানি কেরানি যদি রিডলকে চিনতে ভুল করে থাকে? একশোভাগ নিশ্চিত হয়ে সাবেক সার্জেন্ট টার্ক ওয়াইম্যানকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে সে? সেই সূত্র অনুসারে এখানে পাঠানো হয়েছে ওকে, কাজ শেষে যদি দেখা যায় যে আসলে ভুল লোকের পিছনে ছুটেছে?

কার্ল রিডলের ব্যাপারে একটা কিন্তু আছে নিশ্চই। কোথাও বড়সড় ঘাপলা আছে। বিয়ে ছাড়াই এক মহিলার সঙ্গে থাকছে সে, তবে এটাও ঠিক যে সেই আদমের আমল থেকে এটা হয়ে আসছে। কঠিন বেপরোয়া কিছু লোকের নিরাপত্তার ভিতরে বাস করে ক্রসফায়ার মালিক, এটাও সত্যি, কিন্তু ইতিহাস ঘাঁটলে এমন সফল মানুষের বহু উদাহরণ পাওয়া যাবে যারা নিজের চারপাশে প্রতিরক্ষার দেয়াল তৈরি

করেছিল। আইনকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করছে রিডল। বহু রাজনীতিবিদই এটা করে।

ডেবি গিবসন ওকে এমন কোন তথ্য দিতে পারেনি, যা কোম্পানি ক্লার্কের দাবির সপক্ষে প্রমাণ বা নিদেনপক্ষে সন্দেহমূলক তথ্য হতে পারত। পে-রোলের টাকা লুটের নেতৃত্ব দেয় যে-লোক, অপরাধের ধরন বদল করবে না সে—এটাই স্বাভাবিক। তার অন্যান্য অপরাধ সম্পর্কে যদি জানতে পারত জন, বিবেকের দংশন থেকে তা হলে মুক্তি পেত। আজ রাতে এমন কিছু হলে সত্যি স্বস্তি পেত।

কিন্তু হয়নি। বরং সন্দিহান হয়ে উঠেছে ও।

গলি পেরোতে দূরে বাথহাউসের কাঠামো চোখে পড়ল। বহু লোকের ভিড়। সাপারের আগে গোসল সারতে হলে জলদি হাতের কাজ সেরে ফেলতে হবে।

*

জন ক্যালকিন চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল কার্ল রিডল, নিশ্চিত হয়ে নিল যে ওদের আলাপ শুনতে পাবে না জন, তারপর ডেস্কের ওপাশে চলে গেল সে, হিরাম ডেলির চেয়ারে বসে ফিরল ক্রিসের দিকে। 'কী মনে হলো, ক্রিস?' জানতে চাইল সে।

'ওর ব্যাপারে?'

'না। আমার সঙ্গে রাখব কি না, এ-ব্যাপারে তোমার মতামত জানতে চাইছি।'

শ্রাগ করল ক্রিস। 'তোমাকে ওর দরকার কি না? কিংবা কীভাবে ওকে কাজে লাগাবে, এটাই জানতে চাইছ তো?'

'ওকে ছেড়ে দিতে সত্যি খারাপ লাগবে। সত্যি কথা বলতে কি, যেভাবে আমার সঙ্গে দেখা করে কাজ চেয়েছে, অত সাহস আমার নিজেরও নেই। আচ্ছা, ফাইটের ব্যাপারটা বিস্তারিত বলো তো।'

'বিস্তারিত জানি না,' চিন্তিত স্বরে বলল ক্রিস। 'শুধু জানি যে পাল্টা আঘাত করতে দেরি করেনি জন, কিংবা ওদের শায়েস্তা করতেও দ্বিধা করেনি।'

করিডরে কয়েকজনের কণ্ঠ শুনতে পেল ওরা। গলি থেকে পিছন দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে এক লোক, দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়াল। কার্ল রিডলের চেয়ে লম্বা সে, তবে অত চওড়া নয়, বয়স আনুমানিক চল্লিশ, পরিষ্কার রেঞ্জ-পোশাক পরনে। দুই পকেটঅলা শার্টের বুকের কাছে একটা ব্যাজ আঁটা, তার পরিচয় প্রকাশ করছে ওটা। ডেপুটি শেরিফ। মানুষটা সে দেখতে মোটেও সুদর্শন নয়, উঁচু চওড়া নাকের কারণে মনে হতে পারে ইন্ডিয়ান রক্ত বইছে শরীরে, আসলে তার মা দোআঁশলা এক আইওয়া আর বাবা হচ্ছে টেক্সান কলিয়ের।

'তোমার সঙ্গে কথা ছিল, কার্ল। মিনিট কয়েক লাগবে।'

উঠে দাঁড়াল ক্রিস। 'পরে দেখা হবে, কার্ল। কেমন আছ, জ্যাক?'

'সবার মতই–গরমে অতিষ্ঠ, ক্রিস।

তাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল ক্রিস, সেলুনের উদ্দেশে এগোল। এদিকে উঠে দাঁড়াল রিডল। 'আমার অফিসে চলো, জ্যাক। ওখানে গরম কম লাগে।'

পথ দেখিয়ে নিজের অফিসে ডেপুটিকে নিয়ে এল ক্রসফায়ার মালিক। ভিতরে ঢুকে বডিগার্ডদের নির্দেশ দিল, 'আপাতত একা থাকতে দাও আমাদের।'

উঠে দাঁড়াল সবাই, ডেপুটিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বেরিয়ে গেল করিডরে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে শেরিফ, বিশাল কাউন্টির তিন ডেপুটির একজন সে। দরজা বন্ধ করে আঙুল দিয়ে স্টেটসন হ্যাটটা পিছনে ঠেলে দিল, এগিয়ে এসে ডেস্কের সামনের একটা আর্মচেয়ারে বসল।

'ধান্ধায় এসেছ বোধহয়?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল রিডল। 'বলতে চাইছি, টাকা ছাড়া অন্য কোন ধান্ধা।'

দু'জনেই হেসে উঠল ওরা। ডেপুটির হাসিতে ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল, একটু হলেও চেহারাটা কোমল হয়ে গেল। 'না, টাকার ধান্ধায়ই এসেছি,' জবাব দিল সে।

'শুনি তা হলে।'

'এ-নিয়ে আগেও কথা হয়েছে আমাদের, কার্ল। আমার মনে হয় এবার ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করা উচিত তোমার।'

'অনুমান করতে পারছি। তোমার মেয়েদের ব্যাপারে।'

নড করল শেরিফ। 'যতটা পাওয়া উচিত, ওদের কাছ থেকে তত টাকা পাচ্ছি না আমি, কার্ল। কারণ ব্যবসা ভাল যাচ্ছে না। নোংরা শ্যাক ছাড়া পুরুষদের সঙ্গে অন্য কোথাও মিলিত হওয়ার সুযোগ নেই মেয়েদের। ওদের যদি এখানে থাকার অনুমতি দাও, মাইনাররা যদি চোখের সামনে ওদের দেখতে পায়, দ্বিগুণ আয় করতে পারবে ওরা।'

ধৈর্য হারাল না রিডল। 'জ্যাক, অন্তত দশবার এ-বিষয়ে কথা বলেছি আমরা। এখানে মাত্র একজন মহিলাই থাকবে, সে হচ্ছে ক্রিস। বেশ্যাখানা চালাবে তুমি, আর মদ ও জুয়ার আড্ডা আমি চালাব।'

'কিন্তু দুটো একসঙ্গে চললে দ্বিগুণ কামাই করতে পারব আমরা।'

মাথা নাড়ল ক্রসফায়ার মালিক। 'তা হলে নিজেই একটা বাড়ি তৈরি করে নাও গে, জ্যাক, তারপর সানফ্রান্সিসকো থেকে একজন মাদামকে নিয়ে এসো।'

'উঁহুঁ, যথেষ্ট টাকা থাকলে বরং একটা সেলুন তৈরি করতাম আমি, ওটার দোতলায় থাকত মেয়েরা,' দৃষ্টিতে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল শেরিফ।

'এখন কিন্তু যথেষ্ট টাকা আছে তোমার।'

'আমার পার্টনার হবে নাকি?'

স্থিরদৃষ্টিতে তাকে দেখল রিডল, পরস্পরের চোখে তাকিয়ে থাকল ওরা। তারপর শীতল, নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল ক্রসফায়ার মালিক, 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে এরইমধ্যে পরিকল্পনা করে ফেলেছ?'

'হ্যাঁ, একটা পরিকল্পনা আছে বটে।'

ফের নীরবে পরস্পরকে নিরীখ করল ওরা।

'উঁহুঁ, মামলা ডিশমিশ। হোটেল ছাড়া শুধু আমার সেলুনেই মদ বিক্রি হবে।'

'সময় বদলায়, কার্ল...'

'বদলায় না,' শেরিফের মুখের কথা কেড়ে নিল কার্ল রিডল।

সামনের দিকে ঝুঁকে এল জ্যাক ওয়াল্টন, রাগ প্রকাশ পেল কণ্ঠে: 'আধাআধি বখরার প্রস্তাব দিচ্ছি তোমাকে। সেলুনে মেয়েরাও থাকবে। বিস্তর টাকা কামাই হবে, কার্ল। তোমার আপত্তিটা কীসের? ধর্ম নিয়ে ভাবছ নাকি?'

'না।'

'তা হলে অমত করছ কেন?'

'তোমার কারণে। চুক্তি পরিবর্তনের কথা ছিল না আমাদের।'

'মেয়েদের ব্যাপারে তোমার আপত্তি কীসের? একজনের সঙ্গে থাকো তুমি, যখন ইচ্ছে ওর সঙ্গে শুতে পারছ। তাই বলে অন্যরা এই সুযোগ পাবে না? ওদেরকে সুযোগ দিয়ে টাকা বানাতে দোষ কী?' কথাগুলো শেষ করার আগেই শেরিফ উপলব্ধি করল একটা ভুল করে ফেলেছে। অনিচ্ছাকৃত হলেও ক্রিস মার্টিনকে বেশ্যার পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে সে।

রাগে ফ্যাকাসে হয়ে গেল কার্ল রিডলের মুখ। কিছু না বলে উঠে দাঁড়াল সে, ডেস্কের কিনারা ঘুরে এপাশে চলে এল, তারপর শেরিফকে পেরিয়ে দরজার কাছে চলে গেল। 'ভিতরে এসো তো, বয়েজ,' করিডরের দরজা খুলে গার্ডদের ডাকল সে।

বাইরে অপেক্ষায় ছিল চার বডিগার্ড, বলা মাত্র ঝটপট ভিতরে ঢুকে পড়ল সবাই।

বিস্ময়ের ধাক্কায় সতর্ক হওয়ার তাগিদ বোধ করছে না শেরিফ, উঠে দাঁড়াতে উদ্যত হলো, এসময় গম্ভীর স্বরে নির্দেশ দিল রিডল: 'ওকে কাভার করো, লেফটি।'

বলা মাত্র, চোখের নিমেষে লেফটির হাতে বেরিয়ে এল পিস্তল, নল স্থির হলো ওয়াল্টনের বুক বরাবর। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটেছে যে কিছুই করতে পারল না শেরিফ, ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে থাকল। এদিকে, বসের নির্দেশ ছাড়াই ওয়াল্টনের পাশে চলে এল লেফটি, আলগোছে হোলস্টার থেকে তুলে নিল পিস্তলটা।

'রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলো হারামজাদাকে!' অধৈর্য স্বরে নির্দেশ দিল

কার্ল রিডল। 'লোকজন যেন ঘটনাটা দেখতে পায়।'

সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হলো বডিগার্ডরা। দু'জন দু'পাশ থেকে শেরিফের বাহু চেপে ধরল, অন্যজন পিছন থেকে কোমরের বেল্ট খামচে ধরল। ইতোমধ্যে দেরি হয়ে গেছে, তারপরও ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করল ওয়াল্টন। কিন্তু চট করে ওর দু'হাত পিছনে এনে পিঠের সঙ্গে ঠেসে ধরল দুই গার্ড। অসহায় অবস্থায় আটকা পড়ল শেরিফ।

কোন কথাবার্তা বা নির্দেশ বিনিময় ছাড়াই এবার তিনজনে মিলে তুলে নিল ওয়াল্টনকে। পিছনে বেল্ট ধরে ওকে উঁচু করে তুলেছে তৃতীয় লোকটা, ফলে বুটের আগা মাটি স্পর্শ করার সুযোগ পেল না। মাটির সমান্তরাল অবস্থায় রেখে ওকে নিয়ে চলল তিনজন, এত অনায়াসে কাজটা করছে যে বোঝাই যায় অভিজ্ঞতাটা নতুন নয় ওদের কাছে। করিডর ধরে বাররুমে ঢুকে পড়ল ওরা। লোকজনের সমাগম বেড়ে গেছে। খদ্দেরদের ভিড় ঠেলে বার পেরোল ওরা, হালকা পায়ে ছুটছে দরজার দিকে। দরজার কাছে এসে, তিনজনে মিলে ছুঁড়ে দিল ভারী দেহটা।

পড়ন্ত অবস্থায় নিজেকে সামলে নেওয়ার প্রয়াস পেল ওয়াল্টন। পা নামিয়ে ভারসাম্য ফিরে পেতে চাইছে। টলমল পায়ে এগোল দুই কদম, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ল রেইলের উপর। রেইলের সঙ্গে পেটের বেমক্কা সংঘর্ষে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল বুক থেকে, অস্ফুট স্বরে ককিয়ে উঠল সে। রেইল চেপে ধরতে হাত বাড়িয়েও ব্যর্থ হলো; রেইলের উপর পিছলে গেল তার দেহ, মাথা নিচু হয়ে ওপাশে মাটির উপর পড়ল। অপদস্থের শেষ পর্যায়ে, ছুঁড়ে ফেলা পিস্তলটা এসে পড়ল ওর পাশে।

অফিসে, নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল কার্ল রিডল। কপালের পাশে দপদপ করে লাফাচ্ছে একটা শিরা। রাগ পড়ে যেতে, জ্যাক ওয়াল্টনের সঙ্গে ঝগড়ার পরিণতি বিবেচনা করল মনে মনে। এমন কিছু যাবে-আসবে না, জানে সে। জ্যাক ওয়াল্টন একা ওর বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে টিকতে পারবে না। অফিসিয়ালি কিছু করতে হলেও,

বিগ বেন্ডে যেতে হবে তার কিংবা লোক পাঠাতে হবে, সেক্ষেত্রে চারদিন লেগে যাবে। তা ছাড়া, অফিসকে কিছু জানাবে না সে, কারণ তাতে ঝোলার খবর বেরিয়ে যাবে। কর্তৃপক্ষ জেনে যাবে যে ডেপুটি শেরিফ হয়েও সে মেয়েদের ব্যবসা করছে, মুনাফার অর্ধেক তুলে দিচ্ছে রিডলের হাতে। সঙ্গে সঙ্গে চাকুরি হারাবে ওয়াল্টন।

উঁহুঁ, সমস্ত অপমান আর ভোগান্তি সহ্য করবে শেরিফ, সিদ্ধান্তে উপনীত হলো কার্ল রিডল, এবং মুখটাও বন্ধ রাখবে।

তারপরও, শেরিফের প্রস্তাবটা হুমকি হয়ে থেকে যাচ্ছে। গোপনে টাকা বানানোর অনেক উপায় জানা আছে ওয়াল্টনের, নিজেই একটা সেলুন তৈরি করতে পারবে সে, উন্নত পরিবেশে মেয়েদেরকে রাখলে বিস্তর মুনাফা লাভ করতে পারবে। যথেষ্ট টাকা থাকলে লোক ভাড়া করা যায়, যারা রিডলের হার্ডকেসদের সামাল দিতে পারবে।

যে-কোন মূল্যে ঠেকাতে হবে ব্যাপারটা, উপসংহারে পৌঁছল কার্ল রিডল।

ছয়

গোসল সেরে, মোজা আর শার্ট বদলে সিঁড়ি বেয়ে নিজের কামরায় চলে এল জন ক্যালকিন। ভিতরে ঢুকে দেখতে পেল নতুন কয়েক প্রস্থ ব্যান্ডেজ ছাড়াও ওর শার্টটা সযত্নে রাখা হয়েছে বিছানার উপর। ছেঁড়া জায়গা সেলাই করার পর ধুয়ে ইস্ত্রি করা হয়েছে। হাতের গাঁটে ব্যান্ডেজ বাঁধছে, এসময় সাপারের ঘণ্টা কানে এল। ব্যান্ডেজের প্রান্ত দাঁতে চেপে ধরে বাঁধার প্রয়াস পেল ও, কাজটা করতে যথেষ্ট আয়াস

লাগছে। কাজ সেরে যখন পৌঁছল ডাইনিংরুমে, দেখল সবার শেষে উপস্থিত হয়েছে। রুমিংহাউসের অন্য সদস্যরা দায়সারা গোছের শুভেচ্ছা জানাল ওকে, কৌতূহলী চোখে দেখল ওর হাতের ব্যান্ডেজ, এমনভাবে দেখছে যেন যুদ্ধফেরত কোন আহত সৈনিক জন।

টেবিলে বসল ও। দু'দিক থেকে ওর দিকে খাবারের ডিশ ঠেলে দিল সবাই। নিজেই প্লেটে খাবার তুলে নেবে, এসময় ডেবি গিবসনকে দেখতে পেল–এতক্ষণ মেয়েটিকে চোখে পড়েনি–ওর কাঁধের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে থালায় খাবার তুলে দিল মেয়েটি।

'আমার জন্য অপেক্ষা করোনি কেন?' কিছুটা অনুযোগের সুরে বলল ডেবি। 'আমিই তো ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতে পারতাম।' ধূসর ইউনিফর্ম ড্রেসটা পরনে। এ পর্যন্ত অন্য কোন ড্রেস ওকে পরতে দেখেনি জন, আনমনে ভাবল অন্য ড্রেসে কেমন দেখাবে মেয়েটিকে।

'সমস্যা হয়নি আমার,' জবাবে বলল ও। 'পায়ের আঙুল দিয়ে বেঁধেছি।'

হেসে উঠল ডেবি, জনের কাপে কফি ঢেলে দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল।

তেমন কোন কথাবার্তা হলো না সদস্যদের মধ্যে। গাম্ভীর্য বজায় রেখেছে সবাই। উল্টোদিকে বসা জেফ বসওয়েলকে নজরে রেখেছে জন। শীর্ণদেহী, লম্বা মানুষ সে; হাতের আঙুলে কালির দাগ কখনও দূর করতে পারেনি। বয়স আনুমানিক পঁয়তাল্লিশ। মাথা টাক পড়ে গেছে প্রায়। চেহারা মন্দ নয়, কিন্তু দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে অন্যদের কাছে প্রায় হাস্যকর একটা চরিত্র।

একে দেরিতে এসেছে, তায় ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতে খেতে সময় লাগছে জনের। স্বভাবতই অন্যদের খাওয়া আগে শেষ হয়ে গেল। সবার শেষে টেবিল ছাড়ল বসওয়েল, জনের চেয়ার পেরোনোর সময় থমকে দাঁড়াল।

'আজ রাতে তোমাকে ছুটি দিয়েছে ওরা?' জানতে চাইল মুদ্রাকর।

মুখ তুলে তাকাল জন, তারপর দু'হাত উঁচু করে দেখাল। 'এ-

অবস্থায় ওদের কাজে আসব না আমি।'

তামাকের দাগ পড়া সবক'টা দাঁত বের করে হাসল বসওয়েল। 'এক সপ্তাহের ছুটি দেওয়া উচিত ছিল তোমাকে। সঙ্গে পুরো বেতন।' থামল সে, ইতস্তত করছে। শেষে জানতে চাইল, 'অন্য হাউসম্যানরা তোমাকে সাহায্য করল না কেন?'

'সে অনেক লম্বা গল্প। পরে তোমাকে কোথায় পাব?'

'ভেবেছি হোটেলে গিয়ে পোকার খেলব। তবে পরেও খেলা যাবে।'

'উঁহুঁ, বাদ দেওয়ার দরকার নেই। আমি বরং পরে তোমার সঙ্গে দেখা করব।'

নড করে বেরিয়ে গেল বসওয়েল। পরপরই এঁটো বাসনকোসন নিতে ট্রে হাতে কামরায় ঢুকল ডেবি।

'সাপার কেমন লাগছে?' জানতে চাইল মেয়েটি।

'প্রশংসা শুনতে চাইলে বলব অযথা চেষ্টা করছ। এরচেয়ে ভাল খাবার জীবনে খুব কমই খেয়েছি আমি।'

সন্তুষ্টির হাসি ফুটল ডেবির মুখে। 'এসময়ে তো এখানে থাকার কথা নয় তোমার। ঘাড়ধাক্কা দিয়েছে নাকি?'

উঠে দাঁড়াল জন। 'চলো, বাসনগুলো রান্নাঘরে নিয়ে যাই। কাজ করতে করতে গল্প করা যাবে।' দু'জনে মিলে দ্রুত টেবিল পরিষ্কার করে ফেলল ওরা। রান্নাঘরে ঢুকল।

জনের উদ্দেশে ক্ষীণ নড করল মিসেস গিবসন, বোঝাই যায় ওর উপস্থিতি পছন্দ করতে পারছে না মহিলা। সম্ভবত ওর কাজ এবং গতকালের ঘটনার কারণে।

সব থালাবাসন নিয়ে সিঙ্কে ডোবাল মেক্সিকান বুড়ী।

ডাইনিংরূমে ফিরে এল ওরা। টেবিল মুছে রান্নাঘর থেকে একটা লণ্ঠন নিয়ে এল ডেবি, টেবিলের উপর রাখল। দুটো চেয়ারে বসল ওরা। হিরাম ডেলির সঙ্গে সাক্ষাৎ থেকে সব ঘটনা মনোযোগ দিয়ে শুনল ডেবি, বিস্ময়ে বড়বড় হয়ে গেল ওর চোখ; বলল: 'নিশ্চই

তোমাকে পছন্দ হয়েছে ওর, জন। এর তাৎপর্য হচ্ছে: সতর্ক থাকা উচিত তোমার।'

'সমস্যার কথা কি জানো, আমিও ওকে পছন্দ করতে শুরু করেছি।'

'ওর কাজকর্ম পছন্দ হয় তোমার?'

'ওর সম্পর্কে কীই বা জানি আমি! শুধু জানি বেপরোয়া লোকজন যাতায়াত করে এমন একটা সেলুন, কিছু ব্যবসায়িক সম্পত্তি, খনি আর র‍্যাঞ্চের মালিক কার্ল রিডল। ব্যস, এই। তবে আজ রাতে ওর সম্পর্কে আরও খবর যোগাড় করব।'

'কার কাছ থেকে?'

'বসওয়েলকে যদি কথা বলাতে পারি, সম্ভবত অনেক তথ্য জানতে পারব। কাগজের লোকজন আসলে খবরের ডিপো। সব খবর ছাপে না ওরা, কিংবা ছাপতে ভয় পায়। আচ্ছা, ব্যানারের মালিক কে?'

স্মিত হাসল ডেবি। 'অস্কার উইগিন হচ্ছে সম্পাদক। কিন্তু আসলে টাকা যুগিয়েছে কার্ল রিডল।'

'সেক্ষেত্রে লোকটার সঙ্গে কথা বলে লাভ হবে না।'

'বসওয়েলের সঙ্গে বলে লাভ হবে?'

ভুরু কোঁচকাল জন। 'হবে বোধহয়। আমার ধারণা রিডল বা উইগিনের চেয়ে কোন অংশে কম জানে না সে। ব্যানারে স্বার্থ নেই ওর।'

'ওখানে কাজ করে সে,' মনে করিয়ে দিল ডেবি।

'উঁহুঁ, এ-নিয়ে কেয়ার করে না প্রিন্টাররা, আমি অন্তত কাউকে কেয়ার করতে দেখিনি। এক জায়গায় বেশিদিন কাজ করে না ওরা। ছয় মাসের মধ্যে যদি বরখাস্ত নাও হয়, এমনিতে কাজ ছেড়ে চলে যায়। আসলে এরা সবাই ভবঘুরে স্বভাবের মানুষ। আরও একটা ব্যাপার, প্রায় সবাই নেশা করতে পছন্দ করে। এ ব্যাপারটার উপরই ভরসা করছি আমি।'

এবার ভুরু কোঁচকাল ডেবি। 'তারমানে ওকে মাতাল বানাবে?'

'দরকার পড়লে। দুশ্চিন্তা কোরো না, ও যাতে রূমে ঠিকমত পৌঁছায় সেটা দেখব আমি।'

আনমনে কী যেন ভাবল ডেবি, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: 'যাক্‌গে, আমার মনে হয় কে ওকে মাতাল বানাল, তাতে কিছু আসে-যায়। এমনিতেও মাতাল হয় জেফ।'

'বাড়তি একটা গ্লাস দেবে আমাকে, ডেবি?'

'উদ্দেশ্য সৎ না হলেও দেওয়া যায় তোমাকে,' সহাস্যে বলল মেয়েটি।

রান্নাঘরে চলে গেল ডেবি, ফিরে এল গ্লাস নিয়ে। গ্লাসটা জনের হাতে দিয়ে মৃদু স্বরে বলল, 'জেফের কাছ থেকে যাই জানতে পারো, তথ্যগুলো ব্যবহার করার ব্যাপারে সতর্ক থেকো।'

'সেটা আলোচনা করে ঠিক করে নেব আমরা, ঠিক আছে?'

'রাজি,' সন্তুষ্টির সুরে বলল ডেবি।

মেয়েটির কণ্ঠে স্বস্তি কান এড়ায়নি জনের। শুভরাত্রি জানিয়ে নিজের কামরায় এল ও, লণ্ঠন জ্বালিয়ে গ্লাসটা রাখল বিছানার লাগোয়া টেবিলের উপর, তারপর গায়ে জ্যাকেট চাপিয়ে বেরিয়ে এল।

হোটেলের ছোট্ট বারে জেফ বসওয়েলকে খুঁজে পেল। নিচু সিলিঙের কামরা ওটা, পোকারের জন্য দুটো টেবিল থাকলেও একটায় খেলা চলছে এখন। বারের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন শহুরে লোক। মেক্সিকান বারটেন্ডার পরিবেশন করছে তাদের। বারের দিকে এগোনোর সময় জনকে দেখতে পেল বসওয়েল, চিপসের বদলে টাকা ভাঙিয়ে গ্লাস হাতে বারে যোগ দিল জনের সঙ্গে।

বসওয়েলের পছন্দ মত ড্রিঙ্ক দেওয়ার নির্দেশ দিল জন, নিজের জন্য বীয়ারের ফরমাশ দিল। 'লম্বা গল্পটা শোনার ইচ্ছে আছে এখনও?' মুদ্রাকরের উদ্দেশে জানতে চাইল ও।

মাথা ঝাঁকাল সে।

শহরে আসার প্রথমদিন, ক্রসফায়ারে ঝামেলায় পড়া থেকে শুরু করল জন, ডেবির সঙ্গে দেখা হওয়ার উপলক্ষ ব্যাখ্যা করল, জানাল

কীভাবে ধাওয়া করে আসা ষণ্ডাদের ফিরিয়ে দিয়েছিল মেয়েটি।

'ওর পক্ষে এটাই স্বাভাবিক,' মন্তব্য করল বসওয়েল। 'যাকে পছন্দ করে, তার জন্য মিথ্যে বলতেও আপত্তি নেই ওর।'

কার্ল রিডলের সঙ্গে দেখা করার কথা জানাল জন। ঘটনাটা শোনার সময় সমীহ আর অনুমোদনের চাহনি ফুটল বসওয়েলের মুখে। হাতছানি দিয়ে আরেক রাউন্ডের ফরমাশ দিল সে। এদিকে বলে যাচ্ছে জন, হিরাম ডেলির সঙ্গে সাক্ষাতের বর্ণনা দিল। জানাল ওকে কী কী দায়িত্ব পালন করার নির্দেশ দিয়েছিল ম্যানেজার। দুই মাইনারের সঙ্গে লড়াই এবং ওকে সাহায্য করার ব্যাপারে হাউসম্যানদের অনীহার ঘটনা খুলে বলল। স্টিভ ম্যাকমানের কাছ থেকে আসল খবর পাওয়ার প্রসঙ্গ এড়িয়ে কার্ল রিডল ও হিরাম ডেলির সঙ্গে সাক্ষাতের ঘটনায় চলে গেল; অবাধ্য হাউসম্যানদের ব্যাপারে রিডলের সিদ্ধান্ত বলে গেল দায়সারাভাবে। ততক্ষণে খালি হয়ে গেছে বসওয়েলের দ্বিতীয় গ্লাস।

'গল্প বটে!' চিন্তিত স্বরে মন্তব্য করল মুদ্রাকর। 'তবে একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে, কার্ল রিডলের স্বভাবের সঙ্গে মিলছে না ঘটনাটা। সত্যি সত্যি তোমাকে সাহায্য করেনি বলে হাউসম্যানদের ছাঁটাই করেছে ও?'

'মিলছে না, কিন্তু ঠিক এটাই ঘটেছে,' বলল জন, তারপর যেন মনে পড়েছে কিছু, এমনভাবে বলল: 'ভুলে গিয়েছিলাম, আমার রূমে একটা বোতল আছে। চলো, ওটার সদ্ব্যবহার করা যাক, এই ফাঁকে দু'একটা পরামর্শ দেবে আমাকে।'

'হুইস্কি?' জানতে চাইল বসওয়েল। জন নড করতে বলল, 'আপত্তি নেই আমার। চলো।'

গলির দরজা হয়ে বেরিয়ে এল ওরা। পথ দেখাচ্ছে বসওয়েল, পোর্চে থমকে দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপাশে তাকাল সে। দালানের আলোকিত একটা জানালা চোখে পড়ছে। জন পাশে এসে দাঁড়াতে সবক'টা দাঁত কেলিয়ে হাসল সে।

'বিকালে রাস্তার ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়েছে এক লোক, ঘটনাটা

শুনেছ?'

'না।'

হাঁটতে শুরু করল সে, পাশাপাশি এগোল জন।

'শুনলাম শেরিফ ওয়াল্টনকে ক্রসফায়ার থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে,' বলল বসওয়েল। 'প্রথমে পড়েছিল রেইলের উপর, তারপর রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়েছে।'

'ঘটনাটা কী? আমি তো জানতাম শেরিফ রিডলের লোক।'

'ঠিকই শুনেছ। এখনও তাই আছে সে,' উল্লসিত স্বরে বলল মুদ্রাকর। মূল রাস্তায় এসে ডানে মোড় নিল সে। 'চলো, আরেক ব্লক পেরোই, তা হলে ধুলো কম লাগবে।' উঁচু চাকার আকরিক ওয়্যাগনের মাঝখান দিয়ে রাস্তা পেরোল ওরা। ধুলোর উদ্দেশে খিস্তি করল বসওয়েল। রাস্তার ওপাশে এসে গলিতে ঢুকে পড়ল ওরা। 'জানো এখানে পানির কেমন দাম? দামের কারণে রাস্তায় পানি ঢালা হয় না কখনও, তাই ধুলোও কমে না।'

জন অবশ্য আনমনা হয়ে পড়েছে। ক্রসফায়ার থেকে শেরিফ জ্যাক ওয়াল্টনকে কী কারণে ছুঁড়ে ফেলেছে রিডল? প্রশ্নের উত্তরটা অনুমানের অতীত মনে হলো ওর কাছে। বসওয়েল চুপ করতে মৃদু স্বরে জানতে চাইল: 'রিডল আর ওয়াল্টনের লেনদেনটা কী?'

'একে অন্যের স্বার্থ দেখে ওরা। শহরে নতুন কোন সেলুন তৈরি হলে ওটা ভেঙে চুরমার করে ফেলে রিডলের হার্ডকেসরা, শেরিফ হয়েও মুখ বুজে থাকে ওয়াল্টন। বিনিময়ে শহরের উত্তর অংশে নিজের মত করে মেয়েদের ব্যবসা চালানোর সুযোগ তাকে দিয়েছে রিডল। বলতে চাইছি, ইচ্ছে করলে ক্রসফায়ারে মেয়ে আনতে পারে সে, কিন্তু আনেনি ওয়াল্টনকে একচেটিয়া ব্যবসা করতে দেওয়ার জন্য।' জনের দিকে তাকিয়ে আবারও হাসল সে। 'ভদ্রলোকের চুক্তি বলা যায় এটাকে, অবশ্য ওরা যদি আদৌ ভদ্রলোক হয়ে থাকে।'

'ক্রসফায়ার থেকে কেন বিতাড়িত হয়েছে ওয়াল্টন, অনুমান করতে পারছ?'

'এর মূলে একটা জিনিসই আছে—টাকা,' বসওয়েলের সংক্ষিপ্ত এবং মোক্ষম জবাব।

রূমিং হাউসের দোতলায়, নিজের কামরায় ঢুকে অযথা দেরি করল জেফ বসওয়েল, একটা চেয়ার তুলে নিল হাতে, বয়ে নিয়ে যাবে জনের ঘরে।

ভিতরে এসে ওঅশস্ট্যান্ডের পাশে মুখোমুখি বসল ওরা, পায়ের কাছে পিকদানি আর একটা বৌল রেখেছে জন। রাতের মৃদুমন্দ বাতাসে দুলছে খোলা জানালার পর্দা। বোতল, লণ্ঠন আর গ্লাস দুটো রয়েছে ওঅশস্ট্যান্ডের উপর।

হুইস্কির গ্লাসে লম্বা চুমুক দিল জেফ বসওয়েল, এত গেলার পরও বেশ সুস্থির দেখাচ্ছে তাকে। 'সমস্যাটা কী তোমার, দোস্ত,' আমার কাছে পরামর্শ চাইছ?' হঠাৎ জানতে চাইল সে।

মুহূর্ত খানেক নীরব থেকে জন বলল, 'কার্ল রিডলকে নিয়ে। আমাকে সঙ্গে রাখতে চায় সে, কিন্তু ওর সঙ্গে কি আমার থাকা উচিত?'

হুইস্কির প্রভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বসওয়েলের গাঢ় নীল চোখ, ধূর্ত চাহনিতে সমীহ ফুটে উঠল।

'ওর ব্যাপারে ভাসা ভাসা জানি, ভিতরের খবর জানা নেই আমার। তুমি জানো ওসব। রিডল যেহেতু পত্রিকার মালিক, নিশ্চই তোমার সম্পাদক এমন অনেক কিছু জানে যা কখনোই ছাপবে না। ওই খবরগুলো জানতে চাই আমি।'

'ওর কাছ থেকে দূরে থাকো,' হুইস্কিখোরের সোজাসাপ্টা উত্তর।

'কেন? কেন দূরে থাকতে হবে, এটাই জানতে চাই।'

'গল্প শুনেছি ছয়জন লোক নিয়ে এখানে এসেছিল কার্ল রিডল। এরা সবাই ছিল কঠিন মানুষ। সে নিজেও হার্ডকেস, কথাটা ভুলে যেয়ো না কখনও। চারপাশে কিছুদিন ঘোরাঘুরি করল রিডল, সবুজ ওই উপত্যকাটা খুঁজে পেল। ছয়-সাতটা মেক্সিকান পরিবার থাকত ওখানে,' থেমে হুইস্কিতে চুমুক দিল সে আবার। 'শত বছর আগে মেক্সিকোয় রিকোরা যেভাবে জমির দখল নিয়েছিল, ঠিক ওভাবে

উপত্যকার দখল নিয়ে ফেলল সে। প্রথমে ওদের ফসল ধ্বংস করল, তারপর প্রতি রাতে একটা করে বসতি দখল করল। হার্ডকেসরা রাতের অন্ধকারে হামলা করল বসতিতে, কাউকে বাঁচতে দেয়নি–বাচ্চা, মহিলা বা সমর্থ পুরুষই হোক। এরকম তৃতীয় ঘটনাটা ঘটার পর আর থাকার সাহস করেনি বোকাসোকা মেক্সিকানরা, মালপত্র নিয়ে জানের ভয়ে মেক্সিকোয় চলে গেছে।'

'আইন কিছু করেনি?'

'ক্লেইম দখল ঠেকাতে আর গোলাগুলির কাজে ব্যস্ত ছিল আইন। আসলে মেক্সিকানদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতই না কেউ। আমার তো ধারণা মেক্সদেরও জানা ছিল না যে তারা আমেরিকায় বসবাস করছে। ভয় পেয়ে পালাল ওরা, আর ওদের জমি দখল করে নিল কার্ল রিডল।'

'মাইনের মালিক হলো কীভাবে?'

'খনিটা ছিল বেন্টন নামে দুই ভাইয়ের। মূলধনের অভাবে ধাতু উত্তোলন করতে পারছিল না ওরা। ওদের টাকা যোগান দিল রিডল, বিনিময়ে পঞ্চাশ শতাংশের মালিক বনে গেল। এর দু'দিন পরই রিডলের লোকরা বেন্টনদের সঙ্গে লড়াই বাধাল। খুন হয়ে গেল ওরা। রেকর্ড অফিসে গিয়ে বেন্টনদের সঙ্গে করা চুক্তিনামা দেখাল রিডল। পার্টনার হিসাবে পুরো খনির মালিক হয়ে গেল সে। সম্ভবত রেকর্ডারকে ঘুষও দিয়েছিল, কারণ বিনা প্রশ্নে ওর দাবি মেনে নিয়েছিল লোকটা।'

'বেন্টনদের কোন স্বজন ছিল না?'

'ছিল হয়তো, কিন্তু জানে না কেউ। তোমার কথাই ধরো, আমি কি জানি আদৌ তোমার কোন আত্মীয় আছে কি না। আমার ক্ষেত্রেও কি একই কথা প্রযোজ্য নয়? এই ক্যাম্পের যখন শুরু, চারদিকে ছিল শুধুই অপরিচিত মুখ। কেবল নামই জানত লোকজন। কারও অতীত বা ইতিহাস বলে কিছু ছিল না। নিজের জায়গায় যে-ই মাটি কামড়ে থাকতে পেরেছে, সে-ই টিকে গেছে। যারা টিকতে পারেনি, তাদের মনে রাখেনি কেউ। মনে রাখারই বা কী ছিল?'

নড করল জন। 'বুঝলাম।' গ্লাস তুলে চুমুক দিল ও। নীরবতা

নেমে এল ঘরে। তারপর মৃদু কণ্ঠে নীরবতা ভাঙল জন, 'এখানে যখন এসেছিল, নিশ্চই সঙ্গে বেশ টাকা ছিল রিডলের?'

'সত্যি। অন্যদের কাছে ছিল না সেটা। পাউডার, যন্ত্রপাতি কেনার জন্য বা লোক ভাড়া করার মত যথেষ্ট টাকা ছিল ওর কাছে। এমনও শুনেছি যে ক্লেইম বন্ধক রেখে প্রথম দিকে চড়া সুদে ধার দিত সে।'

'কিন্তু এর সবই শোনা কথা, জেফ। তুমি এখানে আসার পর ঘটেছে, এমন কী জানো ওর সম্পর্কে?'

গ্লাস শেষ করে আবার ভরে নিল সে। নিচু হয়ে পিকদানিটা তুলে টেবিলের উপর রাখল জন, দেখে সামান্য মাথা নাড়ল বসওয়েল।

'আমাদের অফিসের সেফে সীল করা একটা চিঠি আছে ওর,' গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল সে। 'চিঠিটা সানফ্রান্সিসকো পুলিশ চীফের উদ্দেশে লেখা। বসের উপর নির্দেশ রয়েছে কার্ল রিডল আদেশ দেওয়া মাত্র যেন ওটা পোস্ট করে দেয়। চিঠিতে কী লেখা রয়েছে, নিজের মুখেই বস্-কে বলেছে সে: ক্রিস মার্টিনকে কোথায় খুঁজে পাবে পুলিশ।'

'ওকে কেন খুঁজবে পুলিশ?'

'সানফ্রান্সিসকোর এক জাহাজের মালিককে জোচ্চুরি করে ঠকিয়েছিল কয়েকজন জুয়াড়ী, তাদেরই এক পার্টনার ছিল ক্রিস। ঠিক এজন্যই কার্ল রিডলের কথায় নাচতে হচ্ছে বেচারীকে। সম্ভবত আজীবনই ওর অনুগত নারী হয়ে থাকবে ক্রিস। সামান্য বেতাল করলে চিঠিটা চলে যাবে পুলিশের কাছে।'

'পছন্দের মেয়েকে বশে রাখার মোক্ষম উপায় বটে! উপায়টা সৎ না হলেও, অপরাধও নয় এটা।'

'পিস্তলের ভয়ে পালানোকে অপরাধ বলবে?' জানতে চাইল বসওয়েল। 'বহুবার আর্মির ধাওয়া খেয়ে মেক্সিকোয় পালিয়ে গেছে রিডল।'

চুপ হয়ে গেল জন। মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেছে কার্ল রিডলই সার্জেন্ট টার্ক ওয়াইম্যান। প্রচুর টাকা নিয়ে বেনিঙে এসেছিল সে।

মেক্সিকানদের নিষ্ঠুরভাবে খুন করার ব্যাপারটা তার অতীত অপরাধকে সমর্থন করে, স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে যে-লোক নিজের সহকর্মীদের খুন করে পে-রোল লুট করতে পারে, কয়েকজন মেক্সিকানকে খুন করতে তার বুক এতটুকু কাঁপবে না। বেন্টনদের খুন কিংবা ক্লেইম দখলের ঘটনাও একই ধাঁচের। কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা ছলে-বলে-কৌশলে দখল করেছে কার্ল রিডল, সেজন্য কারও প্রাণ হরণ করতে তার বাধেনি। ক্যাম্প স্ট্যামবার্গে টাকা নিয়ে ফেরার পথে একই অপকর্ম করেছে সে।

জনের ভাবনা এগিয়ে চলছে, এই ফাঁকে হুইস্কি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জেফ বসওয়েল। হঠাৎ শিউরে উঠল সে। ব্যাপারটা চোখ এড়াল না জনের, ধারণা করল পোকার খেলার সময় এবং কামরায় এসে, এ-পর্যন্ত অন্তত এক পাইন্ট গিলেছে মুদ্রাকর। 'আর কিছু?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল ও।

'সারারাত ধরে বলতে পারব। আরে, অনেক রাত হয়ে গেছে দেখছি! নাহ্, শুতে হবে।' টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল সে, চেয়ারের পিছন দিকটা খামচে ধরে দেহের ভারসাম্য বজায় রাখল।

উঠে দাঁড়াল জন। 'রুমে চলে যাও। চেয়ারটা নিয়ে আসছি আমি।'

'উঁহুঁ, এখন ক্রাচ হিসাবে ব্যবহার করতে হবে এটা।'

এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল জন, দেখল চেয়ার টেনে-হিঁচড়ে এগোচ্ছে জেফ বসওয়েল, একইসঙ্গে চেয়ারটাকে অবলম্বন হিসাবেও ব্যবহার করছে। কামরা থেকে বেরিয়ে করিডরে গিয়ে থামল সে, বদ্ধ মাতালের মত ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল জনের দিকে। 'যা কিছু বলেছি, দোস্ত, একটা কথাও যেন ওই ব্যাটার কানে না যায়।'

'ধন্যবাদ, জেফ। কথাটা মনে থাকবে। শুভরাত্রি।'

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তাকে চলে যেতে দেখল জন। হেলে-দুলে নিজের কামরায় ঢুকে পড়ল সে। দরজা আটকে বিছানায় চলে এল জন, বুট খুলে শুয়ে পড়ল। সিলিঙে স্থির হলো দৃষ্টি।

জেফ বসওয়েলের সব কথা হয়তো সত্যি নয়, বেশিরভাগই গুজব; কিন্তু তারপরও স্পষ্ট যে দারুণ বেপরোয়া, ধূর্ত এবং বিপজ্জনক

একজন মানুষকে সামলাতে হবে ওর। কাজটা মোটেই সহজ হবে না। সবচেয়ে বড় কথা, চারপাশে হার্ডকেসদের দুর্ভেদ্য একটা দেয়াল তৈরি করেছে কার্ল রিডল, এরা তার মত বিচক্ষণ বা ধূর্ত না হতে পারে, কিন্তু একই পরিমাণ বিপজ্জনক ও বেপরোয়া বটে।

গার্ডদের ব্যূহ থেকে আলাদা করতে হবে রিডলকে, অন্তত চেষ্টা করতে হবে। এদের কেউ কেউ চার বছর আগে পে-মাস্টার রোল লুটের সঙ্গে জড়িতও থাকতে পারে। রিডল বলেছে ওকে সঙ্গে রাখতে ইচ্ছুক, তারমানে এই নয় যে একেবারে কাছাকাছি রাখবে। হয়তো সার্কেল-আর বাথানে কোন কাজ দেবে ওকে, কিংবা আরও দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেবে।

বেশ, কালই বোঝা যাবে সেটা।

সাত

রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল দশটায় কার্ল রিডলের অফিসে পৌঁছে গেল জন। ওকে নিরস্ত্র করতে বডিগার্ডদের নির্দেশ দেয়নি ক্রসফায়ার মালিক, কিন্তু নিজ থেকে কাজটা সেরে ফেলল একজন, যেন এটাই সৌজন্য। মৃদু স্বরে চার ষণ্ডাকে করিডরে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিল রিডল। দরজা বন্ধ করে ।

বিশ মিনিট পর নতুন কাজ, এক হাজার ডলারের ব্যাংক নোট আর প্রায় একটা সাম্রাজ্য শাসন করার ক্ষমতা নিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল জন। গার্ডের কাছ থেকে পিস্তল ফেরত নিয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে এল ও। ধূলিময় রাস্তা পেরিয়ে সাইড স্ট্রিটে ঢুকে পড়ল। তারপর

মিনিট খানেক হেঁটে হোটেলের উল্টোদিকে শেরিফের অফিসে প্রবেশ করল।

কামরাটা ছোট। রোলটপ ডেস্ক, গানর‌্যাক, দুটো চেয়ার–যার একটা স্যুইভেল–এই হচ্ছে আসবাবপত্র। অফিসের পিছন দিকে সেল ব্লকের দরজা খোলা, শূন্য গরাদ চোখে পড়ছে।

ডেস্কে বসে আছে শেরিফ ওয়াল্টন, পদশব্দ শুনতে পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, মুখে রাজ্যের বিরক্তি।

'সুপ্রভাত, শেরিফ,' মৃদু স্বরে শুভেচ্ছা জানাল জন।

'মর্নিং। কী করতে পারি তোমার জন্য?'

'তোমার সঙ্গে কথা বলতে এলাম। সময় হবে তো? মিনিট কয়েক লাগবে।'

মুখ থেকে জনের ব্যান্ডেজ-বাঁধা হাতে নেমে গেল শেরিফের গম্ভীর চাহনি, নির্লিপ্ত স্বরে বলল, 'ক্রসফায়ারে কাজ করো না তুমি?'

'করতাম। একদিন কাজ করার পর ছাঁটাই করা হয়েছে আমাকে।'

চেয়ার আধ-পাক ঘুরিয়ে মুখোমুখি হলো সে, হিসাবী চাহনিতে মাপল জনকে। 'হ্যাঁ, মিনিট কয়েক দেওয়া যায় তোমাকে। বলো, তোমার কেচ্ছা শুনি।'

আমন্ত্রণ ছাড়াই ডেস্কের এপাশে পিঠ উঁচু চেয়ারে বসে পড়ল জন। ওর স্বতঃস্ফূর্ত জড়তাহীন ভঙ্গি দেখে সামান্য ভুরু কোঁচকাল শেরিফ, মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল আরও, জন বসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর খানিকটা কৌতূহলী স্বরে জানতে চাইল: 'কার্ল পাঠিয়েছে তোমাকে?'

'না, কেউ পাঠায়নি আমাকে। কেন আমাকে পাঠাবে সে?'

'জানি না। যাক্‌গে, কেন এসেছ?'

পা ছড়িয়ে দিল জন, একটার উপর রাখল আরেকটা। বুড়ো আঙুল দিয়ে ঠেলে পিছনে পাঠিয়ে দিল হ্যাটখানা, উন্মুক্ত হলো ওর কপাল। 'কয়েকটা প্রশ্ন ছিল আমার। উত্তর দিতে অসুবিধা নেই তো?'

'ব্যাপারটা নির্ভর করছে কী জিজ্ঞেস করবে তার উপর।'

'শহরে আসার প্রথম রাতে ক্রসফায়ারে গিয়েছিলাম, দেখলাম

ফারো ডিলার ছাড়া অন্য কোন মেয়ে নেই ওখানে। কেন?'

'কার্ল রিডলকে প্রশ্নটা করোনি কেন?'

'রিডলের সঙ্গে জানাশোনা নেই আমার, তবে হিরাম ডেলিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বলল এটাই ওখানকার নিয়ম। নির্দেশ দিল কোন মেয়ে যদি সেলুনে ঢুকেও পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে যেন তাকে বের করে দেই।'

নিতান্ত অসন্তোষের সঙ্গে নাক সিটকাল জ্যাক ওয়াল্টন। 'মেয়েদের সঙ্গ চাইলে শহরের উত্তর প্রান্তে চলে যেতে পারো। কয়েকটা শ্যাক আছে ওখানে।'

'দেখেছি,' স্মিত হেসে বলল জন। 'ধন্যবাদ। মেয়েদের সঙ্গ আপাতত দরকার নেই আমার, বরং এই শহরে টাকা বানানোর উপায় খুঁজছি।'

'কোন আইডিয়া আছে তোমার?'

'আছে একটা। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এখানকার প্লটটা জানা নেই আমার। তুমি হয়তো সাহায্য করতে পারবে।' ক্ষণিকের জন্য থামল জন। 'শহরটা ঘুরে দেখলাম। ড্যান্স হল আর উপরের তলায় মেয়েদের নিয়ে কেউ কোন সেলুন খুলল না কেন? জৌলুসের ছড়াছড়িঅলা সেলুন দরকার নেই, কিন্তু মোটামুটি পরিচ্ছন্ন এবং ফেয়ার তাসের খেলা চলবে, এমন সেলুন খাড়া করলে মুনাফা হওয়ার কথা। অবস্থা যা দেখলাম, কেউ যদি ফুর্তি করতে চায়, তা হলে বোতল নিয়ে নিজের বিছানায় যাওয়া ছাড়া উপায় নেই, কিংবা ক্রসফায়ারে যেতে হবে যেখানে আছে শত শত মানুষের ঘামের দুর্গন্ধভরা বাতাস; তবে শহরের উত্তর প্রান্তের শ্যাকেও যেতে পারে, কিন্তু ওখানকার সব বিছানা সন্ধ্যার পর থেকে সারাক্ষণই গরম থাকে।'

এটা কার্ল রিডলের শহর,' ঠাণ্ডা সুরে বলল শেরিফ। 'কেউ যদি এখানে নতুন কোন সেলুন তৈরি করে, সঙ্গে সঙ্গে ওর লোকেরা সেটা ভেঙে ফেলে।'

'আমারটা কখনও ভাঙতে পারবে না সে,' নির্বিকার মুখে বলল

জন, তারপর নিরীহ স্বরে জানতে চাইল, 'তুমি কেন ওকে কাজটা করতে দিচ্ছ?'

গাঢ় হয়ে গেছে শেরিফের মুখের রঙ। 'দেখো, আমি একা মানুষ। অথচ ওর দলে রয়েছে অন্তত বিশজন। উঁহুঁ, এতজনের সঙ্গে লড়াই করা যায় না। ওই ঝুঁকি আমি নিতে রাজি নই।'

'কিন্তু অন্য কেউ যদি ঝুঁকিটা নিতে চায়? তুমি কী করবে?'

'একটা সেলুন খাড়া করবে, এই তো বলতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিকভাবে যাতে তোমার সৎকার হয়, সেটা নিশ্চিত করা ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না আমার।'

'হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? আমার সঙ্গে যোগ দিতে পারো তুমি।'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল ওয়াল্টন, কিছু বলতে গেল, কিন্তু একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল জন। 'আন্দাজ করতে পারছি তুমি কী বলতে চাও, শেরিফ। সেলুন-ব্যবসায় শহরের শেরিফকে পার্টনার করার ইচ্ছে নেই আমার, তবে চাইলে অমন বহু শহরের নাম বলতে পারব যেখানকার শেরিফ বা ডেপুটি দু'একটা সেলুনের মালিক। ওটা তো ব্যবসাই, তাই না? যন্ত্রণা করার জন্য কোন প্রীচার নেই এখানে। তা হলে একটা সেলুন শুরু করতে অসুবিধা কী?'

ধীরে ধীরে আবার চেয়ারে বসে পড়ল শেরিফ। জনের দিকে তাকিয়ে আছে, তবে জনকে দেখছে না। ব্যাপারটা মনে মনে উল্টে-পাল্টে দেখছে, এবং দারুণ সিরিয়াস সে।

বেশ কিছুক্ষণ পর, সহাস্যে মাথা নাড়ল ওয়াল্টন। 'কী ভাবছ আমাকে, দোস্ত? এখনও তোমার নামটাই জানা হয়নি…'

'জন ক্যালকিন।'

'বেশ, ক্যালকিন। কিন্তু শুধু কথায় তো চিড়ে ভিজবে না। ব্যবসা করতে গেলে টাকা লাগে। ওই জিনিসটা এখনও দেখাওনি।'

পকেট থেকে নোটের বাণ্ডিল বের করল জন, শেরিফের সামনে ডেস্কের উপর ছুঁড়ে ফেলল। 'এক হাজার আছে এখানে। সব পঞ্চাশ

ডলারের নোট।'

'পুবের টাকা নাকি?' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জানতে চাইল ওয়াল্টন।

'টাকা টাকাই, সেটা যেখান থেকে আসুক। এর কয়েকগুণ যাতে ফেরত আসে, সেটাই নিশ্চিত করব আমি। সুতরাং দুশ্চিন্তা করে বদহজমে ভোগার দরকার নেই। তোমার কাছে আছে তো? ফিফটি ফিফটি শেয়ার।'

নড করল শেরিফ। 'এরচেয়ে বেশিই দিতে পারব।' উঠে দাঁড়াল সে, নোটের বাণ্ডিলটা জনের দিকে ঠেলে দিল। সরে গিয়ে ডেস্কের পিছনে আধ-পাক চক্কর কাটল, মেঝেয় নিবদ্ধ দৃষ্টি। কার্ল রিডল হয়তো তাকে ফাঁদে ফেলতে জনকে পাঠিয়েছে, এ-ধরনের সন্দেহ হলেও কচকচে নোটের কারণে ব্যাপারটা বাতিল হয়ে যাচ্ছে। কার্ল রিডল কীভাবে যোগাড় করেছে জানা নেই জনের, তবে অসম্ভব একটা কাজ করেছে—এই ক্যাম্পে নোটের প্রচলন নেই বললেই চলে।

আচমকা থামল শেরিফ, ঘাড় ফিরিয়ে জনের দিকে তাকাল। 'আমার কাছে এসেছ কেন? কে পাঠিয়েছে তোমাকে?'

'কারণটা জানো তুমি। তুমি নিজেই।'

ঘোঁৎ করে বিদঘুটে শব্দ করল জ্যাক ওয়াল্টন, বিরক্তি নাকি অসন্তোষে, বোঝা গেল না।

'আমাকে যদি ডেপুটি হিসাবে শপথ করাও,' আগ্রহী সুরে বাতলাল জন। 'আমার তো মনে হয় দারুণ হবে ব্যাপারটা। রিডলের বিরুদ্ধে দু'জন দাঁড়াতে পারব আমরা।'

স্থির দৃষ্টিতে ওকে দেখছে শেরিফ, ধীরে ধীরে সমীহ আর বিস্ময় ফুটল চাহনিতে। 'তোমাকে ডেপুটি বানাব? আমি নিজেই তো ডেপুটি।'

'জরুরি প্রয়োজনে অন্য কাউকে ডেপুটি করতে পারো তুমি, তাই না?'

'কিন্তু জরুরি অবস্থাটা কোথায়?'

'তৈরি করে নাও একটা।'

'জীবনেও বেতন পাবে না।'

'যার সেলুন থাকে, তার বেতন দরকার হয় নাকি?'

ফের পায়চারি শুরু করল শেরিফ, হঠাৎ জানতে চাইল: 'পিস্তলে তোমার হাত কেমন?'

'ভাল। বিপদে না পড়লে কি আসি এখানে?'

'ফেরারী নাকি তুমি?'

'অন্য নামে, শেরিফ। দুশ্চিন্তা কোরো না।'

ফিরে এসে ডেস্কের পিছনে নিজের চেয়ারে বসল ওয়াল্টন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল। 'একটু ভাবতে দাও। যে-জিনিস গেলাতে চাইছ, হজম করতে সময় লাগবে।'

ক্ষীণ হাসল জন। 'ভাবাভাবি শেষ হলে কী বলবে?'

হাসল শেরিফও। 'সম্ভবত হ্যাঁ-ই বলব। তবে আপাতত, না।'

উঠে দাঁড়াল জন। 'কাল আসব আবার। তার আগেই যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলো, বোর্ডিং হাউসে ডেবি গিবসনের কাছে খবরটা পৌঁছে দিয়ো। ওকে শুধু "হ্যাঁ" বললেই হবে।'

জ্যাক ওয়াল্টন নিজেই হাত বাড়িয়ে দিল। শেকহ্যান্ড করল ওরা।

ধূলিময় রাস্তায় বেরিয়ে এল জন। মনে মনে ভাবছে আসলেই শেরিফকে প্রভাবিত করতে পেরেছে কি না। কার্ল রিডল পাঠিয়েছে ওকে, এমন সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, সেক্ষেত্রে এখনই ক্রসফায়ারে ফিরে যাওয়া উচিত হবে না ওর। সাইডওঅক ধরে এগোল ও, গলির মুখে এসে থামল একটা ফ্রেইট ওয়্যাগনকে পেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিতে, ঘাড় ফিরিয়ে শেরিফের অফিসের দিকে তাকাল, দেখতে ইচ্ছুক ওয়াল্টন ওর পিছু নিয়েছে কি না। রাস্তার এপাশে নেই সে, ইতোমধ্যে হয়তো রাস্তাও পেরিয়ে গেছে। কোণে আসতে ত্রিশ গজ বেশি হাঁটতে হয়েছে ওকে।

রাস্তার ওপাশে চলে গেল জনের দৃষ্টি। হোটেলের সামনে ডজন খানেক লোকের ভিড়, কেউ ঢুকছে কেউ বেরোচ্ছে; তাদের মধ্যে একজনকে পরিচিত মনে হলো। লোকটার পরনে জীর্ণ রেঞ্জ-পোশাক,

মাথায় ধূলিমলিন কালো স্টেটসন।

ধুলোময় রাস্তায় ভিড়ের মাঝখান দিয়ে এগোল জন, মনে মনে ভাবছে এইমাত্র দেখা লোকটাকে ঠিক কোথায় দেখেছে। নিশ্চই ক্রসফায়ারের কোন খদ্দের, কারণ সেলুন ছাড়া অন্য কোথাও শহরের লোকজনকে দেখেনি ও।

তারপরই চিনতে পারল লোকটাকে। বিশালদেহী সেই হাউসম্যান, যার নাম জানা হয়নি ওর, গতরাতে বারের উপর দাঁড়িয়ে লড়াই দেখেছিল!

রাস্তা পেরিয়ে গলি ধরে এগোল ও। রাস্তার ওপাশে, ওর সমান্ত রালে এগোচ্ছে হাউসম্যান, বার দুয়েক চোরা চোখে দেখে নিল ওকে। বরখাস্ত করার সময় তাকে কী বলেছে হিরাম ডেলি, ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করে নিলে ভাল হত, আনমনে ভাবল জন। রাস্তা পেরিয়ে আরেক গলির মুখে চলে এল ও, কিন্তু ওটায় লোকজন আর চলন্ত ওয়্যাগনের ভিড় দেখে মত বদলে অন্য গলির দিকে এগোল। পরস্পরের কাছ থেকে দূরে থাকলেও, এখন যেভাবে এগোচ্ছে জন আর বিশালদেহী হাউসম্যান, একটু পর মুখোমুখি হয়ে যাবে।

গতি কমিয়ে ফেলেছে জন। হাউসম্যানও তাই করেছে। একটা ফ্রেইট ওয়্যাগনকে এগিয়ে আসতে দেখে ওটার আগেই রাস্তা পেরোনোর সিদ্ধান্ত নিল জন, দ্রুত পা চালাল।

হাউসম্যানও গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। পনেরো ফুট দূরে থাকতে বাজখাঁই স্বরে ডাকল সে: 'এই যে, তুমি!'

পাশ ফিরল জন, সরাসরি তাকাল লোকটার দিকে, তারপর গতি কমিয়ে একসময় থেমে পড়ল। হাউসম্যানও থেমে গেছে। মানুষটা বিশালদেহী, ঘাড় বলে কিছু নেই। সারা মুখে অসংখ্য ক্ষতচিহ্নের দাগ। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে সে, হুকের মত আঙুল দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে গানবেল্ট; টানটান দেহ গোড়ালি আর পায়ের আঙুলের ডগার উপর সামান্য দোল খেল।

'তোমাকে ক্রসফায়ারে দেখেছি বোধহয়,' মৃদু স্বরে বলল জন।

'হ্যাঁ, শেষবারের মত। আর দেখবে না ওখানে। আসলে কখনোই দেখতে পাবে না আমাকে, বেজন্মা!'

'হুইস্কি ছাড়া দেখছি তোমার মত ষাঁড়েরও হিম্মত হয় না,' অবিচল কিন্তু আগের মতই মৃদু স্বরে বলল জন।

'হুইস্কি খাই আর না খাই, এখানেই ফয়সালা হয়ে যাবে!'

লোকটার দাঁড়ানোর ভঙ্গি লক্ষ্য করল জন। পেশাদার বন্দুকবাজের মত। শীতল অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল ওর শিরদাঁড়ায়। বহুবার এ-ধরনের লোকের মুখোমুখি হয়েছে, কিন্তু প্রতিবার অনুভূতিটা নতুন মনে হয়। আদপে সে পেশাদার বন্দুকবাজ কি না, সেটা জানার একটাই উপায়। এসপার-ওসপার করে ফেলা।

খানিকটা বামদিকে পাশ ফিরল জন, ফলে ওর ডানে পড়ে গেল হাউসম্যান, ফলশ্রুতিতে টার্গেট হিসাবে নিজেকে অপেক্ষাকৃত ছোট বানিয়ে ফেলেছে। 'মুখে বললেই তো হলো না!' হালকা সুরে বলল ও। হাউসম্যানের হাতে ওর নজর, দেখল বেল্ট থেকে সরে গেছে তার আঙুল। তারপর বিদ্যুৎ খেলে গেল, মুহূর্তের ব্যবধানে ডান হাতে উঠে এল ভয়াল দর্শন একটা কোল্ট।

ততক্ষণে বসে নেই জন। ড্র করেছে। চকিতে ডান হাতে উঠে এল একটা পিস্তল। নিশানা করার সময় নেই, তাই কব্জির মোচড়ে উঁচু করল পিস্তলের নল, তারপর কোমরের কাছ থেকে ট্রিগার টেনে দিল।

হোলস্টার থেকে পিস্তল মুক্ত হয়েছে, ঠিক এসময় বুকে বুলেটের ধাক্কায় টলে উঠল বিশালদেহী। রিফ্লেক্সবশত গুলি করল সে, কিন্তু কয়েক হাত দূরে মাটিতে বিঁধল খুনে সীসা। পিছনে হেলে পড়ল হাউসম্যানের দেহ, তারপর দড়াম করে আছড়ে পড়ল ধূলিময় রাস্তায়।

এগিয়ে গেল জন। কাছ থেকে ভূপতিত হাউসম্যানকে দেখল। মাথা এক পাশে হেলে পড়েছে তার, ফলে ধুলোর স্পর্শ পাচ্ছে ডান গাল। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিল সে, যেন ফুঁপিয়ে উঠল, শেষে একেবারে নিথর হয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে থাকল জন। যুগপৎ রাগ আর বিতৃষ্ণা অনুভব করছে।

এমন সর্বনাশা জেদ বা বিদ্বেষের কোন মানে হয়?

আশপাশে ভিড় বাড়ছে, গুলির শব্দ শুনে মূল রাস্তা থেকে দৌড়ে আসছে লোকজন। মুহূর্ত কয়েকের মধ্যে ছোটখাট ভিড়ের মধ্যে দেখা গেল শেরিফ জ্যাক ওয়াল্টনকে। জনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময় ফুটে উঠল তার মুখে, তারপর আচমকা গম্ভীর হয়ে গেল সে। দৌড়ে হাউসম্যানের কাছে চলে এল, হাঁটু গেড়ে বসে পরীক্ষা করল লোকটাকে। 'হয়েছে কী?' উঠে দাঁড়িয়ে জনের উদ্দেশে জানতে চাইল শেরিফ।

'তোমার অফিস থেকে বেরোনোর পর আমাকে অনুসরণ করে ও,' জবাবে বলল জন। 'তারপর এখানে এসে মুখোমুখি হয়।'

'তোমার কাছে যে টাকা আছে, তা আমি জানি। কিন্তু এই ব্যাটা জানল কীভাবে?'

'উঁহুঁ, এটা অন্য ব্যাপার। ও ভেবেছিল আমার কারণেই ক্রসফায়ারে ওর চাকুরি গেছে।'

'আচ্ছা! এমন একটা কথা শুনেছিলাম অবশ্য।' ভিড়ের দিকে ফিরল শেরিফ। 'কেউ দেখেছ ঘটনাটা?'

'আমি দেখেছি,' বলল একজন। 'মরা লোকটা ওকে থামতে বাধ্য করে এখানে। দু'জনের মধ্যে কী কথা হয়েছে শুনিনি, তবে দেখলাম আগে মরা লোকটাই পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল। কিন্তু দ্রুতে হারাতে পারেনি একে। ব্যস, এই হচ্ছে ঘটনা।'

'আর কেউ দেখেছ?'

'আমিও দেখেছি, জ্যাক,' ভিড়ের কিনারা থেকে বলল বুড়ো এক মাইনার। 'ও যা বলেছে, তাই সত্যি।'

নড করে মাইনারের দিকে ফিরল ওয়াল্টন। 'অ্যামেস, সেল ব্লকের ভিতরে একটা স্ট্রেচার পাবে। দয়া করে ওটা নিয়ে এসো তো।'

এবার জনের মুখোমুখি হলো সে। বিশালদেহী হাউসম্যানের লাশের দিকে ইশারা করে বলল, 'যদ্দূর শুনেছি ওর সঙ্গে আরও তিনজনের চাকুরি গেছে। অন্যরাও যদি এর মত খেপে গিয়ে থাকে, তা

হলে কপালে খারাবি আছে তোমার। সাবধানে থেকো।'

নড় করল জন। 'আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনছ নাকি?'

ক্ষীণ হাসল শেরিফ। 'আত্মরক্ষার খাতিরে গুলি করেছ তুমি। ব্যস, চুকে গেছে ঝামেলা। যেখানে ইচ্ছে যেতে পারো।' জনকে জায়গা দিতে ভাগ হয়ে গেল ভিড়ের লোকজন। 'হয়েছে, মজা শেষ,' কৌতূহলীদের উদ্দেশে বলল ওয়াল্টন। 'এবার যার যার কাজে যাও।'

গলি ধরে এগোল জন, বোর্ডিং হাউসের পোর্চে উঠে এল। কয়েকটা চেয়ার রয়েছে এখানে। একটায় বসে পড়ল ও। রাস্তার লোকজন সরে যাওয়া পর্যন্ত এবং হাউসম্যানের লাশ সরিয়ে নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, তারপর কার্ল রিডলের সঙ্গে দেখা করবে। ভিতরে গিয়ে ডেবি গিবসনকে ঘটনাটা ব্যাখ্যা করতে ইচ্ছে করছে ওর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাটা বাতিল করে দিল। ব্যাখ্যা করার আছেই বা কী? আত্মরক্ষার খাতিরে গুলি করেছে ও, তার আগে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। দুপুরের খাবারের সময় বোর্ডারদের যে-কারও কাছ থেকে এমনিতেও ঘটনাটা জানতে পারবে ডেবি।

চেয়ারে বসে থেকে নিজের অজান্তে বিষণ্ণ হয়ে পড়ল জন। ঘটনাপ্রবাহ পছন্দ করতে পারছে না। নিতান্ত অনিচ্ছায় কিছু কিছু কাজ করতে হচ্ছে। বেনিঙে আসার পরের ঘটনাগুলোয় স্রেফ পরিস্থিতির শিকার হয়েছে ও, বাধ্য হয়ে অংশগ্রহণ করেছে, মনের কোন সায় ছিল না। যে-জন্য এখানে আসা, সেই উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হতে চলেছে প্রায়, মাঝে মধ্যে সংশয়েও পড়ে গেছে। কিন্তু দায়িত্বটা ভুলে গেলে চলবে না: আইনের হাতে তুলে দিতে হবে কার্ল রিডলকে।

অগ্রগতি কি হয়েছে? উঁহুঁ। তেমন নয়। প্রথম রাতে যেখানে ছিল, বলা যায় সেখানেই রয়ে গেছে এখনও। উল্টো কার্ল রিডল সম্পর্কে কিছু সময়ের জন্য দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছিল।

একটু আগের শোডাউনের ঘটনা ওর পরিকল্পনার মধ্যে ছিল না; তবে ঘাড়ের উপর মাথাটা তো আস্ত রাখতে হবে, নিজের হয়ে মনে মনে সাফাই গাইল জন। এটা সত্যি যে কার্ল রিডলের আস্থা অর্জন

করতে পেরেছে ও, কিন্তু চারদিনে অগ্রগতি বা সাফল্য ওই একটাই।

ভিড় আলগা হয়ে গেছে দেখে উঠে দাঁড়াল জন, ওঅকওয়ে ধরে গলিতে চলে এল, ওখান থেকে ক্রসফায়ারের পিছনের রাস্তায়। শূন্য রাস্তা দেখে নিশ্চিন্ত হলো ও, চট করে সেঁধিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

করিডরে বডিগার্ডদের উপস্থিতির মানে হচ্ছে অফিসে কারও সঙ্গে একান্ত আলাপে ব্যস্ত কার্ল রিডল। জন সামনে যেতে ওর হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে নিল এক গার্ড। 'আমার কথা বলো ওকে,' আরেক গার্ড, লেফটির উদ্দেশে বলল জন।

'বলছি,' উত্তর দিল সে। 'জরুরি এবং গোপন বিষয়ে আলাপ করছে বস্।'

'সবকিছুই গোপন,' ঘুরে হিরাম ডেলির অফিসের দিকে এগোল জন। ভিতরে নেই কেউ। ডেস্কের মুখোমুখি আর্মচেয়ারে বসে পড়ল ও, আনমনে ভাবছে রাস্তার শোডাউনের কথা লেফটি জানে কি না; সেক্ষেত্রে, এতক্ষণে কার্ল রিডলও জেনে গেছে।

খবরটা শুনে কী প্রতিক্রিয়া হবে ক্রসফায়ার মালিকের?

স্বয়ং কার্ল রিডলই উপস্থিত হলো কামরায়। ঘামে ভিজে গেছে তার ক্যালিকো শার্ট, বোঝা যায় গরম থেকে সেলুনের ভিতরটাও রেহাই পায়নি। জনকে ক্ষণিকের জন্য নিরীখ করল সে, স্মিত হেসে ডেস্কের পিছনে হিরাম ডেলির চেয়ারে গিয়ে বসল।

'শুনলাম পিট বার্নেট তোমাকে চেপে ধরেছিল?'

'ওটাই তা হলে ওর নাম? ওদের কার নাম কী, জানা হয়নি আমার।'

নড করল রিডল। 'যাক্গে, মাইনারদের কাজ কমিয়ে দিয়েছ তুমি,' সামনে ঝুঁকে এল সে। 'ওয়াল্টনের কথা বলো এবার।'

শেরিফের সঙ্গে কথাবার্তার বিশদ বিবরণ দিল জন। শেষে পকেট থেকে নোটের বাণ্ডিল বের করে ডেস্কের উপর রাখল। ভুরু কুঁচকে ওকে দেখল সে, তারপর ড্রয়ারে রেখে দিল টাকাগুলো।

'শুনে তো মনে হলো তোমার সঙ্গে পার্টনারশীপে নতুন একটা

সেলুন খাড়া করবে ও। তোমার কাছে কী মনে হলো?'

'হ্যাঁ।'

উঠে দাঁড়াল রিডল। 'আমার সঙ্গে এসো, জন।'

ক্রেসফায়ার মালিকের পিছু পিছু করিডরের ওপাশে, রিডলের অফিসে ঢুকল জন। ডেস্কের এপাশে তিনজন লোক বসে আছে। নিচু স্বরে কথা বলছিল পরস্পরের মধ্যে, রিডল কামরায় ঢোকা মাত্র আলাপ থেমে গেল, উঠে দাঁড়াল সবাই। পলকের নিরীখে তাদের দেখে নিল জন—দু'জন শহুরে ব্যবসায়ী, পেশার খাতিরে ঘরবন্দী এরা, রোদ বা ঝড়বৃষ্টির দুর্ভোগ পোহায় না তেমন। তৃতীয়জনের পরনে সাধারণ পোশাক, বুটে লেগে থাকা কাদা দেখে জনের সন্দেহ হলো লোকটা খনির সঙ্গে জড়িত।

ডেস্কের ওপাশে চলে গেল কার্ল রিডল, আঙুল তুলে ইশারা করল জনকে। 'হ্যান্ডশেক করা যাবে না, বয়েজ, জনের হাতে জখম আছে।' তারপর একই আঙুল নামিয়ে মাইনারকে নির্দিষ্ট করল সে। 'জন, এ হচ্ছে জে মিলার। *কনসলিডেটেড* খনির প্রতিনিধি।' মাঝখানের লোকটার দিকে সরে গেল আঙুল। 'হাঙ্ক লুইস, আমার হয়ে স্টোরটা চালায় ও।' শেষজনকে দেখিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল সে। 'আর ও হচ্ছে বেন লুড্লো। *লাকি লেডি*-র ট্রেজারার।' তারপর তিনজনের উদ্দেশে বলল: 'আর এ হচ্ছে আমাদের জন ক্যালকিন।'

সবাই নড করল, পাল্টা মাথা ঝাঁকাল জন।

'এই তিন ভদ্রলোক আমাদের টাউন কাউন্সিলের সদস্য, জন,' বলে গেল কার্ল রিডল। 'মেয়র থাকলে শতভাগ উপস্থিতি হত, কিন্তু প্রসপেক্টিং করতে শহরের বাইরে গেছে ও। অবশ্য ও থাকলেও কিছু যেত-আসত না, ভোটাভুটিতে হেরে যেত।'

স্মিত হাসল তিন কাউন্সিলম্যান। এদিকে বলে চলেছে রিডল, 'শহরের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা। মার্শালকে নিয়োগ দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে কাউন্সিলের। কাউন্টি থেকে নিযুক্ত শেরিফ আসায় মার্শাল রাখার প্রয়োজন মনে করিনি আমরা, তাই

কয়েক বছর আগে তাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু একজনকে দরকার হয়ে পড়েছে এখন। কাজটা যদি নিতে রাজি থাকো, জন, তা হলে তুমিই হবে বেনিঙের নতুন মার্শাল।'

সবিস্ময়ে চারজনকে দেখছে জন। 'মাত্র চারদিন হলো এখানে এসেছি আমি!' শেষে বলল ও।

'তাতে বরং ভালই হয়েছে,' যুক্তি দেখাল রিডল। 'তুমি যেহেতু কাউকে ভাল করে চেনো না, তাই কাউকে পক্ষপাতিত্বও করবে না।' জনকে আপত্তি করার সুযোগ দিল না সে, কাউন্সিলম্যানদের উদ্দেশে বলল: 'কয়েকটা দিন সময় দিতে হবে জনকে, আশা করি গুছিয়ে নেবে ও। আর আমি ওকে দেব কয়েকটা উপদেশ। যাক্‌গে, তোমাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ, বয়েজ।'

কাউকে কোন সুযোগ দিতে নারাজ রিডল, কেউ সুযোগ নেওয়ার চেষ্টাও করল না। একে একে উঠে দাঁড়াল সবাই, বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

'বসো, জন।'

একটা চেয়ারে বসল জন। 'ওরা কি সিরিয়াস?'

'অবশ্যই, কারণ আমি সিরিয়াস। ওদের একজন আমার চাকুরি করে, অন্য দু'জন আমার কাছে অন্যভাবে ঋণী।'

'তারমানে তুমি নিজেই পছন্দমত মার্শাল নিয়োগ করছ?'

'এছাড়া কীভাবে ওয়াল্টনের সেলুন তৈরি ঠেকাব?'

'এক্ষেত্রে কী করতে পারবে মার্শাল?'

'নিয়োগ পাওয়া মাত্র শহরের কর্তৃত্ব পেয়ে যাবে মার্শাল। শেরিফের কর্তৃত্ব আসলে শহরের বাইরে। কাউন্টিতে। কাউন্সিলের তৈরি নতুন একটা আইন বলবৎ করবে তুমি। ওতে বলা হবে শহরের কোন সেলুনে পতিতাদের রাখা যাবে না। কোর্টে বেশ্যাদের বোধহয় এটাই নাম। ওয়াল্টনের যখন এত খায়েশ, বানাক সেলুন, কিন্তু মেয়েদের রাখতে পারবে না। মেয়ে না থাকলে ছয় মাসের মধ্যে ব্যবসায় লাল বাতি জ্বলবে ওর। ও যদি বেতাল কিছু করে, আমার

ছেলেরা সব ধরনের সাহায্য করবে তোমাকে। কেমন মনে হচ্ছে প্ল্যানটা?'

কার্ল রিডলের কথা শুনছে জন, একইসঙ্গে মাথাটাও চলছে ওর। কাজটা যদি নেয়, রিডলের এত কাছাকাছি থাকতে পারবে, বলা যায় তার পকেটেই হবে ওর বসবাস। এমন সুবর্ণ সুযোগ আর আসবে না। হবেও না। চাইলেই একান্তে কথা বলতে পারবে রিডলের সঙ্গে। সেক্ষেত্রে, আরেকটা ব্যাপার অস্বীকার করার উপায় নেই, ও-ই হয়ে যাবে ক্রসফায়ার মালিকের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বডিগার্ড।

'শুনে তো ভালই মনে হচ্ছে,' শ্রাগ করে বলল জন। 'জীবনে সব কাজই করেছি, শুধু এটা বাকি ছিল।'

হেসে উঠল কার্ল রিডল। হাতের ডান পাশের ড্রয়ার খুলে কী যেন বের করল, তারপর ডেস্কের উপর ছুঁড়ে ফেলল সেটা।

একটা ব্যাজ।

'আমাকে শপথ করাবে কে?'

রিডলের হাসি আরও চওড়া হলো। 'বেন লুডলো। আপাতত মেয়রের দায়িত্বে আছে ও। শপথের কাজ কিন্তু শেষ হয়ে গেছে, বলা মাত্র একবাক্যে রাজি হয়ে গেল ও।' ডেস্কের উপর ঝুঁকে এল সে, ব্যাজটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল জনের উদ্দেশে। ওটা লুফে নিল জন। 'এটা বুকে এঁটে এখান থেকে বেরোবে তুমি। লোকজন যত আগে তোমার নতুন চাকুরির খবর জানবে, ততই মঙ্গল।'

শার্টের উপর ব্যাজটা আঁটল জন, নিজেকে বেকুব মনে হচ্ছে। মার্শাল হিসাবে কিছু দায়িত্ব রয়েছে ওর—সেগুলোর গুরুত্ব যত কমই হোক—এবং কাজ শুরুর আগে একাধিক সাক্ষীর উপস্থিতিতে শপথ নেওয়া উচিত। অথচ এখানে যেটা ঘটেছে, স্রেফ আইনের অবমাননা বলা চলে।

'একটা কথা, জন,' হঠাৎ মনে করিয়ে দেওয়ার সুরে বলল কার্ল রিডল। 'নতুন একটা আইন পাস করেছে কাউন্সিল। জ্যাক ওয়াল্টনের সঙ্গে দেখা করার সময় আইনটা ওকে জানাবে তুমি, প্রয়োগও করবে।'

'আইনে কী আছে?'

স্মিত হাসল সে। 'ওটা এরইমধ্যে ছাপাও হয়ে গেছে। বিকালে তোমার কপি পেয়ে যাবে।'

নড করল জন। 'আমার অফিস হবে কোথায়?'

'গলিমুখো স্টোরের পিছনের একটা কামরা পরিষ্কার করছে হাঙ্ক লুইস। রাস্তা থেকে কয়েক কদম দূরে ওটা। দালানের কোণে সাইনবোর্ড বসিয়ে দেবে ও, যাতে সবার চোখে পড়ে। বিকালের মধ্যে ডেস্ক আর কয়েকটা চেয়ার পৌঁছে যাবে। কাল নাগাদ ওয়ারেন্ট ফর্মও ছাপা হয়ে যাবে। বিকালে ম্যাপ নিয়ে সার্ভেয়ারের কাছে যাব আমি, শহরের সীমানা নির্দিষ্ট করে দেবে সে।'

'কাউকে জেলে রাখার দরকার হলে সেল পাব কোথায়?'

'কাউন্টির সেল ব্যবহার করবে। আমরা তো কাউন্টির মধ্যে আছি, তাই না? কেউ যদি শহরে গ্রেফতার হয়, সেটা কাউন্টির আওতাভুক্ত হবে। আর কিছু?'

মাথা নাড়ল জন।

'শহরে ঘুরে-ফিরে নিজের চেহারাটা দেখিয়ে নাও, জন,' উঠে দাঁড়াল কার্ল রিডল। 'কেউ যদি ব্যাজ সম্পর্কে জানতে চায়, বোলো কাউন্সিল দিয়েছে ওটা। আবেদন করোনি তুমি, বরং কাউন্সিলের দেওয়া অফার গ্রহণ করেছ।

হাত বাড়িয়ে দিল রিডল, সহাস্যে বলল: 'অভিনন্দন, মার্শাল।'

শেকহ্যান্ড করল ওরা। নিজের মধ্যে খানিকটা অনিচ্ছা আবিষ্কার করল জন, গোপন ষড়যন্ত্রের একটা অংশ মনে হচ্ছে নিজেকে। ঘুরে দরজার দিকে এগোল ও।

'আরেকটা কথা, জন,' পিছন থেকে বলল ক্রসফায়ার মালিক। 'মনে রেখো, ব্যাজ পরলেও কিন্তু বুলেটপ্রুফ হয়ে যায় না কেউ।'

'তোমার সাবেক হাউসম্যানদের ব্যাপারে সতর্ক করছ?'

'হ্যাঁ।'

করিডরে এসে থামল জন। যে-বডিগার্ড ওর পিস্তল নিয়েছিল, তার

দিকে এগোল। কিছু বলতে হলো না, এমনিতে পিস্তল এগিয়ে দিল লোকটা, মাঝপথে দেখতে পেল জনের বুকে সাঁটা ব্যাজ। 'কী ওটা?' বিস্মিত স্বরে জানতে চাইল সে।

পিস্তল নিল জন। 'পড়তে পারে, এমন কাউকে খুঁজে নাও,' বলল ও। অন্য তিনজনের দিকে ফিরে বলল, 'এরপর থেকে আর আমার পিস্তল ছোঁবে না কেউ।'

স্থির দৃষ্টিতে ব্যাজের দিকে তাকিয়ে থাকল চারজন, তারপর পরস্পরের দিকে তাকাল। এদিকে খরদুপুরের রৌদ্রোজ্জ্বল রাস্তায় বেরিয়ে এল জন।

পেটে খিদে। কোথায় খাবে, ভাবছে ও। ডিনারের সময় পেরিয়ে গেছে প্রায়। বোর্ডিং হাউসের ডাইনিংরূমে দেরি করে ঢোকা ঠিক হবে না। বোর্ডার বা ডেবি কিংবা ওর খালার কাছে মনে হতে পারে ঝলমলে ব্যাজটা সবাইকে দেখানোর জন্য দেরি করে এসেছে জন। দৃষ্টিকটু হবে ব্যাপারটা। তারচেয়ে বরং অন্য কোথাও খেয়ে নেবে। বিকালের মধ্যে ওর নতুন চাকুরির খবর এমনিতে সবার কানে পৌঁছে যাবে। অবশ্য বোর্ডিং হাউসে ঢোকার আগে ব্যাজটা খুলে নিলেও চলে।

কিন্তু আগে-পরে ঠিকই এদের মুখোমুখি হতে হবে। সেক্ষেত্রে, যত দ্রুত ব্যাপারটা ঘটবে, ওর জন্য ততই স্বস্তিকর হবে।

ওঅকওয়ে ধরে এগোল ও, বাড়িতে ঢুকল। দেয়ালের হুকে হ্যাট রেখে ডাইনিংরূমে পা রাখল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে শূন্য চেয়ার খুঁজছে, টের পেল একেবারে নীরব হয়ে গেছে পুরো কামরা, খাওয়া থামিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সবাই।

'এখান থেকে পড়া যাচ্ছে না, জন,' নীরবতা ভাঙল জেফ বসওয়েল। 'কী লেখা আছে ব্যাজটায়?'

'মার্শাল,' বসওয়েলের পাশের চেয়ারের দিকে এগোল জন। বসেছে, এসময় কফিপট হাতে রান্নাঘর থেকে কামরায় ঢুকল ডেবি। সামান্য হাসল মেয়েটি, ব্যাজটা চোখে পড়তে তৎক্ষণাৎ হাসিটা উধাও হয়ে গেল মুখ থেকে।

'আনকোরা নতুন এক লম্যানকে পেয়ে গেছি আমরা, ডেবি,' শুকনো স্বরে বলল মুদ্রাকর।

দাঁড়িয়ে পড়েছে ডেবি, দৃষ্টি ব্যাজের উপর। 'ওটা···কোথায় পেলে ওটা, জন?'

'টাউন কাউন্সিল দিয়েছে,' ছোট্ট জবাব দিল জন, বসওয়েলের দিকে ফিরে বলল, 'মাংসটা দাও তো, জেফ।'

'ইয়েস, *স্যার,*' বিদ্রূপের সুরে বলল সে।

বৌল থেকে মাংস নিচ্ছে জন, এসময় মুদ্রাকর বলল: 'বোঝা গেল, তোমার কারণে ডিনারের আগেই ওয়ারেন্ট ফর্ম ছাপানোর নির্দেশ পেয়েছি বসের কাছ থেকে।'

'তাই হবে,' অলস সুরে জবাব দিল জন। কফি ঢালতে ব্যস্ত ডেবিকে দেখছে ও।

সবার কাপে ঢালার পর জনের দিকে তাকাল মেয়েটি, দেখল ওকেই দেখছে জন, সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি সরিয়ে নিল ডেবি।

ডাইনিংরূমে স্বাভাবিক কথাবার্তা শুরু হয়েছে আবার। খাওয়া শেষ করে কেউ কেউ চলেও গেল।

দ্বিতীয় কাপ নিল বসওয়েল, ডেবি জনের কাপ ভরে দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। মেয়েটি শুনতে পাবে না এমন দূরত্বে চলে যেতে নিচু স্বরে বলল, 'গতরাতে রিডলের ব্যাপারে সুপারিশ করেছিলাম তোমাকে। যাক, আমার পরামর্শ নিয়েছ বলে খুশি হলাম।'

মুদ্রাকরের কণ্ঠের সন্তুষ্টি ত্যক্ত করে তুলল জনকে, ভিতরে ভিতরে রাগ অনুভব করছে ও। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল। ব্যাপারটা সহ্য করে নেওয়া উচিত, কারণ এমন তিক্ত অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে আরও হবে। 'যাই হোক,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'একটা কাজ দরকার ছিল আমার। হাউসম্যান হওয়ার চেয়ে বরং মার্শাল হওয়া ঢের ভাল।'

'পিটার বার্নেটকে খুন করে ওয়ার্ম-আপও সেরে নিয়েছ!'

'নিশ্চই,' নিরাবেগ স্বরে বলল জন। 'এ ছাড়া ওকে খুন করব কেন?'

'আচ্ছা!' বিতৃষ্ণার সঙ্গে শব্দটা উগরে দিল জেফ বসওয়েল, তারপর বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

বেশ দেরি করে এসেছে, সঙ্গত কারণেই দেখা গেল সবার খাওয়া শেষ এবং টেবিলে একা রয়েছে জন। অবশ্য ডেবি রয়েছে, দুই টেবিলের এঁটো বাসনকোসন গোছাচ্ছে মেয়েটি। বসওয়েলের থালা সরিয়ে নেওয়ার সময় জনের কাছাকাছি এল, কিন্তু কেউই কথা বলল না ওরা। জনেরটা ছাড়া সব থালা সরিয়ে নেওয়ার পর কফিপট নিয়ে ফিরে এল ডেবি। 'কফি লাগবে?'

'না, ধন্যবাদ। বসো, ডেবি।'

টেবিলে বসে কফিপট নামিয়ে রাখল মেয়েটা।

'বলে ফেলো,' মেয়েটির দিকে না তাকিয়েই বলল জন।

'শুনলাম রাস্তায় গানফাইটে এক লোককে খুন করেছ তুমি।'

এবার তাকাল জন। 'লোকটা কে, সেটা শুনেছ?'

'বার্নেট নামে কেউ। কী কারণে ওকে গুলি করতে হলো তোমার?'

পিটার বার্নেট সম্পর্কে জানাল জন, বরখাস্ত হাউসম্যানের খেপে ওঠার কারণও বলল।

নির্বিকার মুখে শুনে গেল ডেবি, জনের কথা শেষ হওয়ার পর বলল, 'ওকে খুন না করলে কি চলত না?'

উপায় ছিল না, ব্যাখ্যা করল জন, কারণ ওর আগেই ড্র করেছিল পিটার বার্নেট। সময় নিয়ে নিশানা করার সুযোগ ছিল না, ঝটপট কোমরের কাছ থেকে যে-গুলিটা করেছে, আহত না হয়ে মারা গেছে বার্নেট।

ডেবির মুখ দেখে মনে হলো না সন্তুষ্ট হয়েছে-জনের ব্যাখ্যায়। 'একটা কথা, জন, বার্নেট খুন হওয়ার পর তোমাকে মার্শাল বানিয়েছে কাউন্সিল, নাকি ওই ঘটনার আগেই?'

'পরে।'

'বোঝা গেল,' মন্তব্যের সুরে বলল ডেবি। 'পিস্তলের দক্ষতা দেখে তোমাকে ভাড়া করেছে ওরা।'

আচ্ছা গ্যাড়াকলে পড়েছি, তিক্ত মনে ভাবল জন। সত্য বলতে পারছে না, অথচ অযথা বদনামের ভাগীদার হচ্ছে; কিন্তু সবকিছু খুলে বললেও সমস্যা আছে। নির্ঘাত বেফাঁস বলে দেবে ডেবি।

কার্ল রিডলের হয়ে জ্যাক ওয়াল্টনের সেলুন তৈরির পরিকল্পনা বানচাল করাই ওর মূল উদ্দেশ্য—এটাই হচ্ছে বড় সত্যি। কিন্তু বলতে পারছে না জন, তা হলে এরচেয়ে বড় গ্যাড়াকলে পড়ে যাবে। তারচেয়ে বরং অসন্তুষ্ট আর সন্দিহানই থাকুক ডেবি।

'হতে পারে,' শেষে বলল ও। 'তবে গানফাইটে একজনকে খুন করলেই কেউ গানফাইটার হয়ে যায় না।'

'রিডল্ তোমাকে কাজটা দিয়েছে?'

বেনিঙে আসার পরপরই, কার্ল রিডলের লোকজনের ধাওয়া খেয়ে ডেবির কামরায় ঢুকে পড়েছিল ও, সমূহ বিপদ থেকে ওকে উদ্ধার করেছিল মেয়েটি; তখনই শপথ করেছিল মূল মিশনের ক্ষতি না হলে মিথ্যে বলবে না ডেবির সঙ্গে। যা বলবে এখন, আংশিক মিথ্যা হবে, কারণ শর্তটা টিকিয়ে রাখা যাচ্ছে তাতে। 'এক হিসাবে তাই বলা যায়। তুমি জানো, ও বলেছিল আমার জন্য অন্য একটা কাজের ব্যবস্থা করবে। এটাই হচ্ছে সেই কাজ।'

রাগ ফুটে উঠল ডেবির চোখে। 'কাজ বটে! বিনিময়ে তোমার কাছ থেকে কী ফেভার চাইবে সে?'

এবার নির্জলা মিথ্যে বলা ছাড়া উপায় নেই! 'জানি না আমি।'

'ঠিকই জানো তুমি,' সোজাসাপ্টা বলল ডেবি। 'গত পাঁচ বছরে এখানে কোন মার্শাল ছিল না কেন? মাত্র তিনদিন হলো তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে রিডলের, অথচ টাউন কাউন্সিলের কাছে তোমার ব্যাপারে সুপারিশ করেছে সে। কোন্ স্বার্থে? কী লুকাচ্ছ তুমি, জন? আরেকটা কথা, তুমি আসলে কে?'

'যা দেখছ, তাই।'

'কী দেখছি? বুদ্ধিমান সাহসী দৃঢ়চেতা একজন মানুষ, অথচ খারাপ লোকের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, সে নিজেও খারাপ হয়ে যেতে তৈরি।'

ঠিকই দেখেছে মেয়েটা, আনমনে ভাবল জন। কার্ল রিডলের সঙ্গে ওর গোপন ব্যাপার-স্যাপারের আলোকে ডেবির মন্তব্যকে বরং ভদ্র ও রুচিকরই বলা যায়।

'তোমাকে আগেও বলেছি, ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমাকে দিয়ে কেউ কিছু করিয়ে নিতে পারবে না। আমি যে দক্ষ, সৎ মার্শাল হব না, এত নিশ্চিত হচ্ছ কী করে?'

'কারণ যারা তোমাকে নিয়োগ দিয়েছে, এরা প্রত্যেকে কার্ল রিডলের পোষা লোক। তুমি রিডলের অনুগত না হলে তোমাকে নিয়োগ দিত না ওরা।'

'দেখতে পাবে আমি ওর অনুগত কি না।'

'অনুগতই তো! নইলে কেন ব্যাজটা পরবে!'

'তুমি চাও বাড়ি ছেড়ে চলে যাই আমি, ডেবি?'

হতচকিত দেখাল মেয়েটিকে, তারপর দ্রুত নিজেকে সামলে নিল। 'চলে যেতে চাইছ?'

'না, এখানেই ভাল লাগছে আমার। লোকজনও মন্দ নয়। খাবার ভাল। কামরাটাও পছন্দ আমার। আর সবচেয়ে বেশি পছন্দ তোমার উপস্থিতি।'

দীর্ঘক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। হঠাৎ জনের বোধোদয় হলো কী বলেছে। লাল হয়ে গেছে ডেবির চোখ-মুখ।

'থাকা-খাওয়ার জন্য একটা জায়গা দরকার তোমার,' উঠে দাঁড়িয়ে নিরাবেগ, চাঁছাছোলা স্বরে বলল ডেবি। 'আর আমাদের দরকার টাকা। ইচ্ছে হলে চলে যেতে পারো, কিন্তু এটা মনে কোরো না যে আমরা চাই চলে যাও তুমি। আমি...আমি এমনকী খালাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে তোমার ব্যাপারে মাথা ঘামাব না।'

ডেবির দিকে তাকাল জন, হাসল। 'যদি মাথা ঘামাও, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে চলে যাব আমি।'

বিব্রত হাসি ফুটল মেয়েটির মুখে, হাত বাড়িয়ে জনের এঁটো বাসন আর কাপ তুলে নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল

জন, কিন্তু ডেবি ফিরে না আসায় নিজের কামরায় চলে এল। আপাতত এখানেই থাকবে, ভাবছে ও, তবে নিকট ভবিষ্যতে হয়তো কার্ল রিডলের কাছ থেকে এমন কোন নির্দেশ পাবে যার কারণে চলে যেতে হবে। অভিজ্ঞতাটা কষ্টের হবে, কারণ এখানকার ঘরোয়া পরিবেশ সত্যিই ভাল লাগছে ওর।

বিছানায় বসে হাত থেকে ব্যান্ডেজ খুলল ও। মনে মনে ডেবির কথাগুলো ভাবছে। কেন বেফাঁস কথাটা বলে ফেলল–এখানে যা কিছু আছে, তার মধ্যে ডেবিকেই বেশি পছন্দ ওর? সস্তা তোষামোদ, নাকি ওকে চলে যাওয়ার অনুরোধ যাতে না করে, সেটা ঠেকানোর জন্য এক ধরনের নিশ্চয়তা? মনে হয় না, ধারণাটা বাতিল করে দিল জন, কারণ মেয়েটির স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিক বন্ধুত্ব ছাড়া বেনিঙে দিনগুলো সুখকর হত না ওর, হত একঘেয়েমি এবং বিপজ্জনক একাকীত্বে ভরা। তবে এও ঠিক, বেশিদিন থাকা যাবে না এখানে। হয়তো অচিরেই ডেবি গিবসনের বন্ধুত্ব বা সঙ্গ বিসর্জন দিতে হবে।

ব্যান্ডেজ খোলা হয়ে যেতে দু'হাত নিরীখ করল জন। ফোলা নেই, চামড়ার ক্ষতও শুকাতে শুরু করেছে। ব্যান্ডেজ ছাড়াই চলবে, স্বস্তির সঙ্গে উপলব্ধি করল ও। সেদিন ষণ্ডা হিসাবে ওর নাম লিখিয়ে ছেড়েছে এরা, আর আজ সকালে শোডাউনের সময় পিটার বার্নেট এই বিক্ষত হাতের উপর বাজি ধরেছিল, ভেবেছিল ক্ষিপ্র গতিতে ড্র করতে পারবে না জন।

তবে এখন থেকে, কেউ আর ওরকম বাজি ধরতে পারবে না।

আট

হাঙ্ক লুইসের স্টোরে, নতুন অফিসে দুপুরের পর গেল জন ক্যালকিন। ইচ্ছে করে একটু দেরি করেছে। সরাসরি গেলে স্টোরের ভিতর দিয়ে ঢুকতে হবে, তা করল না জন, হোটেলের একটু দূরে রাস্তার একই পাশে স্টোরটা, বড়জোর এক ব্লক দূরে। সাইড স্ট্রিট ধরে গলিতে ঢুকে পড়ল ও। কার্ল রিডল ঠিকই বলেছে, দালানের পিছনের কোণ থেকে অফিসটা মাত্র কয়েক ফুট দূরে, গলির একেবারে মুখে। দরজায় তালা নেই। ভিতরে পা রাখল ও।

বহুল ব্যবহৃত রোল-টপ ডেস্কের উপর একটা লণ্ঠন, টেবিলের অবস্থান দুই জানালার মাঝখানে। জানালা দুটো দুই রাস্তার দিকে উন্মুক্ত, তবে এ-মুহূর্তে ব্লক দিয়ে বন্ধ করা। জন অনুমান করল লুট আর ভাঙচুর ঠেকাতে ব্লক খাড়া করা হয়েছিল; তবে কার্যকরী যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। চামড়ায় মোড়া সোফা রয়েছে গলি-সংলগ্ন দেয়ালের পাশে, পিঠ উঁচু একটা চেয়ার রয়েছে ডেস্কের বাম দিকে, আর ডান দিকে রয়েছে আরামদায়ক আর্মচেয়ার। বিস্ময়কর হলেও, কামরার মেঝেয় বর্গাকৃতির মেক্সিকান লাল টাইল। ডেস্কের পিছনে হাতলঅলা সুইভেল চেয়ার। সাদা চুনকাম করা এক দেয়ালে একটা ক্যালেন্ডার ঝুলছে, পেতলের পিকদানি রয়েছে ডেস্কের পাশে। সবকিছুতে অযত্ন আর বহুল ব্যবহারের ছাপ।

দেয়ালের আঙটার সঙ্গে হ্যাট ঝুলিয়ে রাখল জন, ডেস্কের কাছে এসে সব ড্রয়ার পরীক্ষা করল। স্টোরমুখী দরজায় করাঘাত হলো।

জন উত্তর দেওয়ার আগেই দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল মাঝবয়সী এক লোক, বগলের নীচে একটা বাক্স, সরাসরি ডেস্কের দিকে এগিয়ে এল সে।

'আমার নাম অস্কার উইগিন,' জনকে পেরিয়ে যাওয়ার সময় বলল সে। ফর্ম আর মোটা মোটা হরফে লেখা নোটিশের বাণ্ডিল ভরা বাক্সটা রাখল ডেস্কের উপর। 'এটা খালাস করতে এলাম।' ঘুরে হাত বাড়িয়ে দিল সে।

হাত মেলাল জন। জেফ বসওয়েল *ব্যানার*-এর সম্পাদক সম্পর্কে কী বলেছিল, মনে করার প্রয়াস পেল। সুঠামদেহী মানুষ সে, বয়স আনুমানিক পঞ্চাশ; ঘন চুল, নীল চোখ।

'বোসো,' আমন্ত্রণ জানাল জন। 'তুমিই প্রথম দেখা করতে এসেছ আমার সঙ্গে।'

'হয়তো তোমার জন্য সৌভাগ্য নিয়ে এসেছি আমি,' সহাস্যে, হালকা চালে বলল সাংবাদিক। আর্মচেয়ারে বসে প্রায় আসবাবপত্রহীন কামরায় নজর চালাল, তারপর জনের দিকে ফিরল, চাহনিতে চাপা কৌতূহল। 'কার্ল নির্দেশ দিল তোমার সাক্ষাৎকার নিই যেন। তুমি নাকি জেলখানায় ছিলে? নিশ্চিন্ত থাকো, *ব্যানার*-এ ছাপা হবে না খবরটা। স্রেফ কৌতূহলের কারণে জানতে চাইছি।'

'সত্যি হলে কী অসুবিধা?'

শ্রাগ করে প্রশ্নটার গুরুত্ব বাতিল করে দিল উইগিন, শার্টের পকেট হাতড়ে পেন্সিল বের করল, তারপর সদ্য ডেলিভারি দেওয়া একটা ফর্ম তুলে নিয়ে ভাঁজ করল; যেন ওটা নোট প্যাড। পুরোপুরি পেশাদারিত্বের সঙ্গে ছুঁড়ে দিল প্রশ্নটা। 'কখনও লম্যান ছিলে তুমি?'

মাথা নাড়ল জন, এগিয়ে গিয়ে ডেস্কের ওপাশের সুইভেল চেয়ারে বসে পড়ল।

'অ। তা হলে তোমার অতীত অভিজ্ঞতা কী?'

'কেউ তো এ-ব্যাপারে মাথা ঘামায়নি। তুমি ঘামাচ্ছ কেন?'

'তোমার সম্পর্কে একটা কিছু তো লিখতে হবে, বুঝতে পারছ না

কেন?'

'চারদিন আগে থেকে শুরু করো। ওটাই আমার গল্প। চাইলে জেফ বসওয়েলের সঙ্গে কথা বলতে পারো। আমার সম্পর্কে জানে সে।'

'সবই বলেছে ও। ক্রসফায়ারের এক হাউসম্যানকে পঙ্গু করেছ তুমি, তারপর তারই কাজ নিয়েছ। সেলুনে মারামারিতে এরপর দুই মাইনারকে আচ্ছামত পিটিয়েছ। হাউসম্যানরা তোমাকে সাহায্য করেনি বলে সবক'টাকে বরখাস্ত করেছে কার্ল। এদের একজন তোমাকে ফুটো করতে চেয়েছিল আজ, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে।'

'সবই দেখছি জানো তুমি।'

'এসব হচ্ছে বেনিঙে আসার পরের ঘটনা। আমি জানতে চাই এখানে আসার আগের ঘটনা।'

মাথা নাড়ল জন। 'পত্রিকায় লেখার মত কিছু নেই আমার স্টকে।' ভাল করেই জানে যতক্ষণ কার্ল রিডলের সুনজরে থাকতে পারবে, অস্কার উইগিন ওর সম্পর্কে পত্রিকায় কী লিখল তাতে কিছু যাবে-আসবে না। পোষা কাউন্সিলের জন্য বাহ্বা কুড়ানোর জন্য হয়তো ওকে নায়ক বানিয়ে ছাড়তে পারে রিডল, তেমন একটা সম্ভাবনা আছে বটে, তবে জনের সন্দেহ ওরকম কিছু ঘটবে না।

'আরে বলোই না, আমার কাছে হয়তো গুরুত্বপূর্ণ মনে হতে পারে কোন ঘটনা,' স্মিত হেসে, অনুরোধের সুরে বলল *ব্যানার* সম্পাদক। 'বলে ফেলো, সান।'

'উঁহুঁ,' গম্ভীর স্বরে উইগিনের উৎসাহে পানি ঢেলে দিল জন। 'নতুন লম্যানের ক্ষেত্রে প্রচার কম হওয়াই স্বাস্থ্যকর। খ্যাতিপাগল লোকের মুখোমুখি হতে হয় না তা হলে।'

এবার সবক'টা দাঁত বের করে হাসল উইগিন। 'বলতে চাইছ, কমবয়সী সব তরুণ তোমাকে ড্রতে হারিয়ে খ্যাতি অর্জন করতে চাইবে?'

'ঠিক।'

'কিন্তু এরইমধ্যে পিটার বার্নেটকে শোডাউনে হারিয়ে দিয়েছ তুমি। পিস্তলে এমন ভেল্কি দেখানো শিখলে কোথায়?'

'একটা কথা, তখন কিন্তু মার্শাল হইনি আমি। সেক্ষেত্রে, এটা স্রেফ রাস্তার লড়াই ছিল।'

'চাইছ ওই ফাইটের কথা না ছাপি আমি?'

'উঁহুঁ, ওই ঘটনা এতক্ষণে জেনে গেছে সবাই।'

'যাক্‌গে, মার্শাল হওয়ার কী যোগ্যতা আছে তোমার?'

'একটাও নেই।'

'কিন্তু বার্নেট তোমার হাতে খুন হওয়ার কারণেই ভাড়া করা হয়েছে তোমাকে, কারণ তুমি একজন গানফাইটার, অস্বীকার করতে পারো?'

'এই প্রথম শুনলাম কথাটা।'

'তা হলে কাজটা নিলে কেন?'

'যাতে পেট ভরে খেতে পারি।'

'এভাবে তুমি এড়িয়ে...' আচমকা থেমে গেল উইগিন, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্টোরমুখী দরজার দিকে।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল জন, দেখতে পেল সাংবাদিকের মনোযোগের কারণ। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে ক্রিস মার্টিন। লেসের কলারঅলা ধূসর ড্রেস যুবতীর পরনে, লাল চুলের উপর একই রঙের ছোট্ট হ্যাট মাথায়। হাতে ভাঁজ করা একটা প্যারাসল* ।

'হাই, ক্রিস!' সম্ভাষণ জানাল সাংবাদিক।

'আফটারনুন,' নিরাবেগ স্বরে বলল জন।

জনের দিকে ফিরল অস্কার উইগিন। 'ধন্যবাদ, বিনিময়ে অবশ্য কিছুই পেলাম না। যাক্‌গে, নিজের দিকে খেয়াল রেখো।' উঠে ক্রিসকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল সে।

'আমার অফিস দেখতে এসেছ?' জানতে চাইল জন

---

* প্যারাসল (Parasol) : ছোট্ট এক ধরনের ছাতা

নড করল ক্রিস, কামরায় পা রাখল। 'তোমাদের কথাবার্তা কানে এল। ইচ্ছে না থাকলেও অনেকটাই শুনেছি।'

'সাংবাদিকদের ভয় পাই আমি,' হালকা সুরে বলল জন।

স্মিত হাসল ক্রিস, তারপর জনকে বিস্মিত করে দিয়ে হাত বাড়িয়ে স্টোরের দরজা বন্ধ করে দিল। আমন্ত্রণ ছাড়াই, জনকে পাশ কাটিয়ে সাংবাদিকের পরিত্যক্ত আর্মচেয়ারে বসে পড়ল মেয়েটি। 'তোমার ব্যাপারে কৌতূহল হওয়াই স্বাভাবিক,' মৃদু স্বরে বলল ক্রিস। 'ওকে দোষ দিতে পারো না তুমি। পুরো শহরই এখন তোমার সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।'

'কৌতূহলী আমিও, তোমার ব্যাপারে, কিন্তু তোমাকে একটা প্রশ্নও করিনি।'

চারপাশে নজর চালাল ক্রিস, জনের প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। 'দেয়ালগুলো একেবারে খালি। হিরামের কাছ থেকে বীয়ার আর হুইস্কির পোস্টার চেয়ে নিতে পারো।'

ডেস্কের ওপাশে গিয়ে সুইভেল চেয়ারে বসল জন। 'সেলুন চালাচ্ছি না আমি।'

'রুমটা উজ্জ্বল হবে তাতে।'

'এবং আমার সঙ্গে যারা দেখা করতে আসবে, ক্রসফায়ারে পাঠিয়ে দেব তাদের?'

হেসে উঠল ক্রিস। 'এটা তো ভাবিনি! আইডিয়াটা কিন্তু মন্দ নয়।'

'তো, তুমিই যখন আমার অফিস সাজানোর ব্যবস্থা করছ, তোমার জন্য কী করতে পারি?'

কিছুক্ষণ ওকে নিরীখ করল ক্রিস। 'আমার মন বলছে কার্ল রিডলের কারণে বেনিঙে এসেছ তুমি।'

নিখাদ বিস্ময় ফুটল জনের মুখে, তবে বিস্ময়ের আসল কারণটা ধরতে সক্ষম হবে না ক্রিস। শীতল অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল ওর শিরদাঁড়ায়। বেনিঙে আসার পর থেকে ওর কার্যকলাপ কি যথেষ্ট স্বচ্ছ ছিল? ক্রিসের মত যদি কার্ল রিডলেরও একই ধারণা হয়ে থাকে, তা

হলে মহাবিপদে পড়তে যাচ্ছে ও।

নিজেকে সামলে নেওয়ার প্রয়াস পেল জন, কণ্ঠ স্বাভাবিক রেখে বিস্ময়ের সুরে জানতে চাইল: এ-ধারণাটা কেন হলো তোমার?'

এখানে একটাই লক্ষ্য ছিল তোমার, সেখানে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছ। কার্ল রিডল। যা কিছু করেছ তুমি, পর্যবেক্ষণ করে আমার ধারণা, কার্লের কাছাকাছি আসতে চেয়েছ বলেই করেছ।'

'কেন করব?' সোজাসাপ্টা জানতে চাইল জন। 'এখানে যখন আসি আমি, প্রায় বিধ্বস্ত একজন মানুষ ছিলাম, মনের দিক দিয়ে বিপর্যস্ত। ঘটে সামান্য বুদ্ধি আছে, এমন যে কেউ শহরে এসে একটা প্রশ্নই করবে—এই শহর কে চালায়? আমিও তাই করেছি।'

'উত্তর পেলে কার্ল রিডল এই শহর চালায়?'

'সবাই এই উত্তরটাই দিয়েছে। কম বয়সে বড় আউটফিটে যখন কাজ করেছি, তখন থেকে একটা জিনিস জানি—কাজের জন্য কখনও ফোরম্যানের কাছে যেতে নেই। মালিকের কাছে যেতে হয়। এক্ষেত্রে, কার্ল রিডল হচ্ছে মালিক, আর তার কাছেই গেছি আমি।' ক্ষণিকের জন্য থামল জন, তারপর মৃদু স্বরে যোগ করল: 'আমার অনুমান, তুমিও ঠিক তাই করেছ।'

রাগ ফুটে উঠল ক্রিসের চোখে, ক্ষণিকের জন্য, তারপর হঠাৎ করেই মিলিয়ে গেল। মৃদু স্বরে হেসে উঠল ও। 'শুনতে ভাল না লাগলেও, এটাই সত্যি,' সামনের দিকে ঝুঁকে এল মেয়েটি, হাঁটুর উপর রাখল কনুই। 'এবার বলো, বেনিঙে এসেছ কেন?'

'প্রশ্নটা তোমার কোলে জমা দিচ্ছি। তুমি বেনিংককে বেছে নিলে কেন?'

'মাইনিং ক্যাম্প মানেই টাকা। এরচেয়ে সহজে অন্য কোথাও টাকা কামাই করা যায় না।'

'বহু ক্যাম্পই তো আছে। এটা কেন?'

'আগে তুমি প্রশ্নটার উত্তর দেবে,' খানিকটা শীতল সুরে বলল ক্রিস।

'আচ্ছা, দিচ্ছি। কিছুদিন আগে একটা ভুল করেছিলাম, ধাওয়া খেয়ে ছুটলাম। এই ক্যাম্পের কথা শুনেছিলাম, জানতাম বেনিঙের অবস্থান সীমান্তের কাছাকাছি। ওরা যদি পিছু নিয়ে এখানে চলে আসে, চট করে সীমান্তের ওপারে চলে যেতে পারব; যতক্ষণ পর্যন্ত ওরা না আসছে, পেসোর চেয়ে বরং ডলার কামাই করাই বেশি লাভজনক।'

'কী ধরনের ভুল করেছ?'

মাথা নাড়ল জন। 'বলা যাবে না।'

'বেশ। একই গল্প আমারও।'

ক্ষীণ হাসল জন। 'দেখা যাবে, আমাদের দু'জনের মধ্যে কে টিকে থাকে।'

উঠে দাঁড়াল ক্রিস।

মেয়েটিকে আরও একটা প্রশ্ন করার আছে, কিন্তু দারুণ ঝুঁকিপূর্ণ হবে সেটা। প্রশ্নটা হচ্ছে: কার্ল রিডলই কি পাঠিয়েছে ক্রিসকে? হয়তো একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রশ্নটা করা সম্ভব। ক্রিসের পাশাপাশি দরজা পর্যন্ত হেঁটে এল জন, মৃদু স্বরে বলল: 'কার্লকে বোলো কেন বেনিঙে এসেছি আমি।'

ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল ক্রিস, ক্ষীণ বিস্ময় ফুটল মুখে। 'উঁহুঁ, কিছুই বলব না ওকে। কেনাকাটা করতে বেরিয়েছি, এখানে আসার কথা ছিল না।' সামান্য ইতস্তত করল ও। 'হ্যাঁ, তোমার অফিসে যে উঁকি মেরে গেছি, সেটা বলব ওকে। বলব তোমার সঙ্গে গল্প করতে দেখেছি অস্কারকে।'

উত্তর পেয়ে গেছে জন। কার্ল রিডল পাঠায়নি ক্রিসকে। সারা দেহ জুড়ে স্বস্তি বোধ করল ও। সহজ স্বরে বলল, 'দেখি, সুযোগ হলে তোমার বাড়িতে চলে যাব।'

'না গেলেই ভাল করবে।'

'কার্লের নিষেধ?'

গম্ভীর চাহনিতে দীর্ঘক্ষণ ওকে দেখল ক্রিস, শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হলো। হাত তুলল মেয়েটি, গলার কাছে ড্রেসের লেস-কলারে

চলে গেল। দ্বিতীয় বোতামটা খুলল। জন যা দেখতে পেল, অজান্তে কুঁচকে গেল মুখ। ক্রিস মার্টিনের পুরো গলায় ছুরির শুকনো ক্ষত। অসংখ্য। লেসের জামা পরে সারাক্ষণই ওসব লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখেছে ক্রিস।

'এক লোককে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম বলে আমাকে এই পুরস্কার দিয়েছে কার্ল। হুমকি দিয়েছে ফের যদি কাউকে বাড়ি নিই, তা হলে উপরে, আমার মুখে কারিশমা ফলাবে।'

বিক্ষত গলা থেকে ক্রিসের মুখে স্থির হলো জনের দৃষ্টি। 'যে-লোকটাকে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলে, ওর কী হলো?'

'কার্লের হাতে খুন হয়েছে,' নিরাবেগ স্বরে জানাল ক্রিস। ড্রেসের বোতাম আটকে কলার বসিয়ে দিল আগের মত। ক্ষতচিহ্নগুলো আড়ালে পড়ে গেল।

ঝুঁকি নিয়ে প্রশ্নটা করে ফেলল জন: 'এই ঘটনার পরও, সত্যি ওকে পছন্দ করো তুমি?'

'না-করে উপায় আছে?' প্রায় নিস্পৃহ স্বরের পাল্টা প্রশ্ন এল।

মাথা ঝাঁকাল জন। হাত বাড়িয়ে দরজা মেলে ধরল ও, ছোট্ট নড করে বিদায় জানাল ক্রিস, তারপর স্টোরে ঢুকে পড়ল।

ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসল জন, এই মাত্র যা দেখেছে বা শুনেছে, তার তাৎপর্য অনুধাবন করার চেষ্টা করছে। প্রথম প্রশ্ন, রিডলের অজ্ঞাতে কেন ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে ক্রিস? মেয়েলি অহঙ্কার-বশে, ভেবেছে রিডল যা ধারণা করতে পারেনি, ওর সঙ্গে কথা বলে জনের গোপন কথা জেনে নেবে? নাকি কার্ল রিডলের প্রতি ওর বিশ্বস্ততা পরখ করতে এসেছে, পক্ষান্তরে রিডলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে? নাকি ধরে নিয়েছে রিডলের কারণেই ওর এখানে আসা, এবং ওর সঙ্গে কথা বলে তার আভাস পেতে চেয়েছে, যাতে পরে রিডলের বিরুদ্ধে ওর সঙ্গে যোগ দিতে পারে?

কার্ল রিডলের নৃশংসতা বা ঈর্ষার সাক্ষী ছুরির ক্ষতগুলো অস্বাভাবিক ও অপ্রয়োজনীয়ও বটে। তবে, ওই ঘটনার পরও রিডলকে

পছন্দ করছে কি না, ওর প্রশ্নে ক্রিসের উত্তরটাও অদ্ভুত। মুখে যা উচ্চারণ করেনি, এমন কিছু কি বোঝাতে চেয়েছে মেয়েটি?

হয়তো, হয়তো ক্রিসই কার্ল রিডলকে কায়দা করার মোক্ষম অস্ত্র হতে পারে। তবে এও ঠিক, মেয়েটির ব্যাপারে সামান্য ভুল হলে পরিণতিতে ধড় থেকে মাথাটা আলাদা হয়ে যাবে ওর। এতে কোন সন্দেহ নেই।

অস্কার উইগিনের রেখে যাওয়া কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জন। ওয়ারেন্ট ফর্মের নীচে রোল করা একটা কাগজে ম্যাপ রয়েছে। ডেস্কের উপর ওটা বিছাল ও, বেনিং ছাড়াও আশপাশের এলাকা, মাইন এবং ক্লেইমের রেকর্ড রয়েছে ম্যাপে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, শহরের সীমানা লাল কালি দিয়ে নির্দিষ্ট করা। যে-ই সীমানা নিরূপণ করে থাকুক, অনুমান করেছে একসময় বড় শহরে পরিণত হবে বেনিং, কারণ ম্যাপে বেনিঙের সীমানা বেশ বড় দেখানো হয়েছে।

পুরো লে-আউটের উপর নজর চালাল জন, মনে গেঁথে নিল সবকিছু। তারপর ওটা ভাঁজ করে শেষ কাগজটার দিকে মনোযোগ দিল। প্রুফ শিট ওটা, মাত্র কয়েক লাইন ছাপা হয়েছে। বড়বড় হরফে লেখা:

অর্ডিন্যান্স নম্বর—২৩

টাউন কাউন্সিলের আদেশ

শহরের সীমানার মধ্যে সেলুনের বা স্পিরিট বিক্রি হয়, এমন যে-কোন দোকানের অধীন কর্মজীবী মহিলাদের টাউন কাউন্সিল থেকে ওঅর্কিং পারমিট সংগ্রহ করতে হবে।

উচ্চস্বরে হেসে উঠল জন। অর্ডিন্যান্সের লক্ষ্য একটাই—জ্যাক ওয়াল্টন আর তার পরিকল্পনাকে কাঁচকলা দেখানো। *বোনানজা* হোটেলের মেক্সিকান ওয়েট্রেস বা ক্রিস মার্টিনের জন্য ওঅর্ক পারমিট যোগাড় করা কঠিন হবে না, রিডলের নির্দেশ পাওয়ামাত্র পেয়ে যাবে

তারা। শহরের উত্তর অংশে শ্যাকের মেয়েদের স্বার্থহানিও হবে না এতে। কিন্তু জ্যাক ওয়াল্টন যদি শহরে কোন সেলুন খোলে আর তাতে যদি মেয়েদের রাখে, একজনও পারমিট পাবে না। সেক্ষেত্রে, শেরিফকে শহর থেকে অন্তত এক মাইল দূরে সেলুন তৈরি করতে হবে। শত শত ঘোড়া বা মিউল রয়েছে এখানে, কোম্পানির সম্পত্তি বলে মাইনারদের আয়ত্তের বাইরে। সারা দিন বেগার খেটে গলা ভিজানোর জন্য দুই মাইল হাঁটার বিলাসিতায় যাবে না মাইনাররা, সেখানে যদি সুন্দরী মেয়ে থাকেও।

নিপুণ পরিকল্পনা। বেঈমানির শাস্তি হিসাবে জ্যাক ওয়াল্টনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিয়েছে কার্ল রিডল। মানুষটা সে শুধু কঠিন বা নির্মমই নয়, দারুণ ধূর্তও।

বাক্সের শেষ উপকরণ হচ্ছে একজোড়া হ্যান্ডকাফ আর চাবি। ওগুলো তুলে নিল জন, আনমনে ভাবছে এগুলো কোত্থেকে যোগাড় করেছে রিডল। তারপরই মনে পড়ল বছর কয়েক আগে টাউন মার্শাল ছিল এখানে, সম্ভবত তারই ছিল জিনিসগুলো।

ড্রয়ার খুলে ভিতরে রাখবে হ্যান্ডকাফ, এসময় উপলব্ধি করল দারুণ বোকামি হবে কাজটা। কখনও যদি দরকার পড়ে, হ্যান্ডকাফ নেওয়ার জন্য অফিসে আসার সময় পাবে না। তারচেয়ে বরং সঙ্গে রাখাই উচিত। অনিচ্ছার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল ও, চাবিসহ হ্যান্ডকাফটা পিছনের পকেটে রাখল।

বাক্সে আরও জিনিস রয়েছে। বাকস্কিনের দড়িতে আটকানো এক জোড়া চাবি। নিশ্চই অফিসের দুই দরজার, অনুমান করল জন।

ড্রয়ারে সমস্ত কাগজ ভরে রাখছে, এসময় আচমকা খুলে গেল গলির দরজা। ঘাড়ের উপর দিয়ে সেদিকে তাকাল জন, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল শেরিফ জ্যাক ওয়াল্টনকে। সংক্ষিপ্ত সময়ে পুরো কামরায় নজর চালাল সে, তারপর দ্রুত পায়ে ডেস্কের সামনে চলে এল। হাতে একটা কাগজ রয়েছে তার, ডেস্কের উপর ফেলে চাপড় মারল, বলল, 'এই মাত্র উইগিন আমাকে দিল এটা।'

কাগজের দিকে তাকাল জন। অর্ডিন্যান্সের কপি। দৃষ্টি তুলে শেরিফের মুখে তাকাল ও। 'আমাকেও একটা দিয়ে গেছে ও।'

'রিডলের ব্যাজ পরেছ তুমি,' শান্ত, কিন্তু রাগী কণ্ঠে বলল শেরিফ। 'নিশ্চই তুমিও জড়িত আছ এসবে?'

'ঠিক। বসো। তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে আপত্তি নেই আমার।'

আর্মচেয়ারে বসে পড়ল শেরিফ, হতাশাভরা চাহনিতে নিরীখ করল জনকে। 'সকালে আমাকে যে-টাকা দেখিয়েছ, ওগুলো নিশ্চই কার্লের টাকা ছিল?'

নড করল জন। 'আমি তো ভেবেছি ধরতে পারবে তুমি।'

'তুমি তা হলে ওর হয়ে টিকটিকিগিরি করছিলে?'

'বিলকুল।'

'কোন্ চুলো থেকে এসেছ তুমি? কী মনে করো নিজেকে?'

'তোমার মতই ক্ষুধার্ত একজন মানুষ। কিংবা তোমার চেয়েও বেশি ক্ষুধার্ত।'

'ভাবছ কাজ করতে গিয়ে আমার সাহায্য পাবে?'

'কোন প্রস্তাব দিয়েছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

'জেলের প্রয়োজন হলে কী করবে? আমারটা ছাড়া আর কোন জেল নেই শহরে।'

'তোমারটাই ব্যবহার করব। বেনিং তো কাউন্টির অংশ। শহরে যদি কোন অপরাধ সংঘটিত হয়, সেটা কাউন্টিতে সংঘটিত হবে। সেক্ষেত্রে কাউন্টির জেলও ব্যবহার করা যেতে পারে।'

'পারবে না,' সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিল শেরিফ। 'আমার জেল ব্যবহার করতে পারবে না! ধরো ক্রসফায়ারে কাউকে গ্রেফতার করলে, আমার বইয়ে এমন কোন নিয়মের কথা লেখা নেই যে তাকে আমার জিম্মায় নিতে হবে।'

'লোকটাকে উপহার হিসাবে দিয়ে দেব তোমাকে,' মৃদু স্বরে বলল জন।

'চেষ্টা করেই দেখো!'

'আলবৎ করব। তুমি যদি ঝামেলা করো, তা হলে উত্তরের শ্যাকগুলো বন্ধ করে দেব।'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল শেরিফ, রাগে কুৎসিত হয়ে গেছে মুখ। 'দেখব তোমার বাহুতে কতটা জোর আছে, সানি!'

'নিশ্চই দেখবে। দেখে হয়তো ভাল লাগবে না তোমার।'

যেমন দ্রুত এসেছিল, তেমনি দ্রুত দরজার দিকে এগোল শেরিফ জ্যাক ওয়াল্টন। বেরিয়ে গিয়ে গায়ের জোরে আটকে দিল দরজাটা।

নয়

দুপুরের খাবারের সময় বোর্ডারদের কাছ থেকে পিটার বার্নেটের খুনের খবর পাওয়ার পর থেকে গম্ভীর হয়ে গেছে ডোরা খালা, খেয়াল করেছে ডেবি, একটা কথাও বলেনি, নীরবে নিজের কাজ করে গেছে। রান্নাঘর পরিষ্কার করার পর, বিশ্রাম নেওয়ার জন্য দোতলায় নিজের কামরায় চলে গেল ডোরা গিবসন।

খালার মনে কী চলছে, অনুমান করতে পারছে ডেবি। রুমিং হাউসের সুনামের জন্য দু'জনেই গর্ব বোধ করে ওরা। ছিমছাম গোছানো ঘরোয়া পরিবেশ, সুস্বাদু অথচ তুলনামূলক সস্তা খাবার, মালিকপক্ষের আন্তরিকতা; এসব ছাড়াও রুমিং হাউসের আরও একটি বিশেষত্ব রয়েছে–বাছাই করা বোর্ডারদের থাকার সুযোগ হয় এখানে। যারা থাকছে, প্রায় সবাই ভদ্র ও সম্মানিত নাগরিক, সম্মানজনক পেশায় নিয়োজিত।

বোর্ডারদের মধ্যে একজন ভয়ঙ্কর মানুষ রয়েছে, হঠাৎ আবিষ্কার

করেছে ডোরা গিবসন–জন ক্যালকিন। গানফাইটে একজনকে খুন করেছে সে। ঘটনাটা রুমিং-হাউসের শান্তিপূর্ণ, অনাড়ম্বর পরিবেশে গাম্ভীর্য নিয়ে এসেছে। আত্মরক্ষার কারণে খুন করেছে, ডেবিকে ব্যাখ্যা করেছে জন, কিন্তু সত্যিটা তাতে অস্বীকার করা যাচ্ছে না–একজন মানুষকে খুন করেছে সে। হাউসম্যানদের মত হয়তো খুনে স্বভাবের মানুষ নয় জন, যাদের বরাবরই ঘৃণা করে এসেছে ডোরা খালা, কিন্তু বেনিঙে আসার পর থেকে ওর সমস্ত কার্যকলাপে নৃশংস ও মারমুখী একজন মানুষের ছবি ফুটে ওঠে। উপরন্তু, এখন কার্ল রিডলের পোষা মার্শাল হয়েছে সে, ডোরা খালার দৃষ্টিভঙ্গিতে এটা জনের চরিত্রে আরেকটা কলঙ্ক।

মার্শাল হওয়ায় আরও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে জন, নিশ্চিত বুঝতে পারছে ডেবি, এবং ডোরা খালা ধৈর্য হারিয়ে ফেলবে একসময়; কোনক্রমে জনকে বোর্ডিং হাউসে রাখতে চাইবে না তখন। হয়তো সরাসরি চলে যেতে বলবে জনকে। সে যদি চলে যায়, অদ্ভুত সুন্দর একটা কিছু হারিয়ে যাবে ডেবির জীবন থেকে; চিন্তাটা অসুস্থ করে তুলল ওকে। মন থেকে ও বিশ্বাস করে মানুষটা সে আসলে খারাপ নয়, বরং অন্য যে-কারও চেয়ে নিপাট ভদ্রলোক। শালীনতা, কোমল আচরণ, আন্তরিকতা…সবই রয়েছে জনের মধ্যে। তবে, সিদ্ধান্তে পৌঁছল ডেবি, নিকট ভবিষ্যতে যাই ঘটবে, চাইলেও পরিবর্তন করতে পারবে না ও। সেই ক্ষমতা কারও নেই। শুধু একটা কাজই করার আছে–অপেক্ষায় থাকা।

নিজের কামরায় এসে শুয়ে পড়ল ও। ঘুমানোর ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু এটা-সেটা ভাবতে ভাবতে নিজের অজান্তে ঘুমিয়ে পড়ল। জাগল বিকালে। সাপারের জন্য খাবার তৈরি করতে হবে।

বরাবরের মতই দেরিতে সাপারে যোগ দিল জন। ইচ্ছে করে কাজটা করছে সে? আনমনে ভাবল ডেবি, অন্যরা চলে গেলে যাতে একান্তে ওর সঙ্গে কথা বলতে পারে? টেবিলে খাবার পরিবেশন করার সময় ডেবি আশা করল ওর ভাবনাই যেন সত্যি হয়, কারণ এর তাৎপর্য

একটাই: ওর সঙ্গ কামনা করছে জন।

সবার খাওয়া শেষ। তবে জনের শেষ হয়নি, কফি পান করছে সে। এঁটো বাসনকোসন গুছিয়ে রান্নাঘরে নিয়ে এল ডেবি, ফিরে এসে জনকে আরেক কাপ ঢেলে দিল, তারপর দুপুরের মতই উল্টোদিকের একটা চেয়ারে বসে পড়ল। অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশি গম্ভীর দেখাচ্ছে জনকে, খেয়াল করল ডেবি। মনে পড়ল দুপুরে একটু মেজাজ দেখিয়ে ফেলেছিল। সেজন্যই কি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ বদলে নিস্পৃহ ভাব দেখাচ্ছে সে?

শুভেচ্ছার ভঙ্গিতে স্মিত হাসল ও, জনের পাল্টা হাসিতে সংশয়টা কেটে গেল।

'ডেবি, তোমার কথাগুলো ভেবে দেখলাম। কখনও এই বাড়ির বাইরে গেছ?'

'নিশ্চই। দু'দিন পর পর বাজার করতে যাই আমরা—আমি আর খালা।'

'এ ছাড়া?'

'প্রতি রোববার। মেসনিক হলের চার্চে যাই।'

'এ ছাড়া?'

'না। কী কারণে বেরোব?'

'কখনও শহরটা ভাল করে দেখেছ?'

'আসা-যাওয়ার পথে যা দেখেছি।'

'এক কাজ করা যাক। হাতের কাজ সেরে ফেলো, এই ফাঁকে স্টেবলে গিয়ে একটা রিগ ভাড়া করব আমি। ঘুরে-ফিরে শহর আর আশপাশ দেখব আমরা। সন্ধ্যার পরপরই ফিরে আসব। বেনিঙের মার্শাল আমি, কাজ করতে হলে শহর সম্পর্কে অনেক কিছু জানা উচিত। সন্ধ্যার পর, ফিরে এসে আমার নতুন অফিসে নিয়ে যাব তোমাকে। যাবে?'

আনন্দে উজ্জ্বল হলো ডেবির চোখজোড়া। 'যাওয়া যায়।'

দ্বিতীয় কাপ কফি স্পর্শ না করেই উঠে দাঁড়াল জন। 'দিনের

আলো ফুরিয়ে গেলে কিন্তু দেখার সুযোগ থাকবে না। জলদি! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসব আমি।'

রান্নাঘরে চলে এল ডেবি। সিঙ্কে বাসন ধুচ্ছে ডোরা গিবসন। 'খালা, জনের সঙ্গে বেড়াতে যাব আমি। শহর সম্পর্কে জানার ইচ্ছে ওর, ওকে ঘুরিয়ে দেখাতে হবে।'

কিছু একটা বলতে চেয়েছিল মিসেস গিবসন, মুখ হাঁ হয়ে গেছে এরইমধ্যে, কিন্তু হাত তুলে তাকে বাধা দিল ডেবি। 'কী বলবে, জানি আমি। টাউন মার্শাল যদি আমাকে রক্ষা করতে না পারে, তা হলে পারবে কে, শুনি?'

'কী বলতে চাইছিলাম, জানিস না তুই,' বলল ডোরা গিবসন। 'বলতে চেয়েছি রান্নাঘরে তোকে না হলেও চলবে আমার। যা, ঘুরে আয়।'

বেডরুমে এসে কাপড় বদলাল ডেবি। ধূসর ড্রেস বদলে ছোট ছোট যবের ফুলের ছাপ মারা নীল পোশাক পরল। বারান্দার একটা চেয়ারে বসে অপেক্ষা করছে, এসময় বাগি নিয়ে ফিরে এল জন। লাগাম হাতে রেখে নীচে নামল সে, হাত বাড়িয়ে দিল ডেবিকে সাহায্য করতে, তারপর ওর পাশে উঠে বসল। 'তুমি পথ দেখাবে,' বলল মৃদু স্বরে।

'নাক বরাবর যেতে থাকো, তবে মূল রাস্তায় যেয়ো না।'

একই রাস্তা ধরে এগোল বাগি। বোর্ডিং হাউস থেকে এক ব্লক দূরে আসতে সামনে বিশাল একটা বাড়ি দেখা গেল। কটনউডের সারির নীচে সুদৃশ্য L-আকারের একতলা অ্যাডোবি দালান। রট-আয়রনের বেড়ার ওপাশে বাগান চোখে পড়ছে, নানা জাতের ফুল ফুটেছে ওখানে।

'রাতে যদি কার্ল রিডলকে দরকার হয় কখনও,' মুখ তুলে, শুকনো স্বরে বলল ডেবি। 'আগে এই বাড়িতে খোঁজ কোরো।'

'কার বাড়ি?'

'ক্রিস মার্টিন ছাড়া আর কার বাড়ি হবে এটা?'

'আমি তো শুনেছি শহরের দক্ষিণে একটা র‍্যাঞ্চ আছে রিডলের।'

'শহরে একজন মেয়েমানুষও আছে ওর,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল ডেবি।

মূল রাস্তা এড়িয়ে গলি ধরে এগোতে থাকল ওরা। কিছুক্ষণের মধ্যে বোঝা গেল শহরটা সম্পর্কে ভালই ধারণা রয়েছে ডেবির। শহরের শেষ প্রান্তে ছোট ছোট শ্যাক আর কেবিন চোখে পড়ল, সামনে খেলছে বাচ্চারা। নেস্টরদের এলাকা। বুক ভরা আশা নিয়ে এখানে এসেছিল এরা, কিন্তু শহরে ঠাঁই হয়নি কারও।

শহর ছাড়িয়ে পাহাড়ের কোলে মাইনারদের জীর্ণ শ্যাক আর তাঁবু দেখা গেল। এদের বেশিরভাগই নিঃসঙ্গ, একাকী জীবন যাপন করছে। কেউ কেউ মেক্সিকান মেয়ে বিয়ে করেছে, কিন্তু অন্যদের কেবিনে কখনও কোন মহিলার হাতের ছোঁয়া পড়েনি। দু'একজন হয়তো পরিবারকে নিজের আদি নিবাস থেকে নিয়ে এসেছে এখানে, তবে এদের সংখ্যা নিতান্তই কম।

বিশাল দুটো অ্যাডোবি ডরমেটরি পাশ কাটিয়ে এগোল ওরা। তারপর দেখতে পেল গোরস্থান আর বেড়া ঘেরা একটা বড়সড় পুকুর। খনি থেকে পাম্প করা পানি জমা হয় এখানে।

শহরের কিনারা বরাবর, চারপাশে পুরো এক চক্কর কেটে যখন ফিরতি পথ ধরল ওরা, ততক্ষণে পাদ্রে পর্বতমালার পাদদেশের ক্যাম্পে অসংখ্য লণ্ঠন জ্বলে উঠেছে। দূর থেকে জোনাকী পোকার মত দেখাচ্ছে ওগুলোকে। মূল রাস্তা এড়িয়ে যখন শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রবেশ করল ওরা, ততক্ষণে আঁধার পুরোপুরি জাঁকিয়ে বসেছে। সাইড স্ট্রিট ধরে বাগি চালনা করল জন, মার্শালের অফিসের সামনে এসে থামল।

সময়টা মন্দ কাটেনি, ভাবছে ডেবি, তবে অতিরিক্ত কথা বলেছে; যদিও জনের প্রশ্নের উত্তরে এত বকবক করেছে, কিন্তু নিজেকে ওর শিক্ষিকা মনে হয়েছে, আর জন যেন ছিল অনুগত ছাত্র। মাইনার বা নেস্টরদের সম্পর্কে খুঁটিনাটি সবই জেনে নিয়েছে সে।

ডেবিকে নামতে সাহায্য করল জন। লোডিং ডকে ঘোড়ার লাগাম বেঁধে অন্ধকারে এগোল দরজার দিকে। চাবির ফুটো খুঁজে পেতে

দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাল ও, আর সে-আলোয় দরজার সঙ্গে পেরেক দিয়ে গাঁথা বিশাল কার্ডবোর্ডটা চোখে পড়ল ডেবির, ওটায় বড়বড় মোটা হরফে লেখা: **টাউন মার্শালের অফিস**।

তালা খুলে চাবিটা পকেটে ভরল জন, হাতে জ্বলন্ত কাঠি রেখে অন্য হাত বাড়াল ডেবির উদ্দেশে। হাতটার উষ্ণতা আর কাঠিন্য একই সঙ্গে অনুভব করল ডেবি। কাঠি নিভে যাওয়ায় হারিয়ে গেল আলোটুকু। ডেবিকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল জন, থেমে আরেকটা কাঠি জ্বালাল, তারপর ডেস্কের উপর রাখা লণ্ঠন ধরাল। বাড়তি আলোর জন্য জন লণ্ঠনের সলতে তুলে দিতে চারপাশে কৌতূহলী দৃষ্টি চালাল ডেবি। নামমাত্র আসবাবপত্র। এর আগে একবার ঢুকেছিল এই কামরায়, তখন অবশ্য সিলিং পর্যন্ত ব্যারেলের পর ব্যারেল সাজিয়ে রাখা হয়েছিল।

'ভালই তো,' রূম সম্পর্কে মন্তব্য করল ডেবি। 'কিন্তু এত মালপত্র ওরা সরিয়ে রাখল কোথায়?'

'জিজ্ঞেস করিনি আমি। এ-পর্যন্ত সোফায় বসেনি কেউ। দেখো তো, ওটাকে ধসিয়ে ফেলতে পারো কি না।'

'এরইমধ্যে তা হলে তোমার সঙ্গে দেখাও করেছে কেউ কেউ?' সোফার দিকে এগোল ডেবি। বসল। জনের কাছ থেকে প্রশ্নটার উত্তর না পাওয়ায় মুখ তুলে তাকাল।

'দু'জন পুরুষ এবং একজন মহিলা,' নিরাবেগ স্বরে জানাল জন, ডেস্কের পিছনে গিয়ে সুইভেল চেয়ারে বসল। শেষে যোগ করল, 'আমার অফিস দেখার জন্য এসেছিল ক্রিস মার্টিন।'

'কিন্তু কী কারণে এখানে আসবে ও?'

'মেয়েলি কৌতূহল বোধহয়।'

'জিনিসটা আমারও আছে। কী নিয়ে কথা বলেছ তোমরা?'

নিরানন্দ চাহনি ফুটে উঠল জনের চোখে। 'বিশেষ কিছু নয়।'

'শুনতে চাই আমি।'

'আমাকে পরামর্শ দিল হিরাম ডেলির কাছ থেকে হুইস্কি আর

বীয়ারের পোস্টার এনে যেন দেয়ালটা সাজিয়ে নিই।'

'কেন? সেলুন চালাচ্ছ নাকি তুমি?'

'তাই বলেছি ওকে,' হ্যাট তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল জন। 'একদিনের জন্য যথেষ্ট দেখা হয়েছে। চলো, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।'

ক্রিস মার্টিন সম্পর্কে কথা বলতে অনিচ্ছুক জন, বুঝতে পারল ডেবি, কারণটা অনুমান করার প্রয়াস পেল। নিশ্চই শুধু অফিস সাজানোর পরামর্শ দেওয়ার জন্য আসেনি সে? উঠে দাঁড়াল ও।

ডেস্ক থেকে লণ্ঠন হাতে তুলে নিল জন। 'চলো,' আগে আগে এগোল ও, দরজা মেলে ধরল।

পাশাপাশি বাগির দিকে এগোল ওরা। হঠাৎ থেমে গেল জন, খামচে ধরল ডেবির বাহু। এমন আচমকা থেমেছে যে বিহ্বল হয়ে পড়ল ডেবি, চকিতে মুখ তুলে তাকাল জনের দিকে।

'বাগি নেই,' মৃদু স্বরে বলল জন। 'অফিসে ফিরে যাও। জলদি!'

জনের কণ্ঠের তাগাদায় শঙ্কিত হয়ে পড়ল ডেবি, তবে নির্দেশটা তামিল করল; ঘুরে দু'পা এগিয়েছে, দেখল ইতোমধ্যে গায়েব হয়ে গেছে সে।

লোডিং ডকে চলে এল জন, হাতের লণ্ঠন নামিয়ে রাখল ওটার উপর। চট করে প্ল্যাটফর্মে স্তূপ করে রাখা কাঠের আড়ালে সরে এল, হাতে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। মিনিট খানেক আগেও হাতে লণ্ঠন ছিল, আলোর প্রভাব রয়ে গেছে ওর চোখে, সেটা কাটাতে চোখ বুজল, কান দুটো পুরোপুরি সজাগ। লোডিং ডকের দূর প্রান্তে হার্নেসঅলা একটা ঘোড়ার নড়াচড়ার ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেল। বোধহয় রিগটাকে ওখানে বেঁধে রেখেছে কেউ, অনুমান করল জন। কিন্তু কে করেছে কাজটা?

তবে কারণটা সহজেই অনুমেয়। লোডিং ডকের ধারে-কাছে, সম্ভবত শেষ প্রান্তে লুকিয়ে আছে সে, আশা করেছে রিগের খোঁজে তল্লাশি চালাবে জন, ওর হাতে থাকবে লণ্ঠন। সহজ ও লোভনীয় একটা টার্গেট!

চোখ মেলে বাম পাশে সাইড স্ট্রিটের দিকে নজর চালাল জন। হোটেল থেকে যথেষ্ট আলো এসে পড়েছে গলিতে, ওদিক দিয়ে গেলে দূর থেকে চোখে পড়বে ওর কাঠামো। আর গলি ধরে রিগের দিকে এগোলেও একই ব্যাপার ঘটবে। তারচেয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে, দেয়াল ঘেঁষে ডকের শেষ প্রান্তে যাওয়ার চেষ্টা করলে কি ফাঁকি দিতে পারবে আততায়ীকে? সম্ভব হতেও পারে। কিন্তু ঝুঁকিটা নিতেই হবে।

আলগোছে লোডিং ডকে উঠে এল জন, সরে গিয়ে অ্যাডোবি দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল। এবার অতি সন্তর্পণে পাশে সরতে শুরু করল, এক পা এক পা করে; ষাট ফুট দীর্ঘ প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে পৌঁছতে চাইছে।

একটা দরজা পেরিয়ে গেল জন, বিশাল তালা ঝুলছে দরজার কজায়। এগোতে গিয়ে কাঁধের সঙ্গে কীসের যেন ছোঁয়া লাগল, জিনিসটা দরজার অংশ নয়। বাম হাতের মুঠিতে শক্ত করে পিস্তল চেপে ধরল ও, ডান হাত বাড়াল জিনিসটা কী বোঝার জন্য। ঝাড়ুর হাতলের ছোঁয়া পেল। তোলার চেষ্টা করতে গিয়ে টের পেল বেশ ভারী ওটা, প্ল্যাটফর্ম ঝাঁট দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। ঠেলে ঠেলে ঝাঁট দেওয়া হয়।

ডান হাতে পিস্তল বদল করল জন, বাম হাতে ঝাড়ুর হাতল ধরে এক পাশে সরিয়ে রাখল; এই ফাঁকে সরে এল এক পা। তারপর পিছনে, দেয়ালের সঙ্গে আলগোছে ঠেস দিয়ে রাখল ঝাড়ুর হাতল। আধ-ব্লক দূরের ক্রসফায়ার থেকে হৈহল্লার ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসছে, মাঝে মধ্যে অমসৃণ প্ল্যাটফর্মে ওর বুটের সংঘর্ষে সামান্য যে-শব্দ হচ্ছে, চাপা পড়ে যাচ্ছে কোলাহলের কারণে। ইতোমধ্যে রাতের অন্ধকারে চোখ সয়ে এসেছে ওর, বিশ ফুট সামনে আবছাভাবে দেখতে পেল রিগটা।

দুই পিলারের মাঝখানের জায়গায় পৌঁছল জন। হাতের ডানে রয়েছে বিশাল স্টোররুমের একাধিক দরজা। এখানেই, সিদ্ধান্তে পৌঁছল ও, সক্রিয় হতে হবে ওকে। সামনে যে-ই অপেক্ষায় থাকুক,

উল্টোদিকের হোটেল-দালানের গাঢ় ছায়ার কারণে ওর দৃষ্টির আড়ালে পড়ে গেছে।

পিছিয়ে এল ও, পিস্তলটা বেল্টে গুঁজে ভারী ঝাড়ুটা তুলে নিল। আবার এগোল ডকের শেষ প্রান্তের দিকে। সামনে, চার হাত দূরে রিগটা দেখতে পেয়ে থামল। অতি সতর্কতার সঙ্গে ডান হাতে হাতলের শেষ প্রান্তে ভর রেখে অন্য হাতে ঘুরিয়ে সামনে প্রসারিত করল ঝাড়ুটা। একটা ঘোড়ার পাছায় সামান্য খোঁচা দিল। জিনিসটা দেখতে পাচ্ছে না জন, তবে ঝাড়ুর সঙ্গে ঘোড়ার শরীরের হালকা সংঘর্ষের শব্দ শুনতে পেল। বিস্ময়ে নাক সিটকাল ওটা, পাশে সরে গেল খানিক, খুরের খটখট আওয়াজ হলো দু'বার, ভয়ার্ত হ্রেষাধ্বনি করল একই সময়ে।

সঙ্গে সঙ্গে, ডকের শেষ প্রান্তে উঠে দাঁড়াল গাঢ় একটা কাঠামো, দৌড়ে গেল সন্ত্রস্ত ঘোড়াটার দিকে।

পিস্তল তুলল জন। নিশানা করার সময় নেই, তাই আন্দাজের উপর ট্রিগার টিপে দিল। অস্ফুট স্বরে ককিয়ে উঠল লোকটা, তারপর ভোঁতা শব্দে আছড়ে পড়ল গলিতে।

সেকেন্ড খানেক পর, গলির ওপাশ থেকে গর্জে উঠল একটা পিস্তল। কনুইয়ের কাছে স্টোররুমের দরজায় বুলেট গাঁথার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল জন, অজান্তে শিউরে উঠল। তৎক্ষণাৎ মাটিতে শুয়ে পড়ল ও, শরীর মিশিয়ে ফেলল প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে, দৃষ্টি গলির উপর। একে একে আরও তিনবার গুলি করল অদৃশ্য আততায়ী। সবক'টা দরজায় বিঁধল। কমলা রঙের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ একই জায়গা থেকে এসেছে। পঞ্চম গুলিটা হওয়ার পরপরই ওই জায়গা বরাবর গুলি করল জন।

চাপা একটা আর্তচিৎকার শোনা গেল, তারপর ধপাস করে পড়ল কিছু; যেন কাঠের চেলার উপর আছড়ে পড়েছে ভারী বস্তা। শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে জন, ছুটল তুফান বেগে। এক লাফে লোডিং ডক থেকে নীচে নেমে এল, ছুটল গলির ওপাশে গাঢ় ছায়ার উদ্দেশে। দ্বিতীয় আততায়ী যেখানে ছিল, ওখান থেকে জায়গাটার

অবস্থান ডান দিকে।

দেয়ালের কাছাকাছি পৌঁছে ঘুরে দাঁড়াল ও, সতর্কতার সঙ্গে কোণে সরে এল। হাতে পিস্তল তৈরি। বোর্ডে গুলি বিদ্ধ হওয়ার শব্দ কানে এল আবার। দেয়াশলাইয়ের জন্য জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকাল ও, মনে রেখেছে এ-পর্যন্ত পাঁচটা গুলি করেছে আততায়ী। হয়তো তার পিস্তলে আর একটা বুলেট রয়েছে।

এক হাঁটু তুলল ও, ফলে উরুর উপর টান-টান হয়ে গেল ট্রাউজার। সুতী ট্রাউজারের উপর কাঠি ঘষল, তারপর ওটা তুলে ধরে উঁকি দিল দেয়ালের ওপাশে। নিভু নিভু আলোয় দেখতে পেল এইমাত্র টপকে আসা বোর্ডের পাশে পড়ে আছে এক লোক। চিৎ হয়ে আছে লোকটা, পা গলিমুখী, এবং কনুইয়ে ভর দিয়ে পজিশন নিয়েছে। তার হাতের পিস্তল দেয়াশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠির দিকে ঘুরে যাচ্ছে। দেখামাত্র ঝাড়া মেরে কাঠিটা নিভিয়ে ফেলল জন, সরে এল চকিতে; দালানের কোণে বিদ্ধ হলো গুলিটা, খসে পড়া পলেস্তারার ছিটা লাগল মুখে।

সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে দালানের কোণে চলে এল ও, লোকটার পজিশন মনে রেখেছে, হাত-পা ছড়িয়ে ঝাঁপ দিল। ঠিকই আন্দাজ করেছে। লোকটার উপর পড়ল জন। যন্ত্রণায় আর রাগে ককিয়ে উঠল সে। দ্রুত সক্রিয় হলো জন, ডান বাহুমূল দিয়ে চাপ দিল লোকটার কণ্ঠায়, আর বাম হাত ব্যস্ত হয়ে পড়ল পিস্তলের খোঁজে। পেটের কাছাকাছি পিস্তলের গরম ব্যারেলের অস্তিত্ব টের পেল জন। এক ঝটকায় পিস্তলটা কেড়ে নিল ও, অন্ধকার গলি বরাবর ছুঁড়ে মারল, তারপর হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল লোকটার পেটের উপর।

পকেট হাতড়ে ফের দেয়াশলাই বের করল ও, ঝুঁকে কাছাকাছি পড়ে থাকা বোর্ডের সঙ্গে ঘষে জ্বালাল একটা কাঠি। ম্লান আলোয় হ্যারি ট্রাম্বালের ভয়ার্ত, আতঙ্কিত ও ফ্যাকাসে মুখ দেখতে পেল। ক্রসফায়ারের সাবেক হাউসম্যান।

জ্বলন্ত কাঠি ধরে রেখে উঠে দাঁড়াল জন। 'ওঠো!' নির্দেশ দিল ও।

'পারব না। আমার পায়ে গুলি লেগেছে।'

ডান পায়ের ট্রাউজারে রক্ত দেখতে পেল জন। 'দেখেছি। আমার ধারণা তারপরও হাঁটতে পারবে তুমি। ওঠো।' কাঠিটা নিভে যেতে বাম হাতে পিস্তল বদল করল ও, ডান হাতে ট্রাম্বালের কলার চেপে ধরে টেনে দাঁড় করাল তাকে। যন্ত্রণায় অস্ফুট শব্দ করল লোকটা, কিন্তু জন ছেড়ে দিতে নিজের পায়ের উপর দিব্যি দাঁড়িয়ে গেল।

ট্রাম্বালের পিছনে এসে তার মেরুদণ্ডের সঙ্গে পিস্তলের মাজল চেপে ধরল ও, বলল: 'এবার হাঁটো।'

বিশালদেহী ট্রাম্বাল এক পা এগোল, তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে।

'একটা কাঠের চেলা তুলে নাও। ক্রাচ হিসাবে ব্যবহার করো,' শীতল কণ্ঠে নির্দেশ দিল জন। আরেকটা কাঠি জ্বালাল, সেই আলো নিভে যাওয়ার আগেই পড়ে থাকা কাঠের চেলা তুলে নিল ট্রাম্বাল। কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল। বগলের নীচে কাঠটাকে জুত মত বসানোর সুযোগ তাকে দিল জন, তারপর পিস্তলের খোঁচায় লোকটাকে এগোতে বাধ্য করল।

'রিগের কাছে চলে যাও।'

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোল ট্রাম্বাল, গলিতে ঢুকে পড়ল। পিঠের সঙ্গে লেগে আছে জন। 'তোমার পার্টনারের জন্য একটা গান গাও এবার। ওকে জানিয়ে দাও গুলি করলে তোমাকে ফুটো করে ফেলব আমি।'

'গুলি কোরো না, জেরি!' ভয়ার্ত স্বরে ডাকল ট্রাম্বাল। 'তুমি গুলি চালালে নির্ঘাত আমাকে খুন করবে ও!'

এগোল সে, তার আড়ালে থাকল জন। ধীর গতিতে হলেও একসময় বাগির কাছে পৌঁছল ওরা। পিছনে, গলিতে জমায়েত হয়েছে কৌতূহলী লোকজন, পদশব্দ আর লাগাতার জিজ্ঞাসা শুনে বুঝতে পারল জন। গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেরিয়ে এসেছে নিরাপদ আড়াল থেকে, দেখতে এসেছে কী ঘটেছে।

ঘুরে বাগির ওপাশে চলে এল জন। ঘোড়ার পাশে মাটিতে মুখ

থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখতে পেল প্রথমজনকে। বাগির ড্যাশবোর্ডের সঙ্গে ঘষে দেয়াশলাই জ্বালাল ও, ভূপতিত আততায়ীর কাছে চলে গেল। লোকটার পিঠে, শার্টে রক্তের একটা বড়সড় বৃত্ত তৈরি হয়েছে। ঠেলে তাকে চিৎ করল ও। বুকেও একটা ক্ষত রয়েছে, বুলেটটা ফুসফুস ফুটো করে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। ধমনী পরখ করার দরকার হলো না, দেখেই বোঝা গেল মারা গেছে জেরি লেনহ্যাম।

কাঠি নিভে গেল। 'বাগিতে উঠে পড়ো,' ট্রাম্বালকে নির্দেশ দিল জন। এগিয়ে আসা লোকজনের দিকে ফিরল ও, বলল: 'আমার সঙ্গে হাত লাগাও। লাশটা প্ল্যাটফর্মে তুলে রাখো কেউ।'

পিস্তল বেল্টে গোঁজা রয়েছে, মনে রেখে লেনহ্যামের পা ধরল ও, অন্য দু'জন দুই হাত ধরেছে। বিশালদেহটা প্ল্যাটফর্মে তুলে আনল ওরা। কাজ শেষে বাগির কাছে চলে এল জন। বাগির ধাপে এক পা রেখেছে ট্রাম্বাল, কিন্তু উঠতে পারছে না। ঠেলা দিয়ে তাকে উঠতে সাহায্য করল ও।

'ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ, মার্শাল?' ভিড় থেকে জানতে চাইল একজন।

কণ্ঠটা পরিচিত। শেরিফ ওয়াল্টনের। 'জেলে,' এক বাক্যে উত্তর দিল জন।

'আমার জেলে জায়গা হবে না ওর।'

'হবে নিশ্চই।'

আবছা অন্ধকারে কারও মুখ ঠাহর করতে পারছে না জন, তবে ভিড়ের মাঝখানে ছোটখাট একটা কাঠামোর দিকে তাকাল। একটা ছেলে বোধহয়। দু'পা এগিয়ে গেল ও। 'এক ডলার কামাবে নাকি, সান?'

'নিশ্চই!'

'দৌড়ে ডাক্তারের অফিসে চলে যাও। ওখানে না থাকলে ওর বাসায় যাবে। অফিসের পিছনেই। ওকে জেলে চলে যেতে বোলো।'

'একদিনের জন্য দারুণ মুন্সিয়ানা দেখিয়েছ, মার্শাল!' বিদ্রূপের

সুরে বলল ভিড়ের এক সদস্য। 'আড়াই জনই তো বলা উচিত, নাকি?'

গ্রাহ্য করল না জন, এগিয়ে গিয়ে রিগের বাঁধন খুলল। বাগিতে চড়ে লাগাম তুলে নিয়ে সতর্ক করল কৌতূহলীদের। 'বাগি ঘুরাব আমি। দেখো কিন্তু।'

বাগি ঘোরানোর জায়গা দিতে এক পাশে সরে গেল লোকজন। রিগটা ঘুরিয়েছে, এসময় ডেবির কথা মনে পড়ল জনের। অফিসের দরজার কাছে এসে লাগাম টানল ও, খোলা দরজা পথে ভিতরে মেয়েটির অস্পষ্ট কাঠামো দেখতে পেল। 'আরেকটু অপেক্ষা করো, ডেবি,' বলল ও। 'বেশিক্ষণ লাগবে না আর।'

উত্তর এল না।

লাগাম ঢিলে দিল জন, এগোতে শুরু করল রিগ। গলি থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তা পেরোল, তারপর শেরিফের অফিসের সামনে এসে থামল। বাগির পিছন পিছন এসেছে শেরিফ, টাই রেইলের নিচ দিয়ে পোর্চে উঠে গেল সে, আলোকোজ্জ্বল অফিসের দিকে এগোল।

'দরজা বন্ধ কোরো না, শেরিফ। তা হলে গুলি করে তালা ভাঙব আমি।'

ওয়াল্টনের ভাব দেখে মনে হলো কথাটা শুনতেই পায়নি। এদিকে হ্যারি ট্রাম্বালকে বাগি থেকে নামিয়েছে জন, টাই রেইলের ফাঁক দিয়ে পোর্চে উঠে এল। অফিসের দরজা ঠেলে দিল ও, আগে বন্দিকে প্রবেশ করতে দিল, তারপর নিজে পা রাখল।

ডেস্কের পিছনে সুইভেল চেয়ার ঘুরিয়ে মুখোমুখি হলো ওয়াল্টন। 'নিয়ে যাও ওকে। আমি ওকে রাখব না এখানে।'

ট্রাম্বালের সামনে চলে এল জন। আড়চোখে দেখল খোলাই আছে সেল-ব্লকের দরজা। বিষণ্ন, উদ্বিগ্ন বন্দির উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল: 'চলে এসো, ট্রাম্বাল।'

এগোল ট্রাম্বাল, এদিকে সবচেয়ে কাছের সেলের সামনে চলে গেছে জন। দরজা ধরে টান দিল, খোলাই রয়েছে। মেলে ধরল ও। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ভিতরে ঢুকল সাবেক হাউসম্যান। আড়চোখে জন

দেখতে পেল দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে শেরিফ, দেখছে সবকিছু। এগিয়ে গেল বন্দি, কটে বসে পড়ার সময় অস্ফুট স্বরে বলল কী যেন।

'বলেছি তো, চাবি পাবে না। ও আমার বন্দি নয়,' সাফ সাফ, কর্কশ স্বরে জানিয়ে দিল শেরিফ।

'শুনেছি,' সেলের ভিতরে ঢুকে পড়ল জন, বন্দিকে শুয়ে পড়ার নির্দেশ দিল।

'দয়া করে যদি পাটা তুলে দিতে!' দুর্বল স্বরে অনুরোধ করল ট্রাম্বাল।

কটের উপর তার পা তুলে দিল জন। শুয়ে পড়ল বন্দি, যন্ত্রণায় কুঁচকে গেছে মুখ। কটটা ঠেলে একেবারে কোণে নিয়ে গেল জন।

'মাথার উপর হাত তুলে দাও,' ট্রাম্বালকে নির্দেশ দিল ও।

হাত ছড়িয়ে দিতে দুই সেলের মাঝখানের গরাদের স্পর্শ পেল ট্রাম্বাল। পিছনের পকেট থেকে হ্যান্ডকাফ বের করল জন, পকেট হাতড়াল চাবির খোঁজে, পেয়ে কাফ দুটো খুলল। তারপর হ্যারি ট্রাম্বালের বাম কব্জিতে আটকে দিল একটা কাফ, অন্যটা আটকাল গরাদের বারের সঙ্গে। সেলের দরজা আটকানো থাকলে যতটা নিরাপদ থাকত, ঠিক সেই ব্যবস্থা হয়ে গেল এখন।

ঘুরে দাঁড়িয়ে শেরিফের চোখে বিষাদ দেখতে পেল জন, এখনও করিডরের মুখে দাঁড়িয়ে আছে সে। 'ডাক্তার আসছে,' সেল থেকে বেরিয়ে এসে বলল ও। 'ওই ছেলেটার জন্য এক ডলার রেখে যাচ্ছি তোমার ডেস্কে।' অফিসে এসে ডেস্কের উপর একটা কয়েন রাখল ও, তারপর আর কিছু না বলে বেরিয়ে এল।

রিগে উঠে লাগাম তুলে নিল হাতে, পুরের কয়েকটা মুহূর্ত একেবারে স্থিরভাবে বসে থাকল। ডেবির সঙ্গে দেখা হবে এখন, কী বলবে মেয়েটাকে? ভিড়ের মধ্য থেকে এক লোকের করা মন্তব্যটা মনে পড়ছে: *একদিনের জন্য দারুণ মুন্সিয়ানা দেখিয়েছ, মার্শাল! আড়াই জনই তো বলা উচিত, নাকি?* ঠিকই বলেছে লোকটা, কিন্তু কীভাবেই বা ঘটনাটা এড়াতে পারত ও?

গলিতে ফিরে এসে লোডিং ডকের সঙ্গে ঘোড়ার লাগাম বাঁধল ও। যে-দরজায় গুলি বিঁধেছিল, খোলা আছে ওটা, ভিতরে লণ্ঠন জ্বলছে। হার্ডঅয়্যার স্টোর এটা। তবে আন্ডারটেকিং পার্লার হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। জেরি লেনহ্যামের লাশ ভিতরে নিয়ে গেছে লোকজন।

লণ্ঠনটা যেখানে রেখেছিল, সেখানেই পেল জন। ওটা জ্বেলে অফিসে ঢুকল। ডেস্কের পাশের আর্মচেয়ারে বসে আছে ডেবি। ফ্যাকাসে এবং উদ্বিগ্ন মেয়েটির মুখ, চোখজোড়ায় রাজ্যের বিষণ্ণতা ছাড়াও আরও কী যেন রয়েছে—পড়তে সক্ষম হলো না জন—হয়তো উপহাস, ভয় আর অবিশ্বাসের মিশ্রণ। 'দুঃখিত, ডেবি। তোমার সামনেই ঘটল ঘটনাটা। এতে আমার কোন হাত ছিল না।'

'ওরা...ওরা কি তোমার পিছনে লেগেছিল?'

নড করল জন। 'ক্রসফায়ারের দুই হাউসম্যান।'

'লোকজন বলাবলি করছিল একজনকে খুন আর অন্যজনকে আহত করেছ তুমি।'

এবারও মাথা ঝাঁকাল ও, তবে তিক্ত মনে। 'একজন বলছিল একদিনের জন্য যথেষ্ট মুন্সিয়ানা দেখিয়েছি আমি। আড়াইজনকে খুন করেছি।'

'আমিও এরকমই ভাবছিলাম।'

'সেজন্য গর্ব হচ্ছে না আমার, ডেবি। কিন্তু ওরা আমাকে খুন করতে চেয়েছিল।'

'চাকুরি ছেড়ে এখান থেকে চলে যেতে পারো তুমি।'

'না, পারি না, ডেবি। কারণটা জানতে চেয়ো না, বলতে পারব না।' থামল ও। 'বাড়ি যাবে না?'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল ডেবি, আর কোন প্রশ্ন করল না বা কৌতূহলও দেখাল না। আগের মতই লণ্ঠন হাতে আগে আগে এগোল জন, ডেবিকে বাগিতে চড়তে সাহায্য করল। ফিরে এসে অফিসে রাখল লণ্ঠনটা, নিভিয়ে তালা আটকাল দরজায়, তারপর বাগিতে উঠল।

লোডিং ডকের খোলা দরজার সামনে দিয়ে যাওয়ার অনিচ্ছা থেকে

বাগি ঘুরিয়ে সাইড স্ট্রিটে ঢুকে পড়ল ও। মূল রাস্তায় কয়েকটা আকরিকের ওয়্যাগন চলছে, ফাঁকা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হলো। 'ডেবি, তোমরা বলার আগেই রূমিং হাউস ছেড়ে যাচ্ছি আমি,' মৃদু স্বরে বলল জন।

'হ্যাঁ, আমার মনে হয় সেটাই ভাল হবে,' একেবারে নিরাবেগ কণ্ঠে সায় জানাল মেয়েটি।

ফাঁক বুঝে বাগিটা রাস্তায় নিয়ে এল জন, ওপাশের সাইড স্ট্রিট ধরে এগোল। 'ডোরা খালাকে একটু বুঝিয়ে বলবে যে তোমাকে বিপদে ফেলিনি আমি?'

'নিশ্চই,' ফাঁকা স্বরে বলল ডেবি।

'পরে তোমার সঙ্গে দেখা করতে দেবে তো?'

উত্তর দেওয়ার আগে মুহূর্ত কয়েক ভাবল ডেবি। 'এখনই বলতে পারছি না। আগে দেখতে হবে খালা সব শুনে কী মনে করে।'

'ওর কথা বাদ দাও। তুমি কী মনে করছ?'

মাথা নাড়ল ডেবি। 'এত দ্রুত ঘটেছে সবকিছু! কেমন লাগছে বলতে পারছি না, জন, তবে কিছুটা ভয় যে পেয়েছি তাতে কোন সন্দেহ নেই। তোমার জন্য।'

'অযথা ভয় পেয়ো না। আর মাত্র একজন হাউসম্যান আছে। মনে হয় না আমাকে শিকার করতে আসবে ও।'

'কিন্তু ওদের বন্ধুবান্ধব আছে! লড়াইটাকে ব্যক্তিগত বলে ধরে নেবে ওরা। তখন কী করবে? এই শহরে একটুও নিরাপদ নও তুমি। মুহূর্তের জন্যও নয়। এখানে থাকলেই মরবে, তার আগেই চলে যাচ্ছ না কেন?'

'হয়তো যাব, তবে এখনই যাচ্ছি না।'

'কেন?' প্রায় চিৎকার করল ডেবি। 'আজ রাতেই চলে যেতে পারো। কীসের মায়ায় এখানে থাকতে চাইছ?'

'আগেও বলেছি, তোমাকে বলতে পারব না।'

'বলবে না, এই তো?'

'হ্যাঁ।'

বোর্ডিং হাউসের সামনে চলে এসেছে ওরা। লাগাম টেনে ধরল জন। নেমে গিয়ে লাগাম বাঁধল ও, এপাশে এসে ডেবিকে নামতে সাহায্য করল। একসঙ্গে বারান্দা পেরিয়ে বাড়িতে ঢুকল ওরা। সিঁড়ির গোড়ায় থামল জন। 'তুমি না চাইলে এখানে আর আসব না আমি,' বলল ও।

রাগ এখনও পড়েনি ডেবির, তীক্ষ্ণ স্বরে বলল: 'হয়তো কখনোই চাইব না আমি!' দেয়ালের লণ্ঠন থেকে বিচ্ছুরিত উজ্জ্বল আলোয় পরস্পরকে দেখল ওরা, ডেবির নীচের ঠোঁটে কম্পন দেখতে পেল জন। বুঝতে পারল না এর কারণ রাগ নাকি বিষণ্ণতা।

'শুভরাত্রি,' মৃদু স্বরে বলল ও, তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল। উপরে এসে ঘুরে দাঁড়াল, ডেবিকে এখনও ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হলো। তবে চোখাচোখি হওয়ার আগেই ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটি, এক ছুটে করিডরে হারিয়ে গেল।

নিজের কামরায় এসে মামুলি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল জন, ব্ল্যাঙ্কেট রোলে সব ঢুকিয়ে বেরিয়ে এল। লিভারি স্টেবলে এসে বাগি বুঝিয়ে দিল হসল্যারকে। তারপর হেঁটে অফিসে চলে এল।

আজ রাতটা সোফায় শুয়ে কাটাতে হবে, কাল হয়তো একটা কটের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

তবে এখন থেকে এটাই হবে ওর বাড়ি।

দশ

পরদিন সকাল দশটার দিকে তিন বডিগার্ডকে নিয়ে প্রায় শূন্য ক্রসফায়ারে ঢুকল কার্ল রিডল। দীর্ঘ বারে দাঁড়ানো প্রথম দুই বারটেন্ডারকে "সুপ্রভাত" জানাল সে। তৃতীয় বারটেন্ডার, বারের প্রান্ত ঘুরে চলে এল রিডলের সামনে।

'মর্নিং, কার্ল,' বলল সে। 'অফিসে দু'জন অপেক্ষা করছে তোমার জন্য। সাটলার আর অবার। মার্শাল এসেছিল, বলল তোমার সঙ্গে নাকি জরুরি কথা আছে। ওকে খবর দেব?'

আরামদায়ক রেঞ্জের পোশাক রিডলের পরনে, চিন্তিত ভঙ্গিতে জিভ চালিয়ে ঠোঁট ভেজাল সে। 'উঁহুঁ, টেড। দুপুর পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকবে ওরা। জনের সঙ্গে আমি নিজেই দেখা করব।'

টেড নামের বারটেন্ডারের সঙ্গে রিডলের আলাপ শুনেছে বডিগার্ডরা। নির্দেশ দেওয়ার দরকার হলো না, নিজ থেকে ফিরতি পথে দরজার দিকে এগোল দু'জন; অন্যজন অপেক্ষায় থাকল, বস্ রওনা দিতে পিছু নিল।

রাতটা বাথানে কাটিয়েছে রিডল। শুয়ে পড়বে, এসময় শহর থেকে বাথানে গিয়ে উপস্থিত হয় এক সার্কেল-আর কাউহ্যান্ড। জন ক্যালকিনের সঙ্গে সাবেক হাউসম্যানদের গোলাগুলির খবর নিয়ে পৌঁছায় সে। মার্শাল হিসাবে জন কতটা দক্ষ বা টাফ, এ-নিয়ে রিডলের মনে ক্ষীণ সন্দেহ থাকলেও সেটা কেটে গেছে। নতুন মার্শাল কী বিষয়ে ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইছে, কারণটা অনুমান করার প্রয়াস

পেল সে। নিশ্চই গতরাতের ঘটনা ব্যাখ্যা করবে না? সত্যি কথা বলতে কী, এ-পর্যন্ত যা কিছু করেছে সে, অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে এমন কোন কিছুর ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি; বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার কাজেই উদ্দেশ্য বা মোটিভ বোঝা গেছে।

প্রচণ্ড উত্তাপের কারণে সাতসকালে ধূলিময় হয়ে ওঠে রাস্তা। শ্বাসরোধী ধুলো এড়াতে সামনের দুই বডিগার্ডকে সাইড স্ট্রিট হয়ে স্টোরে যাওয়ার নির্দেশ দিল রিডল, স্টোরের পিছনের দরজা খুললেই মার্শালের অফিসে পৌঁছে যাবে।

ধুলো এড়াতে চব্বিশ ঘণ্টা দরজা বন্ধ রাখা হয় বিশাল স্টোরের; স্বভাবতই গরমের সময় ভিতরটা উনুনের মত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সরাসরি পিছনের দরজায় চলে গেল দুই ষণ্ডা, পাশে সরে জায়গা দিল বস্-কে। এই দরজার উপরেও একটা সাইন রয়েছে: **টাউন মার্শালের অফিস**। দরজায় মৃদু করাঘাত করল কার্ল রিডল, ভিতর থেকে আমন্ত্রণ আসতে ঢুকে পড়ল।

ডেস্কে বসে আছে জন, ঘাড়ের উপর দিয়ে তাকাল দরজার দিকে, রিডলকে দেখে বলল, 'মর্নিং, কার্ল।' তারপর চেয়ার ঘুরিয়ে তিন বডিগার্ডের দিকে ফিরল। 'বাইরে থাকো তোমরা,' সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিল ও।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রিডলের দিকে তাকাল তিনজন। বস্-কে মৃদু মাথা ঝাঁকাতে দেখে গলির দিকের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল একে একে।

হাত নেড়ে আর্মচেয়ারটা দেখাল জন। 'এটাই সবচেয়ে আরামদায়ক আসন, কার্ল। বোসো।'

ভিতরে চলে এল ক্রসফায়ার মালিক, পুরো কামরায় নজর চালাল। চেয়ারে বসার সময় বলল, 'যা যা দরকার, পেয়েছ?'

'শুধু একটা কট বাকি। হাঙ্ক ব্যবস্থা করবে ওটার।'

কোণে রাখা ব্ল্যাঙ্কেট রোলটা চোখ এড়ায়নি রিডলের। 'এখানেই ঘুমাবে নাকি?'

নড করল জন। 'গতকাল থেকে গিবসনদের বোর্ডিং হাউসে অবাঞ্ছিত হয়ে গেছি আমি।'

'তোমাকে খেদিয়ে দিয়েছে নাকি মিস্ গিবসন?'

'তা নয়। ও বলার আগেই চলে এসেছি।'

বুক-পকেট থেকে দুটো সিগার বের করল কার্ল রিডল, একটা ছুঁড়ে ফেলল ডেস্কের উপর, কামড়ে গোড়া ফেলে দিল দ্বিতীয়টার, ঠোঁটে ঝোলাল। ড্রয়ার খুলে দেয়াশলাই বের করল জন, দু'জনে সিগার ধরাল, তারপর হেলান দিল সুইভেল চেয়ারে।

'ভাল একটা দিনই গেছে তোমার!' তাকিয়ে আছে রিডল। 'রাতের ঘটনাটা খুলে বলো তো।'

সংক্ষেপে ট্রাম্বালদের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা জানাল জন। সেলের চাবি দিতে শেরিফ জ্যাক ওয়াল্টনের অস্বীকৃতি এবং পরে গরাদের বারের সঙ্গে হ্যান্ডকাফ দিয়ে ট্রাম্বালকে বন্দি করার কথা শুনে উচ্চস্বরে হেসে উঠল কার্ল রিডল। হাসিটা এত স্বতঃস্ফূর্ত আর স্বাভাবিক যে, উত্তরে জনও হাসল।

'তা হলে ওয়াল্টনের গলায় আটকেছ হ্যান্ডকাফটা! আহ্! কাজ করেছ একটা! মনে হয় না খুশি হয়েছে জ্যাক।'

'একটুও না। তবে মনে হয় না বেশিক্ষণ ট্রাম্বালকে রাখতে পারব ওখানে। এজন্যই তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছি।'

'বলে ফেলো।'

ট্রাম্বালকে আপাতত গরাদের সঙ্গে হ্যান্ডকাফ দিয়ে আটকে রেখেছি, আসলে বলা উচিত অন্তত এক ঘণ্টা আগেও তাই ছিল। সকালে গতরাতের চেয়েও বেশি খেপা দেখলাম ওয়াল্টনকে, কিন্তু মাথাটা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ট্রাম্বালকে মুক্তি দেওয়ার দুর্বুদ্ধি ঠিকই চলে আসবে ওর মাথায়। একটা হ্যাকস' হলেই চলবে, মুক্তি পেয়ে যাবে ট্রাম্বাল।'

'সেক্ষেত্রে সরাসরি ওর সঙ্গে কথা বলব আমি, সেটাই বোধহয় ভাল হবে।'

'বোলো, তবে আগে আমার সব কথা শোনো।' টাউন কাউন্সিলের নতুন আইন জানাতে জ্যাক ওয়াল্টনের সঙ্গে গতকাল দেখা করতে গিয়েছিল জন, শেরিফের প্রতিক্রিয়ার কথা জানাল। ওয়াল্টন টের পেয়ে গেছে যে আসলে নতুন সেলুন তৈরিতে শেরিফের পার্টনার হওয়ার কোন ইচ্ছেই ছিল না ওর। সবশেষে শেরিফের দেওয়া হুমকির কথাও বলল।

মনোযোগ দিয়ে সব শুনল কার্ল রিডল। শেরিফকে অতটা গুরুত্ব দিতে নারাজ সে। ওর বিবেচনায় আসলে যতটা না সামর্থ্য, তারচেয়ে একটু বেশিই গলাবাজি করে ওয়াল্টন। শেরিফের সঙ্গে অলিখিত ব্যবসায়িক একটা চুক্তি আছে ওর, সেটা বোধহয় আর থাকছে না। জ্যাক ওয়াল্টনের লিপ্সার কারণে বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। টাউন মার্শালকে অসহযোগিতার অজুহাতে শহরের উত্তর অংশে মেয়েদের শ্যাকগুলো বন্ধ করে দেওয়া যায়, কিন্তু পরিণতিটা ভাল নাও হতে পারে, হয়তো জটিলতা বাড়বে আরও।

'তোমাকে জড়ানো ছাড়াই ওকে শায়েস্তা করার একটা উপায় আছে, কার্ল,' নিজ থেকে পরামর্শ যোগাল জন। 'এমনকী ওর সঙ্গে কথাও বলতে হবে না তোমার।'

'কী সেটা?'

'ইন্ডিয়ান বেন্ডের কাউন্টি জেলে ট্রাম্বালকে স্থানান্তর করব আমি, মানে তুমি যদি অনুমতি দাও। খুনের চেষ্টায় অভিযুক্ত একজন আসামীকে নিয়ে যখন ওখানে যাব আমি, প্রথমেই ওরা জানতে চাইবে কেন লোকটাকে এখানে আটকে রাখিনি। উত্তরে যখন জানাব যে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেনি ওয়াল্টন, নিশ্চই বসে থাকবে না ওরা। ওয়াল্টন চাকুরিও হারাতে পারে, সেক্ষেত্রে ওর ব্যবসাও বাতিলের খাতায় চলে যাবে। এসবের সঙ্গে তোমার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক থাকবে না।'

নীরবে বসে আছে কার্ল রিডল, মনে মনে ভাবছে জনের প্রস্তাবটা। কোন সন্দেহ নেই, নতুন মার্শালের মাথাটা বেশ চালু। নিজে না জড়িয়ে

এভাবেই জ্যাক ওয়াল্টনকে শায়েস্তা করা সম্ভব হবে। নিদেনপক্ষে জ্যাক ওয়াল্টনকে কঠোরভাবে তিরস্কার করবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, পাশাপাশি কিছুদিন তাকে পর্যবেক্ষণও করবে; আর যদি বরখাস্ত করে, সেক্ষেত্রে ব্যবসায়িক বন্ধু কার্ল রিডলের সাহায্য দরকার হয়ে পড়বে ওয়াল্টনের। কমিশনারের সঙ্গে খাতির আছে ওর, বেনিঙে ওর ক্ষমতা সম্পর্কে জানেন তিনি, ওয়াল্টনের পক্ষে সুপারিশ করলে অনুরোধটা হয়তো রাখবেনও। সেক্ষেত্রে, ওর সাহায্য আজীবনের জন্য ঋণী করে ফেলবে ওয়াল্টনকে, এবং নিঃসন্দেহে, বাড়তি মুনাফা কামানোর অবাধ্য ইচ্ছেটাকেও গলা টিপে হত্যা করতে বাধ্য হবে সে।

'দারুণ!' মৃদু স্বরে নীরবতা ভাঙল ক্রসফায়ার মালিক, মুখে স্মিত হাসি। 'কিন্তু এমন খাসা প্ল্যান কীভাবে বের করলে?'

'ভয়ে। বুঝতেই পারছ, যে-কোন সময়ে মুক্তি পেয়ে যেতে পারে ট্রাম্বাল। আর ও আশপাশে থাকা মানে যখন-তখন একটা শটগানের গুলিতে দু'ভাগ হয়ে যেতে পারি আমি। ও জেলে থাকলেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারব।'

'অতদূর যেতে পারবে তো সে?'

'ডাক্তার বলল বাকবোর্ডে করে পারবে। গুলিটা স্রেফ মাংস ফুটো করেছে, হাড়ে লাগেনি।'

'কতদিন লাগবে তোমার?'

'ভাল ঘোড়া পেলে যেতে-আসতে মোট চার-পাঁচদিন লাগবে বোধহয়। নির্ভর করছে ইন্ডিয়ান বেন্ডে কতক্ষণ বা কতদিন থাকতে হয়, তার উপর।'

সামান্য মাথা ঝাঁকাল রিডল, যেন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। 'ভাল ঘোড়া যাতে পাও, সেটা আমি নিজে দেখব। আমার ঘোড়াই দেব।' পিকদানিতে সিগারটা ছুঁড়ে ফেলল সে, উঠে দাঁড়িয়েছে। 'মার্শাল ছাড়াই গত চার বছর চলেছে, আমার তো মনে হয় আরও পাঁচ দিনও চালিয়ে নিতে পারব আমরা। কাজটা সেরে ফেলো, জন।'

বিশাল হাতটা বাড়িয়ে দিল সে, উঠে দাঁড়িয়ে সেটা গ্রহণ করল

জন।

'নিজের দিকে খেয়াল রেখো, ইয়াং ফেলা।'

নড় করল ও। 'ঘোড়া পেলে কালই রওনা দেব আমি।'

দুপুরে এবং সন্ধ্যায়–সাপারের সময়, জেল হাউসে গেল জন। দু'বারই খাবারের ট্রে নিয়ে ওর সঙ্গে থাকল রেস্তোরাঁর একটা ছেলে। এখনও গরাদের সঙ্গে হ্যান্ডকাফ পরা অবস্থায় আছে হ্যারি ট্রাম্বাল। বন্দিকে মুক্ত করার কোন চেষ্টা করেনি শেরিফ জ্যাক ওয়াল্টন, কে জানে হয়তো কার্ল রিডলের ভয়ে! জন আশা করছে, আজ রাতটাও ট্রাম্বালের কাছ থেকে দূরে থাকবে সে।

সন্ধ্যার পর শহরে রাউন্ড দিতে বেরোল ও। দুটো সেলুনে ঢুঁ মারল প্রথমে। ক্রসফায়ারে এক মাতাল ওর সঙ্গে হাতাহাতি করতে এল, কিন্তু উস্কে না দিয়ে বরং মৃদু স্বরে কথা বলে ঠাণ্ডা করল লোকটাকে। চায় না বন্দির সংখ্যা বাড়ুক। ওর অনুপস্থিতিতে জেলে থাকবে লোকটা; ঝামেলাবাজ এক মাতালের কারণে কালকের যাত্রা পণ্ড হোক, চায় না জন।

রোববার বলে এগারোটার সময় বন্ধ হয়ে গেল সেলুন। এর মিনিট কয়েক পর রাউন্ড শেষ করে অফিসে চলে এল জন, কাপড় খুলে কটে শুয়ে পড়ল। বিকালে কটটা পাঠিয়েছে হাঙ্ক লুইস।

অন্ধকারে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকল ও, ডেবি গিবসনের কথা মনে পড়ছে। নিশ্চই চার্চে গিয়েছিল মেয়েটা, ফিরে এসে রোববারের জন্য বিশেষ খাবার তৈরি করেছে। হঠাৎ করেই ওর উপলব্ধি হলো, বোর্ডাররা যে যেমনই হোক, তাদের অভাবটা বড় লাগছে। এ-মুহূর্তে জেফ বসওয়েলের সঙ্গে বসে আড্ডা দিতে পারলে সত্যি খুশি হত ও। এমনকী মিসেস ডোরা গিবসনের অভাবও বোধ করছে।

পাশ ফিরে শুলো ও। আশায় আছে শিগ্‌গিরই ঘুম নেমে আসবে চোখে। তখনই গলির দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দ শুনতে পেল। কট ছেড়ে উঠে পড়ল জন, ট্রাউজার পরল, মেঝেয় রাখা গানবেল্ট জড়াল কোমরে, তারপর দরজার দিকে এগোতে গিয়েও দ্বিধা করল। ফের

করাঘাত হলো। বাতি জ্বালানো বোকামি হবে, জানে ও, ঘরের আলোর কারণে সহজ টার্গেটে পরিণত করবে নিজেকে।

ঠাণ্ডা টাইলসের মেঝের উপর দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে দরজার দিকে এগোল ও, খিড়কি তুলে একটানে খুলে ফেলল দরজা। 'কে?'

দেয়ালের সঙ্গে মিশে ছিল লোকটা, দরজার কাছাকাছি চলে এল। গলির অন্ধকারের মধ্যেও কাঠামোটা যে একজন মহিলার, ধরতে অসুবিধা হলো না জনের।

'আমি, ক্রিস মার্টিন। ভেতরে ঢুকতে দাও আমাকে, আর দয়া করে বাতি জ্বালিয়ো না।'

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে দরজা মেলে ধরল জন, সরে দাঁড়াল যাতে ঢুকতে পারে মেয়েটি; অবচেতন মনে শঙ্কা–বিপদে পড়তে যাচ্ছে! ক্রিস ঘরে ঢোকার পর দরজা আটকে দিল ও, অন্ধকারের মধ্যেই বলল, 'হাতের ডানে রয়েছে সোফাটা।'

'জানি আমি।'

সন্তর্পণে সোফার দিকে এগোল ক্রিস, সুইভেল চেয়ারের কাছে চলে এল জন, বসল।

'কী ব্যাপার, ক্রিস? কার্ল জানে তুমি এখানে এসেছ?'

'না। বাথানে গেছে ও। ওর সঙ্গে বডিগার্ডরাও গেছে। সুতরাং দুশ্চিন্তা কোরো না।'

'আমার নয়, তোমারই দুশ্চিন্তা করার কথা। এখানে এলে কেন?'

অন্ধকারে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্রিস। 'কার্লের কাছে শুনলাম আগামীকাল এক বন্দিকে নিয়ে ইন্ডিয়ান বেন্ডে যাচ্ছ তুমি?'

'ঠিকই শুনেছ।'

মুহূর্ত কয়েকের নীরবতা। 'আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও, জন,' প্রায় মিনতির সুরে বলল ক্রসফায়ারের ফারো ডিলার। 'দয়া করো! আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও!'

অন্তত দশটা প্রশ্ন উঁকি দিল জনের মনে, কিন্তু প্রথমটা জিজ্ঞেস করল ও। 'আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছ নাকি, ক্রিস?'

'ফাঁদে ফেলব? নাহ্, স্রেফ সাহায্য চাইছি।'

'ভয়টা কীসের তোমার?'

'কার্লকে ছেড়ে যাচ্ছি আমি,' তিক্ত স্বরে ব্যাখ্যা দিল ক্রিস। 'যথেষ্ট হয়েছে। অনেক সহ্য করেছি,'আর পারছি না।'

'স্টেজে চলে গেলেই পারো।'

'ভেবেছ চেষ্টা করিনি? পিছু নিয়ে স্টেজটা ধরে ফেলেছিল কার্লের লোকেরা, তারপর টেনে-হিঁচড়ে নামিয়েছে আমাকে। বাড়ি ফেরার পর ইচ্ছেমত আমাকে পিটিয়েছে কার্ল।'

'তা হলে কোন ফ্রেইটারের সঙ্গে চলে যাও।'

'ওটাও বাদ দেইনি। আমাকে লুকিয়ে রাখার অজুহাতে ফ্রেইটারকে খুনে করেছে কার্লের লোকেরা।'

'বোঝার চেষ্টা করো, ক্রিস, ধৈর্য হারাল না জন। 'কার্ল বা ওর কোন লোক এখানে বাকবোর্ড নিয়ে আসবে কাল। ওটায় একটাই আসন থাকবে। আমার আর ট্রাম্বালের মাঝখানে বসবে তুমি?'

'এ-নিয়ে ভেবেছি আমি। সন্ধ্যায় ফীড স্টেবল থেকে একটা ঘোড়া যোগাড় করে লুকিয়ে রেখেছি। এখান থেকে বেরিয়ে সরাসরি ইন্ডিয়ান বেন্ডের রাস্তা ধরব। দিনের আলো ফুটলে ঘোড়া থামিয়ে অপেক্ষা করব তোমার জন্য।'

'থামার কী দরকার, রাইড করতে থাকলেই তো হয়?'

'দিনের আলোয় আমাকে চিনে ফেলবে লোকজন। সব ফ্রেইটার আর স্টেজ ড্রাইভার চেনে আমাকে। কার্লের কাছে খবরটা পৌঁছে দেবে ওরা।'

'তোমার সঙ্গে আমাকেও চিনবে ওরা।'

'মনে হয় না। চুল ঢেকে রাখব আমি, একটা ওড়না পরব। জানো বোধহয়, ট্রাম্বালের বউ মেক্সিকান। ওর শরীরের গড়ন বা উচ্চতা প্রায় আমার মত। পথে আমাদের কেউ দেখলে সবাই মনে করবে ট্রাম্বালের বউ সঙ্গে যাচ্ছে, ট্রায়াল পর্যন্ত স্বামীর কাছে থাকবে।'

'যাবে কোথায়?'

'জানি না। প্রচুর টাকা আছে আমার হাতে, তাসের সব রহস্যই জানি। ঠিকই গুছিয়ে নেব কোথাও।' ক্ষণিকের জন্য থামল ক্রিস, অনুনয় ফুটল কণ্ঠে। 'প্লীজ, জন, রাজি হয়ে যাও!'

'ইন্ডিয়ান বেন্ড থেকে ফিরে এলেই আমাকে চেপে ধরবে কার্ল, তখন কী করব? তুমি নেই, দেখা যাবে হ্যারি ট্রাম্বালের বউও রয়ে গেছে। দু'য়ে দু'য়ে চার মেলাতে কষ্ট হবে না ওর।'

'সত্যি কথাই বলবে ওকে,' দ্বিধা ছাড়াই বলল ক্রিস। 'বলবে ইন্ডিয়ান বেন্ডের রাস্তায় তোমাকে থামিয়েছি আমি। লাথি মেরে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে কার্ল, আমাকে নাকি আর দরকার নেই ওর। আমার ঘোড়াটা খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল, পায়ে হাঁটতে বাধ্য হয়েছি। সব শুনে আমাকে বাকবোর্ডে তুলে নিলে। ঘোড়া হারিয়ে পায়ে হাঁটতে বাধ্য হয়েছে, রাস্তায় এমন কাউকে পেলে তো তাই করবে? আমি তোমাকে বলিনি কোথায় বা কী কারণে যাচ্ছি।'

'কার্ল প্রশ্ন করবে কেন তোমাকে বেনিঙে নিয়ে আসিনি।'

'কারণটা তোমাকে জানিয়েছি, আমাকে খেদিয়ে দিয়েছে ও।'

ব্যাপারটা মনে মনে উল্টেপাল্টে দেখল জন। ক্রিসের গল্পটা মন্দ নয়, হয়তো পার পেয়ে যাবে ও। যত যাই হোক, ক্রিসের ব্যাপারে ওকে কখনও সতর্ক করেনি কার্ল রিডল। দূরে থাকতেও বলেনি। রিডলের ঈর্ষাবোধ বা ক্রিসের উপর একচ্ছত্র অধিকার বা অত্যাচারের গল্প–সবই যুবতীর মুখে শোনা, এ-ব্যাপারে কিছুই জানে না রিডল। ক্রিসের অতীত সম্পর্কে জেনেছে ও, তবে সেটা জেফ বসওয়েলের কাছ থেকে; কিন্তু ব্যাপারটা জানে না রিডল, জানার কথাও নয় যে মুদ্রাকর ওকে বলেছে এমন কিছু, কারণ রিডলকে ঘৃণা করে সে। এটা সত্যি যে হিরাম ডেলি ওকে জানিয়েছে ক্রিস আক্ষরিক অর্থে রিডলের মেয়েমানুষ, ক্রিসের কাছ থেকে ওকে দূরে থাকারও পরামর্শ দিয়েছে; কিন্তু এটা স্রেফ সতর্ক করে দেওয়া, অন্য কিছু বোঝা যায় না। খানিকটা বুদ্ধি আর কৌশল খাটালে পরিস্থিতি নিজের দিকে টানতে সক্ষম হবে, পরিষ্কার করতে পারবে নিজের অবস্থান–অসহায় পরিত্যক্তা

ক্রিস মার্টিনকে রাস্তায় পেয়ে চলে যেতে সাহায্য করেছে ও, পরোক্ষভাবে আসলে কার্ল রিডলের আপদ বিদায় করেছে।

তবে প্রথমেই ভাবতে হবে ক্রিসের কারণে কোনভাবে ওর নিজস্ব পরিকল্পনার ব্যাঘাত ঘটে কি না। উঁহুঁ, মনে হয় না তেমন কিছু ঘটবে, সিদ্ধান্তে পৌঁছল জন, কারণ বেনিঙে ফিরে এসে যখন নিজ থেকে ক্রিসকে সাহায্য করার গল্প করবে ও, ততক্ষণে টেরিটরি আর রিডলের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে মেয়েটা।

'গতকাল আমাকে কী বলতে চেয়েছিলে, ক্রিস?'

'আমার উপর কার্লের অত্যাচারের কথা। মনে করেছিলাম নিজের ক্ষতি না করে আমাকে সাহায্য করতে পারবে। তবে দুপুরে কার্লের কাছে যখন শুনলাম ট্রাম্বালকে নিয়ে কাল ইন্ডিয়ান বেন্ডে যাবে, বুঝে ফেললাম এটাই আমার জন্য একমাত্র সুযোগ। আমাকে সাহায্য করবে তো, জন?'

মেয়েটির গলার ক্ষতচিহ্ন, কার্ল রিডলের বিকৃত মানসিকতা, অত্যাচার আর ক্রিসের সামাজিক মর্যাদা–স্রেফ একজন রক্ষিতা–চিন্তা করে রাজি হলো জন। 'হ্যাঁ,' মৃদু স্বরে সায় জানাল ও।

এগারো

রেস্তোরাঁয় নাস্তা শেষে অফিসের সামনে পৌঁছল জন, ওর সঙ্গে রয়েছে হ্যারি ট্রাম্বাল। ক্রাচে ভর দিয়ে পাশাপাশি হাঁটছে সে। লোডিং স্টকে একটা বাকবোর্ড বাঁধা দেখতে পেল জন, পোর্চের বেঞ্চিতে বসে আছে কার্ল রিডল, দুই বডিগার্ড দু'পাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে।

আগ্রহ নিয়ে বাকবোর্ডটা দেখল জন, কারণ আজকের আগে এরকম কোন রিগ দেখেনি। পাটাতনের চার কোণে জুড়ে দেওয়া ধাতব রড টান-টান ক্যানভাসকে মজবুত করে তুলেছে। দু'পাশে খোলা, তবে উপরের ক্যানভাস সানশেড হিসাবে কাজে দেবে।

'মর্নিং, জন,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল রিডল। ট্রাম্বালের দিকে তাকানোর গরজ অনুভব করল না। 'তৈরি তো?'

উৎফুল্ল, উদ্বেগহীন দেখাচ্ছে ক্রসফায়ার মালিককে। এখনও ক্রিসের অনুপস্থিতি টের পায়নি সে, অনুমান করল জন। সাতসকালে প্রেয়সীর ঘুম ভাঙাতে চায়নি বোধহয়। মনে স্বস্তি বোধ করল ও, দুটো কারণে—এখানে রিডলের উপস্থিতি, নিজের চোখে সে দেখে যাচ্ছে যে ক্রিস ওর সঙ্গে রওনা দেয়নি, এবং মেয়েটির অনুপস্থিতি টের পাবে যখন, ততক্ষণে বেনিং থেকে বেশ দূরে চলে যাবে ওরা।

'বেডরোলটা নিলেই যাত্রা করতে পারব।'

রিডলকে পাশ কাটিয়ে অফিসের দরজার সামনে চলে গেল জন, তালা খুলে ভিতরে ঢুকল। কোণে রাখা ব্ল্যাঙ্কেট রোল তুলে নিল।

'সঙ্গে আমার দু'জন লোক গেলে কেমন হয়, জন?' বাইরে থেকে জানতে চাইল ক্রসফায়ার মালিক। 'বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ পাবে তা হলে। তুমি যখন ঘুমাবে, ট্রাম্বালকে পাহারা দেবে ওরা।'

রিডলের দিকে পিছন ফিরে আছে বলে নিদারুণ স্বস্তি বোধ করল জন, নইলে হয়তো ওর মুখের পরিবর্তন বা হতাশা দেখতে পেত সে। ব্ল্যাঙ্কেট রোল নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও, রিডলের মুখোমুখি হলো যখন, স্মিত হাসি ফুটল মুখে। 'আমাকে বরখাস্ত করার চেষ্টা করছ নাকি, কার্ল?'

বিস্ময় ফুটল তার মুখে। 'বরখাস্ত করব মানে?'

'ট্রাম্বালকে পাহারা দেওয়ার জন্য দু'জন লোক লাগে আমার, খবরটা যদি ছড়ায়, লোকজন আমার মুখের উপর হাসবে। চাকুরি থেকে ইস্তফা দেওয়া ছাড়া তখন উপায় থাকবে?'

ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল রিডলের। 'ঠিকই বলেছ।'

'মনে হয় না ট্রাম্বাল কোন ঝামেলা করবে। অতটা সাহস থাকলে পরশু রাতেই করত।'

নড করল কার্ল রিড্ল্। 'যাক্গে, আমি শুধু বলতে চাই যে চাইলে দু'জন লোক পেতে পারো তুমি।'

'ধন্যবাদ, চাকুরিটা হারানোর ইচ্ছে নেই আমার,' ক্রসফায়ার মালিককে পাশ কাটিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল জন, রিডল বেরিয়ে আসতে দরজায় তালা আটকাল, তারপর বাকবোর্ডের কাছে চলে এল। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা হ্যারি ট্রাম্বালের উদ্দেশে বলল, 'পাদানির কাছে চলে যাও, তোমাকে উঠতে সাহায্য করব।'

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পাদানির কাছে চলে গেল বন্দি। একসময় যত প্রতাপই থাকুক, একেবারে নগণ্য ও পরাজিত মানুষ মনে হচ্ছে। তাকে উঠতে সাহায্য করল জন, যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে ফেলল ট্রাম্বাল। সতর্কতার সঙ্গে বসল আসনে।

ঘোড়ার লাগাম রেইল থেকে খুলে নিল জন, তারপর বাকবোর্ডে চড়ল। 'নিশ্চিন্ত থাকো, কার্ল, চার-পাঁচদিনের বেশি লাগবে না।'

শুভেচ্ছার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রিডল।

লাগাম ঢিলে করল জন, গড়িয়ে এগোল বাকবোর্ড। হঠাৎ উপলব্ধি করল, ঘামছে ও। গরমের কারণে নয়। ক্রিসকে সাহায্য করতে রাজি হওয়ার পর এই প্রথম গুরুত্ব দিয়ে ভাবল সম্ভাবনাটা—আসলেই কি দু'য়ে দু'য়ে চার যোগ করতে ব্যর্থ হবে রিডল? ওর ইন্ডিয়ান বেন্ডে যাত্রা এবং ক্রিসের গায়েব হওয়ার মধ্যে দৈবাৎ যোগাযোগ বললে অতিরিক্ত হয়ে যায় না, যেখানে দুটো ঘটনা একই দিনে ঘটছে? অস্কার উইগিনের কাছ থেকে পরে খবর পেয়ে যাবে রিডল যে একদিন আগে অফিসে এসে জনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে ক্রিস। হয়তো ভাবতে পারে যে সেদিনই পালানোর পরিকল্পনা করেছিল ওরা। দুই হাউসম্যানের সঙ্গে ওর সংঘর্ষের আগের দিনের ঘটনা এটা। উঁহুঁ, বোকা নয় রিডল, ঠিকই বুঝে নেবে যে ইন্ডিয়ান বেন্ডে যাওয়ার অজুহাত হিসাবে এই ঘটনা ঘটায়নি জন।

কিন্তু নিশ্চয়তা কী?

এই শহরে এ-পর্যন্ত ওর প্রতিটি কাজই হয়েছে দারুণ ঝুঁকিপূর্ণ, তিক্ততার সঙ্গে ভাবল জন। এটা গ্রহণ করলে কী এমন ক্ষতি হবে?

ইন্ডিয়ান বেন্ডের রাস্তা শহর থেকে বেরিয়ে নাক বরাবর উত্তরে চলে গেছে কয়েক মাইল, তারপর কাউন্টির মূল পশ্চিম-পুবের রাস্তায় উঠে গেছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক নিশ্চিন্তে এগিয়ে চলল ওরা, ভিড় নেই রাস্তায়। যদিও পরে, মাঝে মধ্যে দলবদ্ধ ফ্রেইটারদের দেখা গেল; সম্ভবত একসঙ্গে রাত কাটিয়েছে ওরা, একইসঙ্গে যাত্রা করেছে সকালে উঠে।

এবড়োখেবড়ো প্রান্তরের বুক চিরে চলে গেছে রাস্তা। চারপাশে পাথর, বালি, মেস্কিট আর ক্যাকটাসের রাজত্ব। শক্ত পাথুরে জমি, নয়তো বালিময়; বাকবোর্ড নিয়ে এগোতে সমস্যা হচ্ছে। মাটি উত্তপ্ত, গতকালের উত্তাপ এখনও মিলিয়ে যায়নি।

ঘণ্টা দুয়েক পর চড়াইয়ে পৌঁছল ওরা, ঢালের আকারে ক্যানিয়নের তলায় নেমে গেছে রাস্তা। তলা থেকে আবার উঠে গেছে সমতল জমিতে, পাশে আকাশচুম্বী লালচে পাহাড়। এখানে পৌঁছে তীক্ষ্ণ শিস শুনতে পেল জন।

এতক্ষণ ঢুলছিল হ্যারি ট্রাম্বাল, শিসের শব্দে মুখ তুলে জনের দিকে তাকাল। 'এমন অদ্ভুত পাখির ডাক জীবনেও শুনিনি,' বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলল সে।

ডানে তাকাতে আকাশে চক্কররত একজোড়া শকুন দেখতে পেল জন। লাগাম টেনে ধরল ও, ঢাল ধরে উঠছে বলে ওয়্যাগন থামাতে বেশ বেগ পেতে হলো।

'মিনিট কয়েক ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেওয়া দরকার। ওখানে থাকতেও পারে কেউ।'

কথাটা শেষ করেনি জন, পাথুরে পাহাড়ের বাঁকে দেখতে পেল ক্রিস মার্টিনকে। পায়ে হাঁটছে মেয়েটা। পরনে ডিভাইডেড স্কার্ট এবং কালো ব্লাউজ। কালো ট্রিকর্ন হ্যাট মাথায়, ওটা থেকে বোরখার মত

ঝালর দেওয়া স্বচ্ছ কাপড় ঝুলছে মুখের সামনে।

'খাইছে! মহিলা দেখছি!' মেয়েটি এগিয়ে আসতে বিস্ময় প্রকাশ করল হ্যারি ট্রাম্বাল।

'এবং একা!'

ত্রিশ গজ দূরে থাকতে থমকে দাঁড়াল ক্রিস, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল ওদের, তারপর ছুটে এল বাকবোর্ডের দিকে, চেঁচাচ্ছে চড়া কণ্ঠে: 'জন! জন ক্যালকিন!'

'হায় খোদা, এ তো ক্রিস মার্টিন!' ট্রাম্বালের বিস্ময় আরও বেড়েছে।

বাকবোর্ডের কাছে চলে এল মেয়েটি। ক্রিস ঠিকভাবে ব্যাপারটা সামাল দিতে পারে কি না, আনমনে ভাবল জন; নীরব থেকে মেয়েটিকে প্রথম কথা বলার সুযোগ দিল। বাকবোর্ডের যে-পাশে ট্রাম্বাল বসেছে, সেদিকে এসে থামল ক্রিস, হাঁপানোর ফাঁকে বলল: 'এরচেয়ে তাজ্জব ঘটনা ঘটে?'

'এখানে কী করছ, ক্রিস?' জানতে চাইল ট্রাম্বাল। 'একা এসেছ নাকি?'

নড করল যুবতী। 'ইন্ডিয়ান বেন্ডে যাচ্ছিলাম। ক্যানিয়নে আমার ঘোড়াটাকে ভড়কে দিল একটা র‍্যাটলার। সঙ্গে সঙ্গে স্যাডল থেকে আমাকে ছুঁড়ে ফেলল ওটা, তারপর পাগলের মত ছুট দিল। কষ্টেসৃষ্টে এখানে উঠে এলাম, ভেবেছি এখান থেকে হয়তো দেখা যাবে ঘোড়াটাকে। কিন্তু অনেক খুঁজেও পাত্তা পাইনি ওটার।'

মন্দ নয়, আনমনে ভাবল জন। ট্রাম্বাল যে-প্রশ্নটা করত, সেটাই করল ও: 'বেনিং থেকে রওনা দিয়েছ কখন?'

'ভোরে। দিনের আলো ফোটার পরপরই।'

'তুমি একা রাইড করেছ?' নির্জলা অবিশ্বাস ফুটল জনের কণ্ঠে, মেয়েটি নড করতে জানতে চাইল: 'কেন?'

'কারণ আমাকে খেদিয়ে দিয়েছে কার্ল। আমার ব্যাপারে নাকি ওর কোন আগ্রহ নেই আর।'

ঘাড় ফিরিয়ে জনের দিকে তাকাল ট্রাম্বাল, মুখে স্পষ্ট অবিশ্বাস। কিন্তু সে মুখ খোলার আগেই খেই ধরল ক্রিস: 'ওকে ছেড়ে এসে সত্যি ভাল লাগছে আমার। বডিগার্ড নেই, স্পাইগিরি করার মত কেউ নেই, আমাকে পেটাবেও না কেউ।'

'স্টেজে এলে না কেন, ক্রিস?' জানতে চাইল সাবেক হাউসম্যান। 'কোন মেয়ের পক্ষে একাকী রাইড করার উপযুক্ত এলাকা নয় এটা।'

'মুক্তি পাওয়ার আনন্দে তর সইছিল না আমার, হ্যারি। তা ছাড়া আমার আশঙ্কা হচ্ছিল কার্ল হয়তো মত বদলে ফেলবে।'

'যাই হোক, তোমাকে এখানে ফেলে যেতে পারি না আমরা,' বলল জন। 'ওকে সাহায্য করো তো, হ্যারি।'

একটা হাত বাড়িয়ে দিল ট্রাম্বাল, বাকবোর্ডে উঠে দু'জনের মাঝখানে বসল ক্রিস। পানির ক্যান্টিন মেয়েটির দিকে বাড়িয়ে দিল জন।

'ওর ঘোড়াটার কী হবে?' ট্রাম্বালের জিজ্ঞাসা।

'রাস্তায় ফিরে আসবে ওটা। ভাগ্যবান কোন ফ্রেইটার দেখতে পেলে ধরে জুড়ে দেবে ওয়্যাগনের সঙ্গে,' বলল জন। আড়চোখে ক্রিসের দিকে তাকাল, স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে সত্যি চমৎকার দেখিয়েছে মেয়েটা। কথাবার্তা বা আচরণে সন্দেহ করার মত কিছু ছিল না। পরে কার্ল রিডল যদি ইন্ডিয়ান বেন্ডের জেলে বন্দি ট্রাম্বালের কাছে পাঠায় কাউকে, জনের কথার পুনরাবৃত্তি করবে সে। ক্রিসের কথায় বিশ্বাস করে সাহায্য করেছে ওরা, এবং পরোক্ষভাবে আসলে ক্রিস এবং রিডল, দু'জনেরই উপকার করেছে।

পানি পান করে ক্যান্টিনটা ফিরিয়ে দিল ক্রিস, মুখের উপর নামিয়ে দিল হ্যাটের কালো আচ্ছাদন। ঢাকা পড়ে গেল লাল চুল।

'উফ্, পায়ে হাঁটতে যে এত কষ্ট বুঝিনি কখনও! মাটি এমন তেতে আছে মনে হচ্ছিল যেন উনুনে পা ফেলছি!' ব্যাখ্যার সুরে বলল ক্রিস।

লাগাম ঢিলে করতে গতি পেল ওয়্যাগন। মনে মনে পরিস্থিতি বিবেচনা করল জন, মোটামুটি নিশ্চিত যে কালো ঝালরের কারণে

চেহারা বা লাল চুল দেখে ক্রিসকে চিনতে পারবে না কোন ফ্রেইটার।

স্টেজকোচের প্রথম রিলে স্টেশনে এসে ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়াল ওরা, আর দ্বিতীয় স্টেশন থেকে খাবার কিনল জন। স্টেশন এজেন্টকে ব্যাখ্যা করেছে আহত এক বন্দি এবং তার স্ত্রী রয়েছে ওর সঙ্গে; নড়াচড়া করলে তীব্র ব্যথা পাচ্ছে বন্দি। টিনের থালায় খাবার নিয়ে বেরিয়ে এল ও। ওয়্যাগনে বসেই খেল তিনজন। বেনিঙের রাস্তায় ওয়্যাগন বা রিগের যে ভিড় দেখা যায়, এখানে তার ছিটেফোঁটাও নেই; তবে কয়েকটা ফ্রেইট ওয়্যাগন আর তিনটা স্টেজের সঙ্গে দেখা হয়েছে ওদের।

সন্ধ্যার আগে আগে তৃতীয় রিলে স্টেশনে পৌঁছল ওরা। 'হাত-পা একটু ঝেড়ে নেবে নাকি, ক্রিস?' ওয়্যাগন থামিয়ে জানতে চাইল জন। 'এই ফাঁকে ক্যান্টিনগুলো ভরে নেব আমি।'

'ধন্যবাদ। হাতে-পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেছে!'

ওয়্যাগন থেকে নীচে নামল জন।

'পড়ে গেলে ধরো আমাকে, জন,' একটা হাত বাড়িয়ে বলল ক্রিস। 'মনে হয় না পায়ের উপর খাড়া হতে পারব।' সত্যি সত্যি মাটিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো, চট করে মেয়েটির বাহু চেপে ধরল জন, খাড়া থাকতে সাহায্য করল। তারপর কনুই ধরে ধীর পায়ে চক্রাকারে হাঁটাল ক্রিসকে।

ট্রাম্বালের কাছ থেকে একটু দূরে আসতে নিচু স্বরে বলল, 'আমার পিছু পিছু এসো।'

মিনিট কয়েকের মধ্যে নিজ পায়ে হাঁটতে সক্ষম হলো ক্রিস। বাকবোর্ডের কাছে চলে এল জন, পাটাতন থেকে দড়ি তুলে নিয়ে অ্যাডোবি স্টেশনের সামনের হিচিং রেইলের সঙ্গে বাঁধল একটা ঘোড়াকে। স্রেফ নিশ্চিত হওয়ার খাতিরে কাজটা করেছে, যদি বাকবোর্ড নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে ট্রাম্বাল। তবে পায়ের যে-অবস্থা তাতে এমন দুঃসাহস করবে না বন্দি। আসলে সেই সামর্থ্যই নেই তার।

প্রায় শূন্য দুই ক্যান্টিন তুলে নিয়ে অ্যাডোবি করালের দিকে এগোল ও। পাইপের মাধ্যমে ওঅটর ট্রাফে পড়ছে পানি।

প্রথম ক্যান্টিন পানিতে পূর্ণ করছে, এসময় ওর পাশে চলে এল ক্রিস। 'আমাদের কথা শুনতে পাবে না হ্যারি। ব্যাপার কী?'

'আরও একটা রাত ঘুম ছাড়া কাটাতে পারবে?'

'দরকার হলে তাই কাটাব। কেন?'

'তিনটা স্টেজের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমাদের, যার একটা বেনিঙে যাবে। তোমার অনুপস্থিতির খবর নিশ্চই পৌঁছে গেছে কার্লের কাছে, এতক্ষণে বোধহয় সব ড্রাইভারের সঙ্গে কথাও বলে ফেলেছে সে। কোন ড্রাইভার যদি আমাদের দেখার কথা বলে, সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠাবে ও। রাতটা বিশ্রামের জন্য যদি থামি এখানে, আমাদের ধরে ফেলবে ওরা।'

'আমরা না হয় বিশ্রাম নিলামই না! কিন্তু ঘোড়া? ওগুলো তো পুরো দিন ধরে ছুটতে পারবে না।'

'এজেন্টের সঙ্গে একটা রফা করে নের। ঘোড়া বদলে রওনা দেব আবার। তুমি বরং ক্যান্টিনগুলো ভরে ফেলো, এজেন্টের সঙ্গে কথা বলছি আমি।'

এজেন্টের সঙ্গে রফা এবং হসল্যারের সহায়তায় হার্নেসে তাজা ঘোড়া জুড়তে বিশ মিনিট লাগল। মার্শালের ব্যাজ দেখে আহত বন্দির গল্প বিশ্বাস করেছে এজেন্ট, তা ছাড়া ওদের ঘোড়াগুলোও রেখে যাচ্ছে বলে রাজি হয়ে গেল সে।

ফের যাত্রা করল ওরা।

পরদিন সকালে কাউন্টি শহর ইন্ডিয়ান বেন্ডে পৌঁছল ওরা। রিও কনেজো নদীর মোড়ে গড়ে উঠেছে শহরটা, তাই এই নামকরণ। বছরের অর্ধেকেরও বেশি সময় শুকনো থাকে নদীটা, তবে তীরে ঘন কটনউড সারির উপস্থিতিতে বোঝা যায় মাটির নীচে পানির যোগান একেবারে অপ্রতুল নয়। মূল রাস্তায় ঢুকতে একতলা অ্যাডোবি দালান আর অয়্যারহাউসের পিছনে ইটের তৈরি কোর্টহাউসটা দূর থেকে

দেখতে পেল জন। জমজমাট কাউ টাউন এটা।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, জনের প্রথম কাজ হচ্ছে স্টেজ স্টেশনে গিয়ে পশ্চিমমুখী স্টেজে ক্রিসকে তুলে দেওয়া। স্টেশনের সামনে পৌঁছল ওরা। এক কামরার অফিস। পাশে ফীড স্টেবল, পিছনের করাল শুকনো নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত।

ওয়্যাগন থামিয়ে নীচে নামল জন, ক্রিসকে নামতে সাহায্য করল। তারপর অফিসে ঢুকে পড়ল, তবে জানালার কাছাকাছি থাকল যাতে সর্বক্ষণ হ্যারি ট্রাম্বালের উপর একটা চোখ রাখতে পারে।

কাউন্টারের পিছনে ক্ষীণদেহী বয়স্ক এক লোকের কাছে শিডিউল জানতে চাইল ও। আধ-ঘণ্টার মধ্যে পশ্চিমে যাত্রা করবে একটা স্টেজ। সান ডিয়েগোর টিকেট চাইল ক্রিস, কোমরের বেল্টের সঙ্গে আটকে রাখা পার্স বের করে টাকা মেটাল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে জনের দিকে ফিরল। 'কার্লকে বোলো সান ফ্রান্সিসকোর টিকেট কিনেছি আমি।'

নড করল জন। 'কিন্তু ওখানে থেকে যেয়ো না, ক্রিস। ঝামেলায় পড়বে তা হলে।'

ক্ষীণ হাসল মেয়েটা। 'ঝামেলার মধ্যে নাক ডুবিয়ে আছি,' হাত বাড়িয়ে দিল ও, জন হাতটা ধরতে এগিয়ে এসে গালে চুমো খেল। 'পনেরো বছর থেকে একটা বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছি আমি, আমার ধারণা ছিল জীবনে কখনও সত্যিকার ভদ্র এবং সদয় কোন লোকের সঙ্গে পরিচয় হবে না। আজ ভুলটা ভেঙে গেল। সবকিছুর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, জন।'

'তোমার সৌভাগ্য কামনা করি,' ঘুরে দরজার দিকে এগোল জন, আচমকা থেমে ফিরে এল ক্রিসের কাছে। 'একটা ফেভার চাইছি তোমার কাছে, ক্রিস। মাত্র একটা প্রশ্নের উত্তর। কার্ল তোমাকে কখনও বলেছে নাকি যে ও আসলে আর্মি থেকে পালিয়ে এসেছে?'

মাথা ঝাঁকাল ক্রিস। 'এবার বুঝলাম কেন বেনিঙে এসেছ তুমি!'

'গুড লাক, ক্রিস।'

বারো

পরদিন সকাল এগারোটায়ও যখন ক্রসফায়ারে অনুপস্থিত দেখা গেল ক্রিস মার্টিনকে, চিন্তিত হয়ে উঠল কার্ল রিডল। সাধারণত মাঝরাতের দিকে ঘুমাতে যায় ক্রিস, জানে সে, এতক্ষণে ঠিকঠাক হয়ে ক্রসফায়ারে পৌঁছে যাওয়ার কথা। আর সেলুনে ঢুকলে প্রথমে ওর সঙ্গে দেখা করবে, নিয়ম বা অভ্যাস–যাই বলা হোক, এটাই ঘটে সবসময়।

ক্রিসের বাড়িতে একটা ঘোড়া পাঠিয়ে দেওয়ার চিন্তা উঁকি দিল রিডলের মনে, পরমুহূর্তে নাকচ করে দিল আইডিয়াটা। ঘোড়ায় স্যাডল পরিয়ে কাউকে দিয়ে পাঠাতে হবে, যতটা সময় লাগবে, ততক্ষণে সে নিজেই পৌঁছে যেতে পারবে।

করিডরে অপেক্ষমাণ বডিগার্ডদের নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে এল সে। গিবসন'স রুমিং হাউস পেরিয়ে ডানে মোড় নিল, কিছুদূর এগিয়ে বামের গলি ধরে এক ব্লক আসার পর দীর্ঘ কটনউডের ছায়ায় একতলা অ্যাডোবি দালানের সামনে পৌঁছল। দু'জন করে বডিগার্ড রয়েছে ওর সামনে-পিছনে।

খোলা গেটের পর প্রশস্ত প্যাসিওতে বাহারী ফুলের বাগান। বডিগার্ডদের গেটে অপেক্ষা করতে বলার ঝামেলায় গেল না সে। ক্রিস এখনও ঘুমিয়ে থাকলে ওকে জাগানোর ইচ্ছে নেই তার, তাই প্যাসিও ধরে আড়াআড়িভাবে রান্নাঘরের দরজায় পৌঁছে গেল।

মেক্সিকান হাউসকীপার-কাম-কুক কনচিতাকে কাপড় ইস্ত্রি করতে দেখতে পেল। অল্পবয়েসী, সুন্দরী মেয়ে; ইংরেজি বলতে পারে।

মেয়েটির সম্ভাষণের উত্তরে মৃদু নড করল রিডল, জানতে চাইল: 'মিস্ মার্টিন কোথায়?'

'ঠিক জানি না, সেনর। বাইরে গেছে ও।'

'নাস্তা খেয়েছে?'

'না, সেনর। আজ খায়নি। অবশ্য মাঝে মধ্যেই বাইরে খায় ও।'

ভুরু কুঁচকে উঠল রিডলের। 'রাতে এখানে ঘুমিয়েছে?'

'হ্যাঁ। আমি নিজে ওর বিছানা ঠিক করে দিয়েছি।'

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল রিডল। রাতে এখানে ঘুমিয়েছে ক্রিস, অথচ সকালে ওকে দেখতে পায়নি কনচিতা। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, কিন্তু এটাও ঠিক যে অদ্ভুত খামখেয়ালিপনা রয়েছে ক্রিসের, জানে সে—আগে থেকে ওসব আঁচ করা বেশ মুশকিল।

'আমার সঙ্গে এসো,' নির্দেশ দিল রিডল। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে পোর্চ ধরে এগোল, বাড়ির অন্য অংশে ক্রিসের বেডরুমে ঢুকে পড়ল। কনচিতাও ঢুকল ভিতরে, চারপাশে তাকাল মেয়েটা। বিশাল বিছানার পাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কয়েকটা ঈজি চেয়ার, এক পাশে ড্রেসার, সিলিং সমান উঁচু ওয়ালনাট ওয়ার্ডরোব—ক্লজিট হিসাবে ওটাকে ব্যবহার করে ক্রিস। ক্লজিটের কাছে এসে দরজা দুটো মেলে ধরল রিডল। পাল্লার উল্টোপিঠে পুরো দৈর্ঘ্যের আয়না লাগানো। অসংখ্য ড্রেস ঝুলিয়ে রাখা, নীচে জুতো, আর উপরের শেল্ফে হ্যাটের সমাহার। ঘুরে কনচিতার দিকে ফিরল রিডল। 'দেখো তো কোন্ জিনিসটা নেই এখানে।'

'কী খুঁজব, সেনর?'

ত্যক্ত বোধ করল ক্রসফায়ার মালিক। 'নিশ্চই ন্যাংটা হয়ে যায়নি ও। খুঁজে দেখো কোন্ কাপড় পরে গেছে, বা সঙ্গে কী নিয়েছে।'

'বুঝেছি,' ওকে পাশ কাটিয়ে ক্লজিটের কাছে চলে এল কনচিতা, তারপর একটা একটা করে ড্রেস, কোট আর সুট সরিয়ে পরখ করতে শুরু করল। শেষে পিছিয়ে এল মেয়েটা, হাঁটু গেড়ে বসে সব জুতো দেখল। সবশেষে হ্যাটগুলো জরিপ করল। 'ও নিশ্চই রাইড করেছে,

সেনর,' ফলাফল জানাল কনচিতা। 'কালো হ্যাট, শার্ট আর এক জোড়া বুট নেই এখানে। অন্য সবগুলোই আছে।'

স্বস্তিটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না রিডলের মনে, বিরক্তি অনুভব করল সে। ক্রিস একাকী রাইড করুক, কখনোই পছন্দ করে না সে, বহুবার এ-নিয়ে তর্ক করেছে দু'জনে, কিন্তু ক্রিসের জেদের কাছে হার মানতে হয়েছে। নিজের একজন লোক ওর সঙ্গে পাঠানোর পক্ষপাতী সে, কিন্তু ক্রিস সাফ বলে দিয়েছে, সেক্ষেত্রে রাইড করবে না। একাকী রাইড করার আনন্দ তাতে মাটি হয়ে যাবে। শেষে একটা রফায় এসেছিল ওরা। ক্যাম্পের চৌহদ্দির মধ্যে এবং সার্কেল-আরের ঘোড়ায় রাইড করবে ক্রিস। তবে গতরাতে যখন দু'জন আলাদা হয়ে গিয়েছিল, ঘোড়া চায়নি মেয়েটা।

তলে তলে অজানা একটা অস্বস্তি ঘিরে ধরল ওকে। কনচিতাকে "গুড গার্ল" বলে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। গেটে অপেক্ষমাণ গার্ডদের মধ্যে দীর্ঘদেহী লোকটাকে বলল, 'ক্রসফায়ারের সব ঘোড়া নিয়ে এসো, ফ্রোম। হসল্যারদের জিজ্ঞেস করো মিস্ মার্টিন কোন ঘোড়া বা রিগ ভাড়া করেছে কি না।'

ক্রসফায়ারে এসে করিডরে বডিগার্ডদের ছেড়ে নিজের অফিসে ঢুকল কার্ল রিডল। দরজা বন্ধ করে জানালা খুলে দিল। অস্থির মনে পায়চারি শুরু করল। দারুণ গরম পড়ছে। এই গরমে বাইরে থাকার কথা নয় ক্রিসের, রাইডে গেলেও অনেক আগেই ফিরে আসার কথা। কিন্তু এখনও ফিরে আসেনি, এই সত্যের সঙ্গে গতরাতে ওর কাছে ঘোড়া না চাওয়ার ব্যাপারটা একাধিক সম্ভাবনা ইঙ্গিত করছে। কেউ হয়তো ওকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে, প্রথমে এই আশঙ্কাই এল রিডলের মনে, অজ্ঞাত কোন জায়গায়। তবে রাইডিং আউটফিট ছাড়া ব্যক্তিগত সবকিছু যেহেতু বাড়িতে ফেলে গেছে ক্রিস, তারমানে: ফিরে আসার পরিকল্পনা ছিল ওর। এর আগে দু'বার পালানোর চেষ্টা করেছিল মেয়েটা—একবার স্টেজে, বোরখা পরে; অন্যবার এক ফ্রেইট ওয়্যাগনের তারপুলিনের নীচে লুকিয়ে ছিল। এটা কি তৃতীয় চেষ্টা?

পরনের কাপড় ছাড়া সবকিছু ফেলে গেছে ওকে ধাপ্পা দেওয়ার জন্য?

একটা প্রশ্নেরও উত্তর জানা নেই। আপাতত। তবে ঠিকই জেনে যাবে সে।

দরজায় করাঘাত হতে ডেস্কের কাছে চলে গেল সে, চেয়ারে বসে সাড়া দিল।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল চার্লি ফ্রোম। 'সব ঘোড়া এখানে নিয়ে এসেছি, কার্ল। তবে আরও খবর আছে। গতরাতে সাপারের সময় ফীড স্টেবল থেকে একটা ঘোড়া ভাড়া করেছে ক্রিস।'

'গতরাতে?' ফাঁকা স্বরে প্রতিধ্বনি করল রিডল। তলে তলে সর্বগ্রাসী রাগ অনুভব করছে। কীভাবে সম্ভব? কনচিতা বলেছে রাতে বিছানায় ঘুমিয়েছে ক্রিস। নাকি মিথ্যে বলেছে মেয়েটা? অবশ্য না ঘুমিয়েও বিছানার ভাঁজ নষ্ট করে ভাঁওতা দেওয়া সম্ভব। যে-কারও তখন মনে হবে বিছানাটা ব্যবহার করা হয়েছে।

তারমানে, পুরো রাতটা এগিয়ে আছে ক্রিস।

চার্লি ফ্রোম তাকিয়ে আছে রিডলের দিকে। এদিকে বিভিন্ন সম্ভাবনা বিচার করছে ক্রসফায়ার মালিক। একা রাইড করবে না ক্রিস, মোটামুটি নিশ্চিত সে। যতই খামখেয়ালি হোক, বন্ধুর প্রান্তর পাড়ি দেওয়ার দুর্ভোগ কিংবা ঝুঁকি সম্পর্কে জানে ক্রিস—গন্তব্যে পৌঁছানোর সম্ভাবনা প্রায় শূন্যের কোঠায়; আর যদি রাস্তা বা ট্রেইল ধরে এগোয়, কেউ না কেউ ঠিকই চিনতে পারবে ওকে, এবং কার্ল রিডলকে পৌঁছে দেবে খবরটা।

সিদ্ধান্তে পৌঁছে উঠে দাঁড়াল সে। ফ্রোমকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল দরজার কাছে। অনুসরণ করল দীর্ঘদেহী বডিগার্ড। করিডরে এসে নির্দেশ দিল রিডল। 'ফীড স্টেবলে চলে যাও।'

স্টেবলের সামনে পৌঁছল ওরা। 'ফ্রোম, যে-হসল্যার ক্রিসকে ঘোড়া দিয়েছিল, ব্যাটাকে ধরে আনো,' নতুন নির্দেশ দিল রিডল।

স্যাডল ছেড়ে স্টেবলের ভিতরে ঢুকে পড়ল ফ্রোম, মুহূর্ত কয়েক পর মলিন কাপড় পরা বোকাটে চেহারার এক যুবককে নিয়ে ফিরে

এল। বাইরে এসে থমকে দাঁড়াল যুবক, চোখ তুলে তিন ঘোড়সওয়ারকে দেখল।

'কাল সাপারের সময় লাল-চুলো এক মহিলার কাছে একটা ঘোড়া ভাড়া দিয়েছিলে?' জানতে চাইল রিডল।

'হ্যাঁ। দশ ডলার দিয়েছে ওই লেডি।'

'তোমাকে, নাকি ঘোড়ার জন্য?'

'আমাকে, বলেছে ও।'

'তোমাকে যখন চাকুরি দেওয়া হয়েছিল, কেউ বলেনি যে লাল-চুলো কোন মহিলার কাছে ঘোড়া বা রিগ ভাড়া দেওয়া যাবে না?'

'এই শহরে লাল-চুলো মহিলা একজন নয়, বেশিই আছে।'

দৃষ্টি সরিয়ে টাক মাথার বয়স্ক এক লোকের দিকে তাকাল রিডল, স্টেবলের আরেক দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে সে। 'বলা হয়েছিল ওকে,' মৃদু স্বরে জানাল বুড়ো।

নড করল ক্রসফায়ার মালিক। 'ঠিক আছে, বয়েজ।'

লেফটি আর ওর সঙ্গীরা স্যাডল ছাড়ল এবার, যুবক হসল্যারের দিকে এগিয়ে গেল, দু'জন কাছে গিয়ে তরুণের দুই বাহু চেপে ধরল। ইতোমধ্যে কোমর থেকে পেতলের প্রলেপ দেওয়া বেল্ট খুলে বাম হাতের মুঠির সঙ্গে পেঁচিয়ে নিয়েছে ফ্রোম, এক লাফে চলে গেল হসল্যারের নাকের সামনে। এতক্ষণে বিপদ টের পেয়েছে তরুণ, ছাড়া পাওয়ার জন্য তোড়জোড় শুরু করল সে।

পরবর্তী কয়েকটা মিনিটে যা ঘটল, নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত বলা চলে। ডান হাতে সপাটে তরুণের অরক্ষিত পেটে ঘুসি হাঁকাল ফ্রোম, হসল্যার সামনে ঝুঁকে আসতে বেল্ট জড়ানো বাম হাতে মুখে আঘাত করল সে। পরবর্তী কয়েক মিনিটে বেল্ট ব্যবহারে নিজের মুন্সিয়ানা দেখাল দীর্ঘদেহী বডিগার্ড। নাক ভেঙে গেছে তরুণের, রক্তাক্ত ও বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। ছেড়ে দিতে সংজ্ঞাহীন দেহটা ঢলে পড়ল মাটিতে।

ওঅটর ট্রাফে গিয়ে বেল্ট থেকে রক্ত ধুয়ে নিল ফ্রোম।

বয়স্ক হসল্যারের দিকে ফিরল কার্ল রিডল। 'ফের যদি একই

ঘটনা ঘটে, জনি, তোমাকে ভিতরে রেখে স্টেবল পুড়িয়ে দেব আমি, আর সবক'টা ঘোড়াকে গুলি করে মারব।'

'নিশ্চিন্ত থাকো, মি. রিডল,' জড়সড় স্বরে বলল বুড়ো।

ফীড় স্টেবলের পাশেই স্টেজ অফিসের অবস্থান। সেদিকে চলে গেল লেফটি, ভিতরে ঢুকে পড়ল। এদিকে বেল্ট ধোওয়া শেষ করেছে চার্লি ফ্রোম, কোমরে জড়িয়ে নিজের ঘোড়ায় চাপল।

ফিরে এল লেফটি। 'কেরানি বলল স্টেজে কোন মহিলা যাত্রী যায়নি,' জানাল সে।

'যে-সব ড্রাইভার বেনিঙে এসেছে, পথে কোন মহিলার সঙ্গে দেখা হয়েছে ওদের?'

'ক্রিস যে উধাও হয়ে গেছে, খবরটা জানত না কেরানি, তাই কাউকে জিজ্ঞেসও করেনি। তবে কেউ দেখতে পেলে নিশ্চই জানাত, বলেছে ও। বিকাল চারটার দিকে আরেকটা স্টেজ আসবে, ওটার ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করবে। খবর পেলে জানাবে আমাদের।'

ফ্রেইটিং আউটফিটগুলোয় খোঁজ করা বাকি থাকল। কাজটা বেশ কঠিন হবে। তবে বেশিরভাগ ড্রাইভার রুটিনমাফিক যাতায়াত করে, বিকালের মধ্যে শহরে পৌঁছাতে চেষ্টা করে যাতে অন্ধকার হওয়ার আগেই মালপত্র খালাস করতে পারে; তা হলে পরদিন ভোর হওয়ার পরপরই ফিরতি পথে যাত্রা করতে পারে।

অন্য দুই স্টেবলহ্যান্ড বেরিয়ে এসে অজ্ঞান সহকর্মীকে ধরাধরি করে ভিতরে নিয়ে গেল, ঘটনাটা নজর এড়াল না রিডলের, তবে তেমন মনোযোগ নেই ওর। ভাবছে সবচেয়ে নিরাপদ উপায়ে কীভাবে ব্যাপারটা সামাল দেবে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে, অপেক্ষমাণ বডিগার্ডদের দিকে ফিরল। 'লেফটি, রয়কে নিয়ে কিছু খেয়ে নাও, তারপর উত্তরের রাস্তায় অবস্থান নেবে। প্রতিটি ওয়্যাগন থামিয়ে ড্রাইভারদের জিজ্ঞেস করবে কেউ রাস্তায় কোন মহিলাকে দেখেছে কি না। স্টেজ বা রাইডারদেরও বাদ দিয়ো না। লেফটি, তুমি নিজে কথা বলবে। যদি কোন খবর পাও, রয়কে পাঠিয়ে দেবে আমার অফিসে।'

করিডরে চার্লি ফ্রোমকে পাহারায় রেখে অফিসে ঢুকে পড়ল কার্ল রিডল। এক বারটেন্ডারকে দিয়ে খাবার আনাল সে, একা খেল। খাওয়ার পুরো সময় অসন্তোষ আর জেদে ফুটল, নিজেকে বলতে থাকল একটা না একটা কিছু পাওয়া যাবেই। নিশ্চই কোন সূত্র পিছনে ফেলে গেছে ক্রিস। এর আগে প্রতিবার পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে মেয়েটা, দেরি হওয়ার আগেই ওকে ধরে ফেলেছে সে, এর একটাই কারণ: ক্রিসের চেয়ে ঢের চালাক এবং বিচক্ষণ সে।

বিকাল চারটের মত বাজে তখন, হিরাম ডেলির অফিসে বসে কথা বলছে রিডল, এসময় রয় আর দাড়িঅলা এক লোককে নিয়ে ভিতরে ঢুকল লেফটি। লোকটার পরনে নোংরা পোশাক, তামাক চিবুচ্ছে সে। 'খবর পেয়েছি,' সংক্ষেপে বলল লেফটি, বুড়ো আঙুল তুলে ইঙ্গিত করল দাড়িঅলার দিকে।

'হ্যালো, জিম,' শুভেচ্ছা জানাল রিডল। চেনে লোকটাকে। স্টেজ ড্রাইভার। 'বলে ফেলো।'

'রিগটা কাছে আসার আগেই চিনেছি,' বলল ড্রাইভার। 'জানতাম যে ওটা তোমার, মি. রিডল, কারণ চৌহদ্দিতে ওটার মত আরেকটা নেই। বাকবোর্ডে তিনজন ছিল ওরা–দু'জন লোকের মাঝখানে এক মহিলা বসে ছিল। যে-লোকটা চালাচ্ছিল, ওকে চিনি না কিন্তু অন্যজনকে চিনি, এখানেই কাজ করত সে।'

'হ্যারি ট্রাম্বাল। মহিলাকে চিনতে পেরেছ?'

'না। স্রেফ একবারের জন্য তাকিয়েছিলাম, তা ছাড়া ঝালরঅলা একটা হ্যাট ছিল ওর মাথায়। মুখ দেখা যাচ্ছিল না। পরের রিলে-স্টেশন–আরস্টেডে পৌঁছে শুনলাম এক বন্দি আর ওর স্ত্রীকে নিয়ে ইন্ডিয়ান বেন্ডে যাচ্ছে মার্শাল।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল রিডলের চোয়াল। 'রয়, ট্রাম্বালের বাড়িতে চলে যাও তো। দেখো ওর স্ত্রী বাড়িতে আছে কি না।' স্টেজ ড্রাইভারের দিকে ফিরল সে। 'ক'টার দিকে দেখেছ ওদের?'

'দুপুরে।'

তিক্ত স্বরে খিস্তি আওড়াল ক্রসফায়ার মালিক। পকেট হাতড়ে একটা রূপোর ঈগল বের করল সে, ড্রাইভারের হাতে ধরিয়ে দিল। 'একটা ড্রিঙ্ক গলায় ঢেলো, জিম। ধন্যবাদ।'

'এখানেই থাকো,' ড্রাইভার বেরিয়ে যেতে লেফটি আর ফ্রোমকে নির্দেশ দিল রিডল। করিডর পেরিয়ে নিজের অফিসে গিয়ে ঢুকল সে, দরজা আটকে দিল। ডেস্কের পিছনে এসে চেয়ারে এলিয়ে দিল শরীর। সে একরকম নিশ্চিত যে ক্রিসকেই দেখেছে জিম নামের ড্রাইভার, এর তাৎপর্য হচ্ছে ওর সঙ্গে বেঈমানি করেছে জন ক্যালকিন। সত্যিই কি? ট্রাম্বালকে জেলে রাখার ব্যাপারে শেরিফ ওয়াল্টনের সঙ্গে ঝগড়া করেছে জন, ব্যাপারটা ভাঁওতা নয়; ট্রাম্বালকে গরাদের সঙ্গে হ্যান্ডকাফ পরানো অবস্থায় বহু লোক দেখতে পেয়েছে। আর বন্দিকে নিয়ে ইন্ডিয়ান বেন্ডে যাত্রার কারণটাও যুক্তিসঙ্গত। নাকি রাস্তায় পেয়ে ক্রিসকে তুলে নিয়েছে জন? সেক্ষেত্রে ক্রিসের ঘোড়াটার কী হলো?

প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা নেই, তবে সময়ে জেনে যাবে ঠিকই।

একটা ব্যাপার নিশ্চিত—জন আর ক্রিসকে খুঁজে বের করতে হবে, এবং ওদের ফিরিয়ে আনতে হবে বেনিঙে। নিজে যেতে পারলে খুশি হত রিডল, কিন্তু সম্ভব নয়। কখনও ইন্ডিয়ান বেন্ডে যায়নি সে, যাবেও না। নদীর ওপাড়ে সেনাবাহিনীর পোস্ট। বয়স্ক ট্রুপারদের কেউ ওকে চিনে ফেলতে পারে।

মৃদু করাঘাত হলো দরজার, পাল্লা ঠেলে ভিতরে ঢুকল রয় ম্যাকিন্স। ট্রাম্বালের বউ এখানেই আছে, কার্ল। আমি নিজে কথা বললাম ওর সঙ্গে।'

'লেফটি আর ফ্রোমকে পাঠিয়ে দাও।'

মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই ডেস্কের সামনে খাড়া হলো দুই বডিগার্ড।

'এখনই ইন্ডিয়ান বেন্ডের উদ্দেশে রওনা দেবে তোমরা,' গম্ভীর স্বরে নির্দেশ দিল কার্ল রিডল। 'সারারাত রাইড করবে। যত দ্রুত সম্ভব ওখানে পৌঁছানো চাই। প্রয়োজনে রিলে স্টেশন থেকে ঘোড়া বদল

করবে। ক্রিসকে ধরে আনবে এখানে, ওর সঙ্গে জন ক্যালকিনকেও চাই। হিরামের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে যেয়ো। জলদি, একটা সেকেন্ডও যেন অযথা নষ্ট না হয়!'

তেরো

ইটের দালানের নীচতলায় মেসিলা কাউন্টি শেরিফের অফিস। সদ্য তৈরি হয়েছে দালানটা। এমনিতে রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়েছে হ্যারি ট্রাম্বাল, তায় বেনিং ছাড়ার পর থেকে ঘুমানোর সুযোগ পায়নি। তাকে একরকম জাপটে ধরে বাকবোর্ড থেকে নামাতে হলো। সিঁড়ির গোড়ায় বাকবোর্ড থামিয়েছে জন, ট্রাম্বালকে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে তা হলে। বন্দির একটা বাহু নিজের কাঁধে তুলে নিল ও, জড়িয়ে ধরল ট্রাম্বালের কোমর, ওর বাম বগলে রেখেছে ক্রাচটা। জনের শরীরে ভর রেখে ধীর পায়ে এগোল সাবেক হাউসম্যান।

খোলা দরজা-পথে ওদের দেখেছে শেরিফ, জনকে বন্দি নিয়ে ঢুকতে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে মুখ। দীর্ঘদেহী মানুষ সে, পঞ্চাশোর্ধ্ব; বয়সের কারণে চর্বি জমেছে শরীরে। চুলগুলো সব সাদা। এগিয়ে এলেও বন্দিকে আনতে সাহায্য করল না জনকে।

ডেস্কের এপাশের একটা চেয়ারে ট্রাম্বালকে বসাল জন, দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখল ক্রাচটা। তারপর নিজের পরিচয় দিল। 'শেরিফ বেসকম, আমি জন ক্যালকিন, বেনিঙের নতুন মার্শাল। এক বন্দিকে নিয়ে এসেছি।'

হ্যান্ডশেক করল ওরা, বুড়ো শেরিফের মুখে নির্জলা বিস্ময় ছাপিয়ে ওঠা বিতৃষ্ণা নজর এড়াল না জনের। কোন ল-অফিসারই বন্দি রাখতে পছন্দ করে না, কারণ খাওয়ানো ছাড়াও আলাদাভাবে নজর রাখতে হয়। তবে বন্দি যদি আহত বা অসুস্থ হয়, অবস্থাটা বোধহয় তিক্ততার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে।

'এ হচ্ছে হ্যারি ট্রাম্বাল,' বলে গেল জন। 'খুনের চেষ্টার অভিযোগ রয়েছে ওর বিরুদ্ধে।'

বন্দির উদ্দেশে ক্ষীণ নড করল শেরিফ। 'কিন্তু এখানে নিয়ে এলে কেন? বেনিঙে জেলখানা আছে তোমাদের।'

'ডেপুটি শেরিফ ওকে রাখতে রাজি হয়নি।'

'বলো কী! সত্যি যদি তাই করে থাকে, নিশ্চই বন্দির অপরাধ সম্পর্কে কোন সংশয় ছিল ওর মনে?'

'থাকতে পারে, শেরিফ, সেটা জানা নেই আমার। কিন্তু আমাকে খুন করতে চেয়েছিল ট্রাম্বাল।'

'আচ্ছা!' ধীরে ধীরে বলল বিলি বেসকম। দেয়ালের সঙ্গে লাগানো একটা পিঠ-উঁচু চেয়ারের দিকে ইশারা করল সে। 'বসে সবকিছু খুলে বলো তো।' নিজের চেয়ারে বসল সে। দেয়ালের কাছ থেকে চেয়ারটা টেনে এনে ডেস্কের এপাশে বসল জন, শেরিফ জানতে চাইল: 'হয়েছিল কী?'

অ্যাম্বুশের ঘটনা খুলে বলল জন, পরিণতিতে জেরি লেনহ্যামের মৃত্যু আর ট্রাম্বালের বন্দি হওয়া থেকে ডেপুটি শেরিফের অসহযোগিতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাল। শেরিফের যুক্তি ছিল, ঘটনাটা শহরের, কাউন্টির সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই, তাই শহরের বন্দি জেলে রাখা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। এমনকী জেলখানা ব্যবহার করাও রীতিবিরুদ্ধ।

'মনে হচ্ছে তোমাদের সম্পর্কটা ভাল নয়,' জনের কথা শেষ হলে মন্তব্য করল শেরিফ। 'কারণটা কী?'

'ওয়াল্টনের কাছ থেকে জেনে নিয়ো,' উঠে দাঁড়াল জন। 'কাগজে

সই দেওয়া লাগবে?'

'ওয়াল্টনের বিরুদ্ধে অভিযোগনামায় সই করার কথা বলছ?' জানতে চাইল শেরিফ, অসন্তোষ বা বিরক্তি ঢেকে রাখার কোন চেষ্টাই করল না।

'উঁহুঁ, অভিযোগ করার ইচ্ছে নেই আমার। তোমার ডেপুটি সে। তোমার যা ইচ্ছে করতে পারো ওর ব্যাপারে। মানে...চার্জের ব্যাপারে।'

'অভিযোগই ধরে নিচ্ছি,' সমতল ডেস্কের ড্রয়ার খুলে ছাপা একটা ফর্ম বের করল সে, অভিযোগনামা লিখল। কলমের অবস্থা তথৈবচ, নিব্ পরিষ্কার করা হয় না বলে কালি উপচে পড়ছে সারাক্ষণ। শেষে কলমটা বাড়িয়ে দিল জনের উদ্দেশে। স্বাক্ষর শেষে কলমটা ডেস্কের উপর রেখে উঠে দাঁড়াল জন। 'বন্দি প্রাপ্তির একটা রসিদ যদি লিখে দাও, তা হলে নিজের পথে চলে যেতে পারি আমি।'

'টেরিটরির বাইরের বন্দি না হলে রসিদ দেওয়ার নিয়ম নেই,' ত্যক্ত স্বরে বলল শেরিফ।

'নিয়মটা এখন থেকে শুরু হবে বোধহয়। একটা রসিদ দরকার আমার, এবং সেটা দেবে তুমি, শেরিফ।'

দীর্ঘক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা, শেষে শ্রাগ করল শেরিফ, ড্রয়ার থেকে সাদা এক-তা কাগজ বের করে খসখস করে লিখতে শুরু করল। 'তোমার আর ওর নামের বানান বলো।'

লেখা শেষ হতে রসিদটা নিয়ে ভাঁজ করল জন, পকেটস্থ করে বলল, 'বিদায়, শেরিফ,' হাত মেলানোর গরজ অনুভব করল না ও, বেরিয়ে এল অফিস থেকে। বাকবোর্ড নিয়ে ফিরতি পথ ধরল, মূল রাস্তা হয়ে ফীড স্টেবলে যেতে হবে। ট্রাম্বালকে এখানে রেখে যাওয়ার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ অনুমান করার চেষ্টা করল। দৃশ্যত, ওয়াল্টনকে রক্ষা করতে চাইছে শেরিফ, কিন্তু পারবে কি? তাতে অবশ্য কিছু যায়-আসে না ওর, কারণ ট্রাম্বালকে এখানে নিয়ে এসেছে স্রেফ অজুহাত হিসাবে। আসল উদ্দেশ্য অন্যখানে।

স্টেবলে এসে ক্লান্ত ঘোড়াগুলোর ভার হসল্যারের উপর চাপাল জন। ঘোড়ার যত্ন ছাড়াও বাকবোর্ডের অ্যাক্সেলে গ্রীজ দেওয়ার নির্দেশ দিল। তারপর স্টেজ-লাইন অফিসে ঢুকল। কাউন্টারের ওপাশে উঠে দাঁড়াল কেরানি, একটু আগে এর কাছ থেকে টিকেট কিনেছে ক্রিস মার্টিন।

'আমার সঙ্গের ওই মহিলা স্টেজে চেপেছে?' জানতে চাইল জন।

'হ্যাঁ।'

'সান ফ্রান্সিসকোর স্টেজ এসেছে নাকি?'

'ওটা তো চলে গেছে! প্রায় একইসঙ্গে এখান থেকে ছেড়েছে স্টেজ দুটো। আগে জিজ্ঞেস করোনি আমাকে, তাই আমিও বলিনি।'

পকেট থেকে রূপোর একটা ঈগল বের করে কাউন্টারের উপর রাখল জন। ঈগলটার দিকে একনজর তাকাল কেরানি, তারপর চট করে জনের মুখে স্থির হলো তার দৃষ্টি।

'বললাম তো, স্টেজটা চলে গেছে,' বলল সে। 'তখনই যদি বলতে, তোমার জন্য টিকেট রাখতে পারতাম। সময়টাও জানিয়ে দিতে পারতাম।'

'জানি। ওই লেডি কোন্ স্টেজে চড়েছে, কেউ যদি জানতে চায় বোলো সান ফ্রান্সিসকোর স্টেজে উঠেছে। মনে থাকবে কথাটা?'

'কেউ ওকে খুঁজছে নাকি?'

'খুঁজতেও পারে। খুঁজুক বা না-খুঁজুক, সান ফ্রান্সিসকোয় গেছে ও।' কাউন্টারের উপর রাখা ঈগলের দিকে ইশারা করল জন। 'ড্রয়ারে রেখো না ওটা। তোমার পকেটে রাখো।'

সবক'টা দাঁত বের করে হাসল কেরানি। 'ধন্যবাদ, স্যার। আমি একশো ভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, ওই মহিলা সান ফ্রান্সিসকোর স্টেজে চেপেছে।'

ঘোড়া ভাড়া করতে পারলে খুশি হত, কিন্তু চিন্তাটা বাতিল করে দিল জন, কারণ ক্রিস মার্টিনের খোঁজে যে-ই আসবে, একইসঙ্গে ওকেও খুঁজবে সে; লোকটা যখন জানবে যে একটা ঘোড়া ভাড়া

করেছে ও, সন্দিহান হয়ে উঠবে। ঝুঁকিটা নেওয়া ঠিক হবে না। তারচেয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়াই ভাল।

ফীড স্টেবল আর কোর্টহাউসের মাঝ বরাবর দীর্ঘ কাঠের সেতু। সেতু পেরিয়ে ঢালু পথে এগোল ও, সামনের টিলার উপর গুটিকয়েক অ্যাডোবি দালান চোখে পড়ছে, কাছাকাছি শেড ও করাল রয়েছে।

ফোর্ট লিম্যান এটা। সেনাবাহিনীর স্থানীয় পোস্ট।

সকালের হালকা বাতাসে উড়ছে পতাকা, দূর থেকে দেখতে পেল জন। দৃশ্যটা যে-কোন সৈনিকের জন্য গর্বের বিষয়। একরাশ স্বস্তি নিয়ে এগিয়ে গেল ও। সচরাচর যা হয়–কাছাকাছি যেতে দেখতে পেল–মূল কাঠামো হচ্ছে কয়েকটা একতলা অ্যাডোবি দালানের সমাবেশ, আয়তাকার প্যারেড গ্রাউন্ডকে মাঝখানে রেখে পরস্পরের মুখোমুখি ওগুলোর অবস্থান। স্টেবল, করাল, অয়্যারহাউস এবং ফীড বার্নের অবস্থান একটু দক্ষিণে, পশ্চিমা বাতাস ওখানকার দুর্গন্ধ বা মাছির দলকে লিভিং কোয়ার্টার থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। মূল ফটকটা উত্তরমুখী, বামে মোড় নিয়ে সেদিকে এগোল জন। খোলা গেট দিয়ে ফোর্ট এলির মত একই আদলের লিভিং কোয়ার্টারগুলো দেখতে পেল। হতশ্রী চেহারার গুটিকয়েক আসবাবপত্রে সাজানো বাড়িতে বসবাসরত মানুষগুলো ওরই জাতের, বহু সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও বোধহয় এখানে থাকতে আনন্দ বা গর্ব বোধ করে এরা।

সেন্ট্রি গেটে এক ট্রুপার রয়েছে ডিউটিতে। 'তোমার কমান্ডিং অফিসার কে, ট্রুপার?' জানতে চাইল জন।

'কর্নেল হেন্ডারসন, স্যার। পতাকাঅলা বিল্ডিঙে পাবে ওকে।'

'জানি,' শুকনো স্বরে বলল জন।

ডানে হেডকোয়ার্টার্স বিল্ডিং, সামনের টাই-রেইলে বাঁধা দুটো ঘোড়ার পাছায় ইউএস ব্র্যান্ড দূর থেকে চোখে পড়ছে। প্যারেড গ্রাউন্ডের একেবারে কিনারায় ঘোড়ায় আসীন সৈন্যদের প্যারেড চলছে, অফিসারের উঁচু কণ্ঠের কমান্ড ছাড়িয়ে রাইফেলের তীক্ষ্ণ স্বরের ফাঁকা গর্জন শোনা যাচ্ছে।

পোর্চ পেরিয়ে খোলা দরজা দিয়ে হেডকোয়ার্টারে ঢুকল জন। *অফিসার-অভ-দ্য-ডের* কামরা এটা। ডেস্কের পিছনে এক কর্পোরাল বসে আছে। 'গুড ডে,' শুভেচ্ছা জানাল ও। 'কর্নেল হেন্ডারসনের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল তরুণ কর্পোরাল। '*অফিসার-অভ-দ্য-ডের* সঙ্গে কথা বলছেন কর্নেল। অফিসার বোধহয় বেশিক্ষণ থাকবেন না। কে দেখা করতে চাইছে বলব?'

সত্যিকার পরিচয়টা জিভের আগায় চলে এসেছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল জন। জন ক্যালকিন নামে এক মেজরের সাধারণ পোশাকে আকস্মিক আগমনের খবর মেস-হলে সবার আলোচনা আর গুজবের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াবে একটু পর। 'জন ক্যালকিন,' শেষে বলল ও।

ডেস্ক ছেড়ে বামদিকের বন্ধ দরজার কাছে চলে গেল কর্পোরাল, মৃদু করাঘাত করল, ভিতর থেকে সাড়া আসতে কামরায় প্রবেশ করল, পিছনে বন্ধ করে দিল দরজা।

মিনিট খানেকের আগেই বেরিয়ে এল এক লেফটেন্যান্ট, শুভেচ্ছার ভঙ্গিতে নড করল জনের উদ্দেশে, তারপর দ্বিতীয় ডেস্কে চলে গেল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে কর্পোরাল। 'আসুন, মি. ক্যালকিন।'

অভ্যাসবশে হ্যাট খুলে বগলের নীচে ঢুকিয়ে ফেলল জন, কর্পোরালকে পাশ কাটিয়ে কামরায় পা রাখল। বেরিয়ে গিয়ে ওর পিছনে দরজা বন্ধ করে দিল সে।

জানালার পাশে কর্নেল হেন্ডারসনের ডেস্ক। জানালা-পথে প্রায় পুরো প্যারেড গ্রাউন্ড চোখে পড়ছে। চেয়ারে বসে নেই, বরং কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন কর্নেল, কোমরে দু'হাত রেখে দর্শনার্থীকে খুঁটিয়ে দেখছেন। জুলফি আর চুলে পাক ধরেছে, বিশালদেহী মানুষ তিনি। দর্শনার্থীর বুকে সাঁটা মার্শালের ব্যাজ দেখে বিস্ময় ফুটে উঠল চোখে।

অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গেল জন, স্যালুট ঠুকে বলল,

'মেজর ক্যালকিন, স্যার।'

ব্যাজ থেকে জনের মুখে স্থির হলো কর্নেলের দৃষ্টি। 'বলতে চাইছ সাবেক মেজর?'

'না, স্যার। ফোর্ট এলিতে ফিফথ ক্যাভালরির আই ট্রুপ থেকে বাইরে বিশেষ একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমাকে। কর্নেল জেমস গারফিল্ড আমার কমান্ডিং অফিসার।'

দীর্ঘ অস্বস্তিকর নীরবতা শেষে কর্নেল বললেন: 'শুনলাম তোমার কথা, কিন্তু মার্শালের ব্যাজ পরেছে, এমন কোন সৈনিক জীবনে দেখিনি আমি। আসলে কী তুমি—মার্শাল নাকি ক্যাভালরি অফিসার? দুটো হও কীভাবে?'

'বসতে পারি, স্যার?'

ডেস্কের সামনের আর্মচেয়ারের দিকে ইশারা করলেন কর্নেল। এগোল জন, একই সময়ে পকেট থেকে একটা ছুরি বের করল। ওটার ভাঁজ খুলে রাখল ডেস্কের উপর, তারপর ঝুঁকে ডান বুট খুলে ফেলল। বুট কোলে রেখে ছুরি তুলে নিল ও, কাটতে শুরু করল। এগিয়ে এলেন কৌতূহলী কর্নেল, ওর কাণ্ডকারখানা দেখছেন।

ফোর্ট এলি ছাড়ার আগে মুচিকে দিয়ে ডান বুটের হিলে ছোট্ট একটা পকেট তৈরি করিয়েছে জন। পরিচয়পত্র আর আদেশনামা পকেটে ঢোকানোর পর জুত করে সেলাই দিয়েছে মুচি। "নেহাত দুর্ঘটনাক্রমে" কেউ যাতে ওগুলো খুঁজে না পায়, সেজন্য এই ব্যবস্থা।

পকেটের উপর মোম মেশানো সুতা কেটে কাগজগুলো বের করল জন, বুট পায়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'এখানে আমার পরিচয়পত্র আর আদেশনামা রয়েছে, স্যার।'

সতর্কতার সঙ্গে কাগজ দুটো দেখলেন কর্নেল। শেষে, মৃদু হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মেজর। কর্নেল গারফিল্ড লিখেছেন অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে তুমি নিজেই বলবে।'

'ব্যাজটা কেন পরেছি, ব্যাখ্যা করতে একটু সময় লাগবে, স্যার।'

ডেস্কের ওপাশে চলে গেলেন কর্নেল, এখনও হাতে রয়েছে কাগজগুলো, নিজের চেয়ারে বসে ইশারায় বসতে বললেন জনকে। আর্মচেয়ারে বসে বলতে শুরু করল জন; চার বছর আগে পেমাস্টারকে খুন এবং টাকা লুটের ঘটনা থেকে শুরু করল। কার্ল রিডলের মার্শাল হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার ঘটনা শুনে অবিশ্বাস ফুটে উঠল কর্নেলের মুখে। ক্রিস মার্টিনের পলায়নের মাধ্যমে শেষ করল জন।

মাথা নাড়লেন কর্নেল। 'এতদিন তা হলে আমাদের নাকের ডগায় ছিল সার্জেন্ট টার্ক ওয়াইম্যান! কয়েকবারই বেনিঙে গেছে সৈন্যরা, কিন্তু ওকে দেখতে পায়নি কেউ।'

নড করল জন, কর্নেল গারফিল্ডের উদ্দেশে কোম্পানি কেরানির লেখা চিঠির বিষয়বস্তু মনে পড়ল ওর। 'দেখবে কীভাবে? সৈন্যদের আসার খবর পেলে সীমান্তের ওপারে চলে যায় সে।'

'তা হলে ওকে ধরে আনবে কেমন করে? যা বলেছ, সর্বক্ষণই অন্তত দু'চারজন ঘিরে রাখে তাকে।'

'সেজন্যই এখানে এসেছি, স্যার। ধরুন, গত সপ্তাহে পালিয়ে যাওয়া সৈনিকদের ধরার জন্য একদল সৈন্য পাঠালেন, বেনিঙে গিয়ে খোঁজখবর করবে ওরা; কিন্তু দ্বিতীয় আরেকটা দল বেনিং থেকে দক্ষিণে সীমান্তের ট্রেইলে নজর রাখবে। প্রথম দল শহরে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে খিঁচে দৌড় দেবে কার্ল রিডল। বয়স্ক ট্রুপারদের কেউ হয়তো চিনে ফেলবে ওকে, এই আতঙ্কে ভোগে সে সবসময়। যাই হোক, শহর থেকে বেরিয়ে দ্বিতীয় দলের সামনে পড়বে সে, আর এভাবেই ওকে ধরব আমরা।'

'নির্ঘাত লড়াই হবে।'

মাথা ঝাঁকাল জন। 'আমিও তাই আশা করছি। সৈন্যদের নির্দেশ দিয়ে রাখবেন, কেউ গুলি করলে যেন পাল্টা গুলি করে। তবে কার্ল রিডলকে অক্ষত রাখতে হবে।'

ভুরু কোঁচকালেন কর্নেল। 'কঠিন শর্ত হয়ে গেল না?'

'হয়তো কঠিনই, কিন্তু এটাই একমাত্র উপায়। স্যার, দুটো দল

পাঠাচ্ছেন তো?' কর্নেল নড করতে খেই ধরল ও। 'ঠিক করেছেন, দ্বিতীয় দলের নেতা কাকে করবেন?'

'হ্যাঁ। এখানে ঢোকার সময় ওকে পাশ কাটিয়ে এসেছ। লেফটেন্যান্ট মার্শ। কেন জানতে চাইছ?'

'আমাকে ভাল করে দেখে নিক ও, কারণ পরেরবার যখন আমাদের দেখা হবে, তখন হয়তো রিডলের পাশে রাইড করব আমি।'

'নিশ্চয়তা কী?' কর্নেলের হিসাবী প্রশ্ন। 'তুমি নিজেই বলেছ, ওর রক্ষিতাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছ।'

'ওর পাশে থাকব আমি, যদি বন্দিও হই। আর যদ্দূর মনে হচ্ছে, আমি একাই থাকব ওর সঙ্গে।'

'তারচেয়ে মার্শের সঙ্গে গিয়ে ওকে দূর থেকে চিনিয়ে দেওয়াই কি নিরাপদ নয়?'

'নিরাপদ। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে যদি আমি বেনিঙে ফিরে না যাই, তা হলে সন্দেহ করে বসতে পারে রিড়ল। সেক্ষেত্রে পালাবে সে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কর্নেল, উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি শুরু করলেন। তারপর এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে ডাকলেন: 'লেফটেন্যান্ট মার্শ, এদিকে এসো তো।'

তরুণ লেফটেন্যান্ট কামরায় ঢুকতে উঠে দাঁড়াল জন। ওদের পরিচয় করিয়ে দিলেন কর্নেল। জনের সত্যিকার পরিচয় জানতে পেরেও বিস্ময় দেখা গেল না মার্শের মুখে, বরং নিয়ন্ত্রিত বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি ফুটে উঠল।

'জিওফ, ভাল করে দেখে নাও মেজর ক্যালকিনকে। কয়েকদিনের মধ্যে আবার দেখা হবে তোমাদের, তখন যেন ওকে চিনতে ভুল না হয়।'

'ইয়েস, স্যার,' বলল জিওফ মার্শ। প্রথমে সামনে থেকে জনকে খুঁটিয়ে দেখল সে, তারপর ওকে ঘিরে পুরো এক চক্কর কাটল। উচ্চতা, দেহের গড়ন দেখে নিল ভাল করে। 'দয়া করে হ্যাটটা মাথায় চাপাবেন, মেজর?'

তাই করল জন। ফের ওকে ঘিরে চক্কর কাটল লেফটেন্যান্ট, তারপর কর্নেলের দিকে ফিরে বলল, 'চিনতে অসুবিধা হবে না, স্যার।'

মাথা ঝাঁকালেন হেন্ডারসন। 'পরে সবকিছু খুলে বলব তোমাকে।' লেফটেন্যান্ট কামরা থেকে বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন তিনি, তারপর ডেস্কের ওপাশে গিয়ে বসলেন। 'সৎ, সাহসী ও। যে-কোন দিন হয়তো ওর পদোন্নতির খবর চলে আসবে।' ডেস্কের উপর কনুইয়ের ভর চাপিয়ে ঝুঁকে এলেন তিনি। 'এবার এলাকাটা সম্পর্কে বলো তো। মার্শ ওর লোকজন সহ কোথায় ঘাপটি মেরে থাকবে, কোন পরামর্শ দিতে পারো?'

সার্কেল-আরে যাওয়ার সময় দেখা রাস্তার আশপাশে ক্যানিয়নের বর্ণনা দিল জন। রাস্তায় ধুলোর আধিক্যের কথা বলতে ভুলল না, সতর্ক থাকতে হবে ধুলোর ব্যাপারে, কারণ একাধিক রাইডার থাকলে অনেক দূর থেকে ধুলো চোখে পড়বে–স্বভাবতই, তাদের অবস্থানও প্রকাশ পেয়ে যাবে। 'পায়ে হেঁটে এগোলে ভাল হবে। ঘোড়া থাকলে ধুলো উড়বে বেশি,' শেষে পরামর্শ দিল ও।

বেনিঙে পৌঁছানোর সময় রাস্তা বা ট্রেইল অনুসরণ না করে বরং বন্ধুর প্রান্তর ধরে যাওয়া উচিত হবে, যেহেতু সৈন্যদের যাত্রার খবর স্টেজ ড্রাইভার বা ফ্রেইটারদের মাধ্যমে পৌঁছে যাবে কার্ল রিডলের কানে। তা হলে আগে থেকে সতর্ক হয়ে যাবে সে।

সবশেষে পরিকল্পনার নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণ প্রস্তাব করল ও। প্রথম দল আজ থেকে তৃতীয়দিন সকালে প্রবেশ করবে বেনিঙে–পরেরদিনকে প্রথম দিন ধরে–এবং দ্বিতীয় দলকেও একই সময়ে পজিশন নিয়ে থাকতে হবে।

'আর কিছু?' জানতে চাইলেন কর্নেল।

'আরও একটা ব্যাপার, স্যার। যে-দলটা বেনিঙে যাবে, দলে সবচেয়ে বয়স্ক ট্রুপাররা থাকলে ভাল হয়। তা হলে একটু বেশি ভড়কে যাবে রিডল। সে ধরে নেবে কয়েক বছর ধরে চাকুরি করছে, এমন কেউ ওকে চিনে ফেলতে পারে।'

উঠে দাঁড়াল জন।

কর্নেলও উঠে দাঁড়িয়েছেন। 'তো, মার্শাল, তোমার জন্যও কাজটা কঠিন হবে,' হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'গুড লাক। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জায়গামত পৌঁছে যাবে আমার লোকেরা।'

জনকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন তিনি। 'বিদায়,' বলেই লেফটেন্যান্ট মার্শকে ডাকলেন, তখনও বেরিয়ে যায়নি জন। 'ভিতরে এসো, জিওফ।'

বাইরের বাতাস যেন উনুনের উত্তাপ! ফিরতি পথে ইন্ডিয়ান বেন্ডের দিকে এগোল জন, পিঠে রোদ তাতাচ্ছে।

ফীড স্টেবলে এসে হসল্যারকে খুঁজল ও। করালের কাছাকাছি দেখতে পেল লোকটাকে। অন্ধকার স্টলওয়ে ধরে এগোল ও, কাছে গিয়ে হসল্যারকে হার্নেসে ঘোড়া জুড়ার নির্দেশ দিল। স্টেবলের শেডে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল, মনোযোগ দিয়ে হসল্যারের কাজ দেখছে, এসময় হঠাৎ পিছনে কারও উপস্থিতি টের পেল। শিরদাঁড়ায় শীতল একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল। ঘুরে তাকানোর আগেই মেরুদণ্ডে পিস্তলের ব্যারেলের খোঁচা অনুভব করল; টের পেল আলগোছে ওর হোলস্টার থেকে পিস্তল দুটো তুলে নিয়েছে কেউ।

এবার ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল জন। লেফটি আর ফ্রোমকে দেখতে পেল।

পিস্তল একচুল নড়েনি, জনের পিঠে ঠেসে ধরেছে লেফটি, তাচ্ছিল্য আর উল্লাস ভরা কণ্ঠে বলল, 'আরে, এ যে দেখছি বেনিঙের মার্শাল! চুরি যাওয়া একটা বাকবোর্ডের খোঁজে এখানে এসেছি আমরা, অথচ তোমাকে পেয়ে গেলাম!'

'পিস্তলটা কেন?' জানতে চাইল জন।

'তোমারগুলো হাতানোর জন্য,' জবাব দিল ফ্রোম।

'ক্রিসের খোঁজে এসেছ বোধহয়? চলে গেছে ও।'

'ঠিক ধরেছ। সান ফ্রান্সিসকোর স্টেজে চড়েছে,' বলল লেফটি। তারপর নির্বিকার স্বরে জিজ্ঞেস করল: 'তুমি ওকে এখানে নিয়ে এলে

কেন?'

'মরুভূমিতে ওকে ফেলে আসা উচিত ছিল তা হলে?'

'ওকে বেনিঙে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল,' কর্কশ স্বরে বলল ফ্রোম।

একে একে দুই ষণ্ডার মুখ নিরীখ করল জন, দু'জনের প্রতিক্রিয়া দেখে আর কথাবার্তা শুনে বোঝা যাচ্ছে কার্ল রিডল কেমন অভ্যর্থনা জানাবে ওকে।

'সত্যি সত্যি যা ঘটেছে, বললেও মনে হয় না বিশ্বাস করবে তোমরা। করবে?' জানতে চাইল জন।

'না,' সাফ জানিয়ে দিল ফ্রোম।

'জানি মিথ্যে বলবে,' বলল লেফটি।

'বেশ, কিছুই বলব না তা হলে। চলো, কোর্টহাউসে যাই, হ্যারি ট্রাম্বালের সঙ্গে তোমরাই কথা বোলো।'

'যা বলার এখানেই বলে ফেলো,' নির্দেশের সুরে বলল লেফটি।

'বলব না! হ্যারির কাছ থেকে গল্পটা শুনতে হবে তোমাদের।'

পরস্পরের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল দুই বডিগার্ড। এদিকে শয়তানি হাসি ফুটল জনের মুখে। 'কার্ল যদি জিজ্ঞেস করে হ্যারির সঙ্গে আমার কথার মিল আছে কি না, তখন কী উত্তর দেবে ওকে?'

লেফটির কালো চোখে নিখাদ ঘৃণা ফুটে উঠল। 'এগোও!' নেহাত অনিচ্ছার সঙ্গে বলল সে।

কোর্টহাউসে যাওয়ার পথে কোন কথা হলো না ওদের মধ্যে। অফিসে পাওয়া গেল শেরিফ বিলি বেসকমকে। 'আমার আনা কয়েদির সঙ্গে কথা বলতে চাইছে এই দুই ভদ্রলোক, শেরিফ,' বলল জন।

''বেশ,' তিনজনের দিকে তাকাল শেরিফ, চাহনিতে বিরক্তি চাপা থাকল না। শ্রাগ করে চাবির খোঁজে ড্রয়ার হাতড়াল সে। 'ডেস্কের উপর তোমাদের পিস্তল রেখে যাও।' চাবি তুলে নিয়ে অপেক্ষায় থাকল সে, জনের আর নিজের পিস্তল ডেস্কের উপর জমা রাখল লেফটি, ফ্রোমও রাখল নিজেরটা।

করিডরে এসে ভারী কাঠের দরজা খুলল শেরিফ, তারপর ছয়

সেলের জেল-হাউসে ঢুকল।

'ভিতরে যাবে তোমরা?' জানতে চাইল শেরিফ।

'না,' জবাব দিল জন।

ডানদিকের শেষ সেলে রয়েছে হ্যারি ট্রাম্বাল। কটে বসে থাকতে দেখা গেল তাকে। মুখ দেখে মনে হলো ঘুমাচ্ছিল এতক্ষণ, কিন্তু লেফটি আর ফ্রোমকে দেখে সতর্ক ও সজাগ হয়ে উঠেছে।

'কাজ শেষ হলে নক্ কোরো,' ওদের ছেড়ে অফিসে চলে গেল শেরিফ বেসকম। পিছনে দরজা বন্ধ করে দিল।

'হ্যারি, ক্রিসের সঙ্গে কীভাবে দেখা হলো আমাদের, ওদের বলো তো,' বলল জন।

'তোমাকে দালালি করতে হবে না!' খেঁকিয়ে উঠল লেফটি। 'হ্যাঁ, হ্যারি, খুলে বলো সব।'

ক্যান্নিয়ন থেকে বেরিয়ে আসার পর শকুন দেখতে পায় ওরা–ফিরিস্তি দিল হ্যারি ট্রাম্বাল–কেউ বিপদে পড়েছে ভেবে বাকবোর্ড থামায় জন। পাথরের আড়াল থেকে ক্রিস মার্টিনকে বেরিয়ে আসতে দেখে দারুণ বিস্মিত হয় ওরা, মেয়েটির কাছে জানতে পারে কীভাবে আতঙ্কিত ঘোড়াটা স্যাডল থেকে ফেলে দিয়েছিল ওকে।

'কী কারণে ওখানে গিয়েছিল, বলেছে ক্রিস?' মাঝখানে জানতে চাইল লেফটি।

'হ্যাঁ। রিডল নাকি ওকে খেদিয়ে দিয়েছে।'

'কথাটা বিশ্বাস করেছ তুমি?' ফ্রোমের প্রশ্ন।

'কেন করব না?' অবিচল স্বরে জানাল ট্রাম্বাল। 'ওকে যদি খেদিয়ে না দিত, তা হলে একা রাইড় করবে কেন? তোমাদের দু'একজন নিশ্চই থাকত ওর সঙ্গে।'

'কার্ল যদি ওকে খেদিয়ে দিয়ে থাকে, একটা স্টেজে চাপেনি কেন?'

'ক্রিস ভয় পাচ্ছিল কার্ল হয়তো মত বদলে ফেলতে পারে, সেজন্য রাতেই রওনা দিয়েছিল।'

বুকের উপর দু'হাত আড়াআড়ি রেখে গরাদের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জনের দিকে ফিরল লেফটি। 'কার্ল যদি ওকে খেদিয়ে দিয়েই থাকে, সারারাত রাইড করলে কেন? এত তাড়াহুড়োর কী ছিল?'

'দুটো কারণে,' ট্রাম্বালের দিকে ইশারা করল জন। 'একবার আমাকে অ্যাম্বুশ করার চেষ্টা করেছিল ও। ওর সঙ্গে ক্যাম্প করলে বা রিলে-স্টেশনে ঘুমালে আবার চেষ্টা করবে না, তার কী নিশ্চয়তা ছিল? ক্রিস আমাদের সঙ্গে না থাকলেও সারারাত রাইড করতাম।'

'আরেকটা কারণ?' জানতে চাইল লেফটি।

'ক্রিসের কারণে। উকুন আর ছারপোকা থাকায় স্যাডল-ব্ল্যাঙ্কেট ব্যবহার করতে ভয় পাচ্ছিল ও।'

'তুমি ভাল করে জানতে যে পালাচ্ছে ক্রিস। আগেও তিন-চারবার চেষ্টা করেছে ও।'

'তাই নাকি? এমন কিছু তো কেউ বলেনি আমাকে,' শুকনো স্বরে বলল জন। 'কার্ল রিডল বলেনি, ফ্রোম বলেনি, তুমিও বলোনি। মাত্র এক সপ্তাহ হলো এদিকে এসেছি আমি, তা ছাড়া আমি জ্যোতিষী বা যাদুকরও নই।'

'ডাঁহা মিথ্যে বলছ তুমি!'

কথাটা শেষ হয়েছে মাত্র, সঙ্গে সঙ্গে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে তার গালে সজোরে চড় মারল জন। টলে উঠল লেফটি, ওপাশের গরাদ ধরে পতন ঠেকাল। রিফ্লেক্সবশত পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল, শূন্য হোলস্টারের স্পর্শ পেল–মনেই নেই যে শেরিফের ডেস্কে পিস্তল জমা দিয়ে এসেছে।

পেতলের প্রলেপ দেওয়া বেল্টে চলে গেছে চার্লি ফ্রোমের হাত। এক পা পিছিয়ে গেল জন, পকেট হাতড়াল ছুরির উদ্দেশে। ওটা মুঠোয় থাকলে আঙুলের গাঁটগুলো অক্ষত থাকবে মারামারির সময়। কটের কিনারায় ঠেস দিয়ে রাখা ট্রাম্বালের ক্রাচ তুলে নিতে বাম হাত বাড়াল ও। গরাদের ফাঁক গলিয়ে বের করে আনল ওটা, কোমরের কাছাকাছি

শক্ত হাতে চেপে ধরল, তলাটা থাকল ফ্রোমের দিকে। তারপর ধীর গতিতে আগে বাড়ল। গরাদের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লেফটি, সতর্ক। দুই কদম পিছিয়ে গেছে ফ্রোম, এ-সুযোগে হাতের মুঠির সঙ্গে পেঁচিয়ে নিচ্ছে বেল্টটা।

লেফটির পাশে চলে এল জন। আর এগোনো উচিত হবে না, তা হলে ওর পিছন দিকটা উন্মুক্ত হয়ে পড়বে বামহাতী বডিগার্ডের সামনে। আচমকা যে-কাজটা করল ও, ফ্রোম বা লেফটি কেউই আঁচ করতে পারল না—হঠাৎ পিছন দিকে ক্রাচ ঘুরাল, ফ্রোমকে আঘাত না করে লেফটির মাথায় চালাল। ক্রাচের চওড়া আর্মরেস্ট এতক্ষণ মাটির অনুভূমিক ছিল, দীর্ঘ হাতল হাতুড়ির মত আঘাত হানল লেফটির মাথার একপাশে। হাত তুলে আঘাত ঠেকানের প্রয়াস পেয়েছিল সে, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে; মাঝ-পথে থেমে গেল দু'হাত। হাঁটু বাঁকা হয়ে গেল লেফটির, হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ল অজ্ঞান দেহ, পাথুরে মেঝের সঙ্গে ঠুকে গেল মাথাটা।

লেফটিকে টপকে গেল জন, ফ্রোমের মুখোমুখি হলো। সবে বেল্ট পেঁচানো শেষ করেছে সে, হাত দুটো পেটের সামনে। ক্রাচ চালাল জন, ফ্রোমের বাম বাহুকে টার্গেট করেছে। এত জোরে সংঘর্ষ হলো যে ক্রাচের মূল কাঠামো ফেটে গেল। ফ্রোমের বেল্ট পেঁচানো মুঠির দিকে নজর রেখেছে জন, আশা করছে ক্রাচের আঘাতে হয়তো কিছুটা হলেও বিক্ষত হয়েছে হাতটা। চট করে দু'পা এগোল ও, দেখল জড় পদার্থের মত দেহের পাশে ঝুলে পড়েছে ফ্রোমের বাম হাত।

পরমুহূর্তে লোকটার উপর চড়াও হলো জন।

প্রায় একতরফা হলো লড়াইটা। আদপে লড়াই বলা চলে না, কারণ এক হাতের একজন মানুষের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে ওকে। বুকের সামনে অক্ষত ডান হাত রেখেছে ফ্রোম, জনের ঘুসি ঠেকাবে। কিন্তু ঠেকাতে পারল না। ঝটপট উপরের পেটে দুটো ওজনদার ঘুসি হাঁকাল জন। ফ্রোম সামনে ঝুঁকে পড়তে বিরাশি শিক্কার ঘুসি হাঁকাল তার চিবুকে।

টলমল পায়ে পিছিয়ে গেল সে, আছড়ে পড়ল গরাদের উপর; এগিয়ে গিয়ে আবারও চড়াও হলো জন। ওর পরবর্তী ঘুসিতে ঝাঁকি খেল ফ্রোমের মাথা, পিছনে গরাদের উপর আছড়ে পড়ল। সামলে নেওয়ার কোন সুযোগই পেল না ফ্রোম, পরের ঘুসিতে চার হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেয় ভূপতিত হলো।

থামল জন, আহত দুই বডিগার্ডকে নিরীখ করল। নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হতে করিডরের দরজায় করাঘাত করল।

শেরিফ দরজা খুলতে তাকে পাশ কাটিয়ে এগোল ও। থমকে দাঁড়িয়েছে বিলি বেসকম, ওঅকওয়েের মেঝেয় ভূপতিত দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে বিহ্বল দৃষ্টিতে। 'হয়েছে কী?' জানতে চাইল সে।

'আমাকে পিটিয়ে তক্তা বানানোর ইচ্ছে ছিল ওদের। একজন আমাকে চেপে ধরত, অন্যজন বেল্টসহ মুঠিটা চালাত আমার মুখে।'

সেল ব্লকের দিকে এগোতে উদ্যত হলো শেরিফ, কিন্তু তার বাহুতে হাত রাখল জন। 'জরুরি কথা আছে তোমার সঙ্গে। আগে আমার কথা শোনো, ততক্ষণ পর্যন্ত ওখানেই থাকুক এরা।'

নড করল শেরিফ, পিছিয়ে এসে করিডরের দরজা বন্ধ করল। তার পিছু নিয়ে অফিসে ঢুকে পড়ল জন। ডেস্কের ওপাশে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসল কাউন্টি লম্যান।

দাঁড়িয়ে আছে জন। 'ল অফিসারের উপর হামলা করার পরিণতিতে কী চার্জ আনা যেতে পারে?' জানতে চাইল ও।

'ওদের গ্রেফতার করবে নাকি? গ্রেফতার করতে গেলে কি বাধা দেবে ওরা?'

'দুটো প্রশ্নেরই উত্তর—না।'

'সেক্ষেত্রে, চার্জটা হবে সাধারণ মারপিটের।'

'জামিনযোগ্য চার্জ, তাই না?' শেরিফ নড করতে খেই ধরল জন। 'যথেষ্ট টাকা আছে ওদের কাছে। না হয় কিছু খরচা করে জেল থেকে বেরুক। একটা দিন আটকে রাখতে পারবে ওদের?'

'কাল সকাল এগারোটার দিকে জজের সামনে উপস্থিত করব

ওদের। চলবে?'

'আলবৎ।' ডেস্কের উপর থেকে নিজের কোল্ট ছাড়াও দুই বডিগার্ডের পিস্তল তুলে নিল জন। 'ওদের বলে দিয়ো বেনিঙে আমার সঙ্গে দেখা করলে ফেরত পাবে এগুলো।' হাত বাড়িয়ে দিল ও। 'সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ, শেরিফ।'

উঠে দাঁড়িয়ে ওর হাতটা গ্রহণ করল বিলি বেসকম। 'আশা করি আমার শহরে ঘনঘন আসবে না তুমি, মার্শাল, তবে তোমাকে সাহায্য করে ভালই লাগছে।'

পনেরো মিনিটের মধ্যে স্টেবলে গিয়ে ফ্রোম আর লেফটির ঘোড়ার স্ক্যাবার্ড থেকে কারবাইন দুটো সংগ্রহ করল জন, তারপর দুই পিস্তলের সঙ্গে ওগুলো বাকবোর্ডের পাটাতনে রেখে বেনিঙের উদ্দেশে ফিরতি পথ ধরল ও।

চোদ্দ

লেফটি আর ফ্রোম যে-দিন শহর ছেড়ে গেছে, সেদিন সন্ধ্যায় সাপারের সময় জেফ বসওয়েলকে খানিকটা মাতাল অবস্থায় আবিষ্কার করল ডেবি গিবসন। হুইস্কি ছাড়াও কয়েকটা গরম খবর রয়েছে তার পেটে। ডাইনিং টেবিলে বসার সময় আসল বোমাটা ফাটাল সে, 'শুনেছ নাকি, আমাদের স্বনামধন্য মহিলা জুয়াড়ী সদ্য নিযুক্ত মার্শালের সঙ্গে পালিয়ে গেছে?'

মুদ্রাকরের জন্য কাপে কফি ঢালছিল ডেবি, কথাটা শুনে মুখ তুলে তাকাল বসওয়েলের দিকে। 'বলতে চাইছ একসঙ্গে গেছে ওরা?'

'একসঙ্গে রওনা দেয়নি বটে, তবে স্টেজ রোডে গিয়ে মিলিত হয়েছে।' অন্য বোর্ডাররা খাবারের বিভিন্ন পাত্র এগিয়ে দিল ওর দিকে। গল্পটা খুলে বলল বসওয়েল। টুকরো টুকরো ঘটনা শুনে সে আর অস্কার উইগিন আসল ঘটনা অনুমান করে নিয়েছে। তবে এই গল্প কখনোই *ব্যানার*-এ ছাপা হবে না। তরুণ হসল্যারকে বেদম পিটিয়েছে রিডলের লোকেরা, কারণটা অনুমান করা কঠিন নয়। ক্রিস মার্টিনকে একটা ঘোড়া ভাড়া দিয়েছিল সে, ওটায় চড়ে রাতেই ইন্ডিয়ান বেন্ডের উদ্দেশে রওনা দেয় ক্রিস। গল্পের বাকিটুকু জিম নামের এক স্টেজ ড্রাইভারের কাছ থেকে শোনা, রিডলের বাকবোর্ডে ক্রিসকে দেখতে পেয়েছে সে, জন ক্যালকিন বাকবোর্ডটা চালাচ্ছিল। সন্ধ্যার কিছু আগে শহর ছেড়েছে লেফটি আর ফ্রোম, নিঃসন্দেহে একটাই মিশন ওদের—ক্রিস মার্টিনকে ধরে আনা।

নির্জলা অবিশ্বাস নিয়ে সব শুনে গেল ডেবি, তবে একসময় নিজেকে সামলে নিল। বসওয়েলের কাপে কফি ঢেলে দিয়ে ফিরে এল রান্নাঘরে। ডাইনিংরূম থেকে উচ্চস্বরের হাসি ভেসে আসছে—রসিয়ে রসিয়ে নতুন মার্শালের সঙ্গে ক্রিস মার্টিনের রোমান্স আর ভেগে যাওয়ার গল্প বলছে জেফ বসওয়েল। ডেবি অনুভব করল জন ক্যালকিনকে ঘৃণা হচ্ছে ওর। এটা সত্যি যে খোলা রাস্তায় শোডাউনে জেরি লেনহ্যামের মৃত্যুর পর জনের কার্যকলাপ সম্পর্কে খুব একটা জানা নেই ওর, কিন্তু ক্রিস মার্টিনের সঙ্গে মন দেওয়া-নেওয়ার সময় সে পেল কোথায়? কখন বা কীভাবে একসঙ্গে পালানোর পরিকল্পনা করেছে ওরা? ওর অবচেতন মন বলছে এমন জঘন্য কাজ করতে পারে না জন—সেলুনের কোন জুয়াড়ী-মেয়ে, যে কি না আরেকজন লোকের রক্ষিতা, তার সঙ্গে পালিয়ে যেতে পারে না সে; অথচ অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে ঠিক তাই করেছে।

চেয়ার সরানোর শব্দ কানে এল ওর। হলরূমে চলে গেল বোর্ডাররা, তবে এখনও আলোচনা করছে গরম খবরটা নিয়ে। ডোরা গিবসন কিছুই শোনেনি, খালাকে সবকিছু জানানোর প্রয়োজন বোধ

করল ডেবি। কিন্তু এখন নয়, সিদ্ধান্ত নিল ও।

জেফ বসওয়েলের খাওয়া শেষ হয়নি। অন্য টেবিল পরিষ্কার করার পর জেফের টেবিলে চলে এল ডেবি, এঁটো থালাবাসন তুলতে শুরু করল। 'তো, তোমার জন ক্যালকিন সম্পর্কে কী বুঝলে, ডেবি?' জানতে চাইল মুদ্রাকর।

'আমার জন ক্যালকিন নয় সে,' ঠাণ্ডা সুরে বলল ডেবি। 'এবং তুমি যা ভাবছ, ঠিক একই মনোভাব আমারও।'

'মার্শাল হিসাবে কেউ এরচেয়ে কম সময় কাজ করেছে কি না জানা নেই আমার। সম্ভবত ওর ব্যাজটাও গরম হয়নি।'

'সে যদি মেয়েটাকে বিয়ে করে এখানে ফিরে আসে, কী করতে পারবে কার্ল রিডল?'

মুখে খাবার, তাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটা দেওয়া সম্ভব হলো না মুদ্রাকরের পক্ষে। গলা দিয়ে খাবার নামিয়ে দিল সে, অপেক্ষায় থাকতে হলো ডেবিকে। উচ্চস্বরে হেসে উঠল মুদ্রাকর, বলল: 'উঁহুঁ, ক্রিসকে বিয়ে করবে না সে, কিংবা এখানেও ফিরে আসবে না। দু'জনের কাউকে আর দেখতে পাব না আমরা।'

'শুধুই অনুমান করছ তুমি।'

করুণা ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে ডেবিকে দেখল বসওয়েল, যেন অপরিণত কোন বাচ্চাকে দেখছে। 'আমার ধারণা দু'জনকেই খুন করবে রিডল। জনকে যে ছাড় দেবে না তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাজটা সারতে লোকও পাঠিয়ে দিয়েছে সে।'

'সেলুনের গুজব এসব,' বলল ডেবি, কিন্তু নিজের স্বরে কাঁপন স্পষ্ট টের পেল। বসওয়েলও ধরতে পেরেছে ব্যাপারটা।

'ওকে পছন্দ করো তুমি,' বলল সে।

'তুমিও করো।'

মাথা ঝাঁকাল মুদ্রাকর। 'হ্যাঁ, করতাম। এখন আর করি না। মার্শালের ব্যাজটা যখন বুকে সাঁটল ও, তারপর থেকে আমার খাতায় ওর নাম কেটে দিয়েছি। তুমি কেন একই কাজ করছ না?'

'কীভাবে জানলে যে ওর নাম কেটে দেইনি আমি? এখানে কি থাকছে সে?'

'আরেক কাপ কফি হবে?'

থালাবাসন নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল ডেবি, ফিরে এল কফিপট নিয়ে। বসওয়েলের কাপ ভরে দিল।

'ওর সম্পর্কে আসলে কতটা জানো তুমি, ডেবি?'

'যা জানি, না জানার মতই।'

'আজ যা জানতে পারলাম, ওগুলো যোগ করো তোমার পুরানো ধারণার সঙ্গে। ও হচ্ছে খুনী, গানম্যান, ক্ষমতাপাগল, বেপরোয়া, মারাদাঙ্গা টাইপের এক লোক। যেহেতু বসের মেয়েমানুষ নিয়ে পালিয়ে গেছে, চালবাজ শব্দটাও যোগ করা যায়।'

কফিতে চুমুক দিল বসওয়েল। মনে মনে তার কথাগুলো উল্টেপাল্টে দেখল ডেবি। ঠিকই বলেছে সে। একটা বিশেষণও বাদ দেওয়ার মত নয়। তবে আরও দু'একটা যোগ করা যাবে, যেমন: সহৃদয়তা, সুবিবেচনা, ভদ্রতা এবং সূক্ষ্ম রসবোধ। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে, বদ স্বভাবগুলোকে মুছে দিতে পারবে না এসব।

কাপ নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল বসওয়েল। 'ওর কথা ভুলে যাও, ডেবি। মনে কোরো ওর সঙ্গে পরিচয় হওয়া স্রেফ একটা দুর্ঘটনা। ওর কথা ভুলে যেতে পারলেই স্বস্তি পাব আমরা।'

ডেবির মনে হলো মুদ্রাকরের কণ্ঠে এক ধরনের বিষণ্ন তিক্ততা রয়েছে। তাকে চলে যেতে দেখল। ওর মত একই অনুতাপে পুড়ছে সে? প্রশ্নটার উত্তর জানা নেই ডেবির।

রান্নাঘরে এল ও। বাসন ধোওয়ার সময় খালাকে খুলে বলল জেফ বসওয়েলের বলা কথাগুলো। ওর কথা শেষ হওয়ার পরও দীর্ঘক্ষণ চুপ করে থাকল ডোরা গিবসন, শেষে মৃদু স্বরে বলল: 'যাই হোক, ভাল কিছু গুণও ছিল ওর, তবে শুধু আমরাই জানতে পেরেছি ওসব।'

পনেরো

ইন্ডিয়ান বেন্ড থেকে ফিরতি পথে রাতটা প্রথম রিলে-স্টেশনে কাটাল জন ক্যালকিন। মোটামুটি পরিচ্ছন্ন বাঙ্কহাউস, আক্ষরিক অর্থে মড়ার মত ঘুমাল ও। ভোরে রওনা দিল আবার, দ্বিতীয় স্টেশনে ঘোড়া বদল করল—এজেন্টের ঘোড়া ফেরত দিয়ে কার্ল রিডলের মিউলগুলো জুড়ল বাকবোর্ডে। বিশ্রাম ও খাবার পেয়ে তরতাজা হয়ে উঠেছে পশু দুটো।

মাঝ দুপুর এখন। রাস্তায় কয়েকটা ফ্রেইট ওয়্যাগনের সঙ্গে দেখা হয়েছে, একটা স্টেজ অতিক্রম করে গেছে ওকে। নানান চিন্তায় অস্থির হয়ে আছে জনের মন। ফ্রোম আর লেফটি মুক্তি পাবে আজ, জেল থেকে বেরিয়ে ওর আগেই কার্ল রিডলের সঙ্গে দেখা করার জন্য উতলা হয়ে পড়বে? কয়েক ঘণ্টা এগিয়ে আছে ও, কিন্তু এমন কোন নিশ্চয়তা নেই যে দুই বডিগার্ডের আগে বেনিঙে পৌঁছতে সক্ষম হবে। বরং ওর আগেই পৌঁছে যেতে পারে লেফটিরা; একটা সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে; কারণ সওয়ারী-ঘোড়ার চেয়ে বাকবোর্ডের গতি তুলনামূলক কম।

ব্যাপারটা নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামাল না জন। বেনিঙে পৌঁছার পর ঠিক কী করবে, তাই নিয়ে চিন্তিত। দেখা করে কার্ল রিডলকে খুলে বলবে সব? নাকি অপেক্ষা করবে, আগে লেফটি বা ফ্রোমকে বলার সুযোগ দেবে? উঁহুঁ, পরিত্যক্তা একজন মহিলাকে রাস্তায় পেয়ে সাহায্য করার খবর তেমন গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কথা নয় রিডলের কাছে, সুতরাং

ব্যাপারটাকে জরুরি মনে করলেই ভুল হবে; তবে চেপে যাওয়াও ঠিক হবে না।

সন্ধ্যার পর নিজের অফিসের গলিতে বাকবোর্ড থামাল জন। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল, লণ্ঠন জ্বেলে লেফটি আর ফ্রোমের অস্ত্র রাখল ডেস্কের উপর, ব্ল্যাঙ্কেট-রোল রাখল ঘরের কোণে। তারপর দরজা খোলা রেখে বেরিয়ে এল ও, বাকবোর্ডটাকে নিয়ে চলল লিভারি স্টেবলে। ধূলিময় বাকবোর্ড পরিষ্কার আর ঘোড়াগুলোর যত্ন করার ফরমাশ দিয়ে অফিসের দিকে ফিরতি পথ ধরল পায়ে হেঁটে। কোণে এসে, অন্ধকার এক দালানের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে স্টেবলের উপর নজর রাখল।

মিনিট তিনেক পর, জনের অনুমান, এক স্টেবলম্যান বেরিয়ে এসে আড়াআড়ি রাস্তা পেরিয়ে দ্রুত পা চালাল ক্রসফায়ারের উদ্দেশে। কিছুক্ষণের মধ্যে ওর ফিরে আসার খবর চাউর হয়ে যাবে পুরো শহরে।

অফিসের উদ্দেশে এগোল জন।

অফিসে ঢুকে, শেরিফ জ্যাক ওয়াল্টনকে সোফায় বসে থাকতে দেখতে পেল ও। গম্ভীর, নিরাবেগ হাসিতে ওকে শুভেচ্ছা জানাল সে।

'জেলে ঢুকিয়ে এসেছ বন্দিকে?' জানতে চাইল ডেপুটি শেরিফ।

'সেজন্যই তো এত পথ পাড়ি দিলাম।'

'ট্রাম্বালকে দেখে কী বলল বেসকম?'

'অবাক হয়েছে খুব,' ডেস্কের ওপাশে চলে গেল জন, সুইভেল চেয়ারে বসে মুখোমুখি হলো ওয়াল্টনের।

'নিশ্চই বলেছ হ্যারিকে জেলে রাখতে চাইনি আমি?'

'হ্যাঁ।'

'শুনে কী বলল ও?'

'জানতে চাইল আমাদের সম্পর্ক খারাপ নাকি। তোমার কাছ থেকে উত্তরটা জেনে নিতে বলেছি ওকে।'

'খেপে গিয়েছিল নাকি ও?'

সামান্য মাথা ঝাঁকাল জন। সত্যি কথাটা বলল না, আসলে জ্যাক ওয়াল্টনের উপর নয়, বরং ওর উপরই খেপে গিয়েছিল শেরিফ বেসকম।

'যাক্‌গে, যা ভাল মনে হয়েছিল আমার, তাই করেছি। ভবিষ্যতেও তাই করব।'

'জানি।'

এবার আকাঙ্ক্ষিত শব্দটা শুনতে পেল জন—এতক্ষণ যা শোনার আশা করছিল—গলিতে লোকজনের পদশব্দ। আচমকা পিস্তল হাতে অফিসে ঢুকল রস নামের এক বডিগার্ড, চট করে একপাশে সরে দাঁড়াল, পিস্তল স্থির হয়ে আছে জনের বুক বরাবর। অচেনা দুই বডিগার্ডকে নিয়ে এবার কামরায় পা রাখল কার্ল রিডল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকাল সে।

'হ্যালো, কার্ল। এই মাত্র এলাম।'

কিছু বলল না ক্রসফায়ার মালিক, শেরিফের দিকে চলে গেছে তার দৃষ্টি, গম্ভীর স্বরে নির্দেশ দিল: 'ভাগো, ওয়াল্টন!'

উঠে দাঁড়াল ডেপুটি শেরিফ, তারপর সত্যি সত্যি একটা কথাও না বলে বেরিয়ে গেল।

জনের দিকে ফিরল রিডল। 'অনেক ব্যাপারে কৈফিয়ত দেওয়ার আছে তোমার, বন্ধু।'

মাথা ঝাঁকাল জন। 'মানছি কৈফিয়ত দিতে হবে—তোমার কাছে, কিন্তু ওদের কাছে নয়,' তিন বডিগার্ডের দিকে ইশারা করে বলল জন। 'ওদেরকে বাইরে চলে যেতে বলো।'

সামান্য ইতস্তত করার পর ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল রিডল। 'গলিতে অপেক্ষা করো তোমরা। দরজাটা আটকে দিয়ো যাওয়ার সময়।'

ষণ্ডারা চলে যেতে আর্মচেয়ারে বসে পড়ল রিডল। চওড়া মুখ শুকনো দেখাচ্ছে, সবুজ চোখের কিনারা লাল হয়ে গেছে, বোধহয় ঘুমায়নি ঠিকমত কিংবা অতিরিক্ত পান করেছে। মুহূর্তের জন্য প্রায়

বিহ্বল দেখাল তাকে, যেন কীভাবে শুরু করবে ভেবে পাচ্ছে না। জনও আগ বাড়িয়ে কিছু বলল না।

'সাহস আছে তোমার, বন্ধু, ফিরে এসেছ আবার,' শুরু করার আগে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল কার্ল রিডল। 'আমি তৈরি হয়ে বসে আছি যাতে অনুতাপ করতে বাধ্য হও!' ক্ষণিকের জন্য থেমে খেই ধরল সে। 'ক্রিসকে তোমার সঙ্গে দেখতে পেয়েছে এক স্টেজ ড্রাইভার। ওকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছ তুমি।'

'ঠিক এমনই শুনেছি লেফটি আর ফ্রোমের কাছে,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল জন।

'কোথায় ওরা?' বিস্মিত দেখাল রিডলকে।

'সকাল এগারোটা পর্যন্ত জেলে থাকার কথা ওদের। এসে পড়বে।'

'জেলে!? কেন?'

'সব ঘটনা বোধহয় বিশ্বাস করবে না তুমি। লেফটি বা ফ্রোমও করেনি। আমাকে মিথ্যুক বলেছিল সে। ঘুসি মারলাম ওকে। তারপর দু'জনের সঙ্গেই লড়তে হলো। ল অফিসারের সঙ্গে মারপিটের অপরাধে ওদের আটক করেছে শেরিফ বিলি বেসকম।'

সন্দেহ, রাগ এবং অবিশ্বাস–একে একে সবই ফুটে উঠল কার্ল রিডলের মুখে, তবে সবকিছু ছাড়িয়ে বিহ্বলতাই প্রাধান্য পেল। 'ক্রিসের ব্যাপারে কী বলার আছে তোমার?'

হ্যারি ট্রাম্বাল দুই বডিগার্ডকে যা বলেছিল, হুবহু তাই বলে গেল জন–নিরাবেগ, নিস্পৃহ সুরে। 'ক্রিস বলল তুমি ওকে খেদিয়ে দেওয়ায় পশ্চিমে চলে যাচ্ছে, অনুরোধ করল ওকে যেন সাহায্য করি।'

'খেদিয়ে দিয়েছি! মাথা খারাপ নাকি?' বিস্ফোরিত হলো রিডল। 'নচ্ছার মেয়েলোকটা আসলে পালিয়ে গেছে!'

'কিন্তু সেটা হ্যারি বা আমি জানব কী করে? শহরের বাইরে যখনই রাইড করতে বেরোয় ও, তোমার দু'একজন লোক সঙ্গে থাকে সবসময়, তাই না?'

'ঠিক। সেদিন ছিল না, কারণ ও পালিয়ে গিয়েছিল।'

'আর তুমি যদি ওকে খেদিয়ে দাও, সেক্ষেত্রেও ওর সঙ্গে কারও থাকার কথা নয়, তাই না?'

রাগ সামলে রাখতে বেগ পেতে হচ্ছে রিডলকে, সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলতে পারল না সে। তীক্ষ্ণ, কঠিন দৃষ্টিতে জনকে বিদ্ধ করল। 'হ্যাঁ, ওকে খেদিয়ে দিলেও কেউ থাকত না সঙ্গে, নেহাত অনিচ্ছার সঙ্গে স্বীকার করল সে। 'কিন্তু ব্যাপারটা একটুও বেখাপ্পা মনে হয়নি তোমার কাছে? মালপত্র নিয়ে স্টেজে না চড়ে বা একটা রিগ ভাড়া না করে এক কাপড়ে ঘোড়ায় চড়েছে ও?'

'ও বলল তুমি নাকি মত বদলে ফেলতে পারো, তাই তাড়াহুড়োয় চলে এসেছে।'

আরও খেপে গেল রিডল। 'ওকে পালাতে সাহায্য করেছ তুমি, ওর পক্ষ নিয়েছ।'

'উঁহুঁ, তোমার পক্ষে ছিলাম আমি। আগ্রহ শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে ওকে খেদিয়ে দিয়েছ, আমি ওকে ফিরিয়ে আনলে কি খুশি হতে? ওই অবস্থায় ওকে সাহায্য করলে তোমার কোন ক্ষতি হত? আমি তো মনে করেছি এতে বরং তোমাকে সাহায্য করা হলো, আপদ বিদায় করে দিয়েছি।'

'না থেমে টানা এগিয়ে গেছ তুমি, নইলে ঠিকই তোমাকে রাতের মধ্যে ধরে ফেলত লেফটিরা।'

মাথা ঝাঁকাল জন। 'রিলে স্টেশনে ঘোড়া বদল করার জন্য থেমেছিলাম। প্ল্যানটা শুরু থেকে তাই ছিল। স্টেশনে রাত কাটানোর সাহস করিনি, কারণ তা হলে হয়তো একটা পিস্তল যোগাড় করার ফিকির করত ট্রাম্বাল।'

'দু'জন লোক সঙ্গে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলাম, আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে কেন?' নাছোড়বান্দার সুরে জানতে চাইল কার্ল রিডল। 'নাকি আগে থেকে জানতে যে পথে ক্রিসকে তুলে নিতে হবে তোমার?'

'ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো, কার্ল,' শীতল হয়ে গেল জনের কণ্ঠ। 'তুমি জানো যে ট্রাম্বালকে জেলে রাখতে রাজি হয়নি ওয়াল্টন। নিতান্ত বাধ্য হয়ে ইন্ডিয়ান বেন্ডে ওকে নিয়ে গেছি আমি। ক্রিস হয়তো শুনে থাকবে কথাটা, কিন্তু আমি কী করে জানব যে পথে অপেক্ষায় থাকবে ও? তোমার প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করেছি নিজেকে তা হলে ছোট করা হয় বলে, এটাকে অহংকারই বলতে পারো। তুমিও জানো সেটা। আরেকটা কারণ, ট্রাম্বাল আমার সমস্যা ছিল, তোমার নয়।'

চুপ হয়ে গেল সে, মনে মনে উল্টেপাল্টে দেখছে কথাগুলো। তবে জন জানে, ওর ব্যাখ্যা মেনে নিতে নিতান্ত অনীহা বোধ করছে সে।

'তা হলে লেফটিদের সঙ্গে দেখা হয়নি ক্রিসের?' শেষে গম্ভীর সুরে জানতে চাইল রিডল।

মাথা ঝাঁকাল জন। 'ইন্ডিয়ান বেন্ডে যখন পৌঁছাই আমরা, যাত্রার জন্য তৈরি হচ্ছিল সান ফ্রান্সিসকোর স্টেজ। স্টেজ অফিসে ক্রিসকে পৌঁছে দিয়ে ট্রাম্বালকে নিয়ে কাউন্টি অফিসে চলে গেছি আমি। ফিরে আসার সময় দেখলাম স্টেজটা চলে গেছে।'

'স্টেজ অনুসরণ করার চেষ্টা করেনি ওরা?'

মাথা নাড়ল ও। 'আমার তো মনে হয় ক্রিসকে পাকড়াও করার চেয়ে আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করার আগ্রহ বেশি ছিল ওদের। জেল থেকে বেরিয়ে স্টেজের পিছনে ছুটতে পারে ওরা, তবে ততক্ষণে পুরো এক দিন এগিয়ে গেছে স্টেজ। কী করেছে, সেটা কেবল ওরাই জানে।'

'ওদেরকে দেরি করিয়ে দেওয়ার জন্য মারপিট করোনি তো?'

'করতে পারতাম, কিন্তু করিনি। তুমি যদি ক্রিসকে পাকড়াও করার নির্দেশ দিয়ে থাকো, স্টেজের পিছু ধাওয়া না করে আমাকে ধরার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল কেন ওরা?'

'তোমাদের দু'জনকেই পাকড়াও করার নির্দেশ দিয়েছিলাম।'

'যাক্গে, আমি নিজ থেকে ফিরে এসেছি, তবে ক্রিসের সঙ্গে নয়।

এখন কী করবে?'

উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়াল কার্ল রিডল, ছোট্ট বৃত্তের আকারে পায়চারি করছে। মাথা নিচু তার, যেন মেঝের টাইল গুনছে। পায়চারি থামিয়ে হঠাৎ জনের সামনে থামল সে। 'দেখা যাক, লেফটি আর ফ্রোম ফিরে আসুক। ওদের ভাষ্য শুনে সিদ্ধান্ত নেব।'

'ওরা যদি মিথ্যে বলে?'

'কেন বলবে?' শীতল সুরে পাল্টা জানতে চাইল সে।

'কারণ যে-দুটো কাজ দিয়ে ওদের পাঠিয়েছ, একটাও ঠিকমত সারতে পারেনি ওরা। বরং হুজুগে কাউহ্যান্ডের মত মার খেয়ে জেলে পচেছে এক রাত।'

'পিস্তল উঁচিয়ে ওদের জেলে ভরোনি তো?'

'তার আগেই আমার পিস্তল কেড়ে নিয়েছিল ওরা। হ্যারি ট্রাম্বালের ভাষ্য শুনতে এরপর ল-অফিসে গেলাম আমরা। শেরিফের নির্দেশে পিস্তল জমা রাখল লেফটি আর ফ্রোম। তারপর ট্রাম্বালের সেলের কাছে গেলাম।'

'ওরা ফিরে এলে জানা যাবে সব।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জন। 'কার্ল, ব্যাপারটা নিয়ে অযথা খোঁচাখুঁচি করছি আমরা। ফিরে এসেছি, এটাই হচ্ছে বড় ব্যাপার। ইন্ডিয়ান বেন্ডে কোন ভজকট করে থাকলে রাইড করতে থাকতাম এখন, তাই না?'

'সেটা ঠিক,' অলস সুরে স্বীকার করল ক্রসফায়ার মালিক। 'কিন্তু তারপরও আমি মানতে পারছি না যে এত সহজে ক্রিসের মিথ্যে কথা বিশ্বাস করেছ তুমি।'

'ক্রিস সম্পর্কে কী জানি আমি?' প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ঝরে পড়ল জনের কণ্ঠে। 'ক্রসফায়ারে কাজ নেওয়ার সময় হিরাম ডেলির সঙ্গে দেখা করেছিলাম, ও তখন বলেছিল: *"মেয়েটার চেহারা যদি ভাল লেগে থাকে, ভুলে যাও; ওকে যদি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ইচ্ছে বা ব্যবসা ছাড়া ওর সঙ্গে কথা বলার খায়েশ থেকে থাকে, খায়েশটা এখনই হজম*

করে ফেলো।" ওর কথাগুলো মনে আছে আমার।'

'আমি এখনও মনে করি, একটা কিছু লুকাচ্ছ তুমি। সবকিছু খুলে বলোনি।'

এবার রাগ প্রকাশ করল জন। 'আর কত তর্ক করব, কার্ল?' উঠে দাঁড়িয়ে কার্ল রিডলের মুখোমুখি হলো ও। 'বেশ, তোমার যা খুশি করো। লেফটি আর ফ্রোমের গল্প শুনো। আমার কথার সঙ্গে যদি না মেলে, কাউকে পাঠিয়ে দিয়ো ইন্ডিয়ান বেন্ডে। কাউন্টির কেরানি লিখতে জানে। তোমার লোককে বোলো যেন কিছু টাকা দেয় কেরানিকে, তা হলে ক্রিস সম্পর্কে ট্রাম্বালের গল্প লিখে দেবে সে। বরখাস্ত করেছ বলে তোমাকে পছন্দ করে না ট্রাম্বাল। আমাকেও করে না। সুতরাং আশা করা যায়, লেফটি আর ফ্রোমকে যা বলেছে, আবারও তাই বলবে সে। যদি এর অন্যথা হয়, তা হলে ব্যাজ এবং আমার ঘাড়, দুটোই তোমার।'

কথাবার্তা শুরু হওয়ার পর এই প্রথম, ক্ষীণ হাসল কার্ল রিডল। 'ব্যাজ বা তোমার ঘাড়, দুটোই কেড়ে নেব আমি, বাজি ধরতে পারো,' ঘুরে দরজার কাছে চলে গেল সে, থেমে বলল, 'শহর ছেড়ে কোথাও যেয়ো না, জন। তোমার উপর নজর রাখব আমি।' পিছনে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল সে।

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল জন। সবচেয়ে কঠিন সময়টা পার করেছে। আশা করা যায় ক্রিস সম্পর্কে হ্যারি ট্রাম্বালের মতামত জানার আগে ওর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেবে না রিডল। আরও একটা সুখবর, সৈন্যদের প্রথম দলটা যখন শহরে পৌঁছবে, ওর উপর নজর রাখার জন্য বেনিঙে থাকবে কার্ল রিডল।

ষোলো

আজ সকালে কাঁচা বাজার করার কথা। সাধারণত খালাকে নিয়ে বেরোয় ডেবি। কিন্তু গতরাতে বেহেড মাতাল হয়ে বাসায় ফেরে জেফ বসওয়েল, সিঁড়িতে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় সে; খালা-ভাগনী মিলে তাকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল রুমে। কফি খাইয়ে বসওয়েলকে চাঙা করতে গিয়ে রাতের দুই ঘণ্টার ঘুম নষ্ট হয়ে গেল ওদের। ঘুমটা পুষিয়ে নিতে হবে বলে বেরোতে অনিচ্ছুক ডোরা গিবসন, তাই ফর্দ হাতে একাই বেরোল ডেবি।

বাইরে যথেষ্ট উত্তাপ। রাস্তায় ওয়্যাগনের ভিড়। ধুলো ঠেকাতে মুখে একটা নেকারচিফ লাগিয়েছে ডেবি। অস্কার উইগিনের স্টোরটাকে উনুন মনে হলো। তরুণ কেরানি সবসময় মুখিয়ে থাকে ওকে সাহায্য করার জন্য, চাহিদা মাফিক দ্রুত মালামাল সরবরাহ করল সে।

এত লোকের জন্য বাজার করার কাজটা প্রথম দিকে কঠিন মনে হত ওর কাছে, কিন্তু এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কেরানি যখন মালপত্র গুছাচ্ছে, এই ফাঁকে কসাইয়ের সঙ্গে মাংস নিয়ে আলাপ করল ডেবি। দূর থেকে দেখল কাউন্টারের উপর পাহাড় পরিমাণ মালামাল জমা করছে কেরানি। হঠাৎ ওর মনে পড়ল বাসনকোসন ধোওয়ার জন্য কিছু একটা দরকার। কম দামি তোয়ালে হলে কাজ চলে যাবে। স্টোরের শেষ দিকে কাপড়ের কাউন্টার, মাঝখানের আইল পেরিয়ে সেদিকে এগোল ডেবি।

তিনদিন আগেও একবার এসেছিল ও, *মার্শালের অফিস* লেখা বন্ধ দরজার দিকে কয়েকবার তাকিয়েছে, আনমনে ভেবেছে ভিতরে কী করছে জন। জনের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে গলা টিপে হত্যা করেছে, তবে কাজটা সহজ হয়নি। অভ্যাস সহজে যাওয়ার নয়, হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে ও।

মার্শালের অফিসের দরজা খোলা। এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল ও। জন চলে যাওয়ার পর কি রুমটা পরিষ্কার করা হচ্ছে? কৌতূহলের জয় হলো শেষপর্যন্ত, আইল ধরে এগোল ডেবি, দরজার কাছে এসে থামল।

ডেস্কের দিকে মুখ করে সুইভেল চেয়ারে বসে আছে জন, একটা কাগজে লিখছে কী যেন।

মুহূর্ত কয়েক ডেবির মনে হলো ভুল দেখছে, বিশ্বাস করতে পারছে না জনের উপস্থিতি; কিন্তু বিস্ময়কে ছাড়িয়ে গেল ওর আনন্দটুকু। 'জন! সত্যিই তুমি?' উৎফুল্ল স্বরে জানতে চাইল ও।

সুইভেল চেয়ার ঘুরিয়ে স্টোরমুখী দরজার দিকে তাকাল জন, ডেবিকে দেখে উঠে দাঁড়াল। কামরার মাঝামাঝি পরস্পরের মুখোমুখি হলো ওরা। নিজের অজান্তে হাত বাড়িয়ে দিল ডেবি। পুরানো বন্ধুর মত নিখাদ আন্তরিকতা নিয়ে হ্যান্ডশেক করল ওরা।

তারপর ঝটপট কথাগুলো বলে গেল ডেবি, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। 'আমি তো ভেবেছি মেয়েলোকটার সঙ্গে চলে গেছ। কোন কারণে যদি বেনিঙে ফিরেও আসো, স্রেফ খুন হয়ে যাবে।

'কেউ নিশ্চই বেশি কথা বলে তোমার কান ভারী করেছে,' স্মিত হেসে বলল জন। 'এসো। এখানে বসো তো।' দরজার কাছে চলে গেল ও। কবাট দুটো ভিড়িয়ে দিয়ে ফিরে এল, হাত ধরে ডেবিকে এনে বসাল আর্মচেয়ারে।

স্বস্তি বোধ করছে ডেবি। কারণটা জানা নেই ওর। হয়তো জনকে দেখে, কিংবা ক্রিস মার্টিনের সঙ্গে জন পালায়নি জানতে পেরে। তবে

আসল কারণটা নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবছে না ও, কিংবা পরোয়াও করে না।

সুইভেল চেয়ারে বসে আগ্রহ নিয়ে ডেবির দিকে ফিরল জন। 'আমার সম্পর্কে এত কথা কার কাছ থেকে জানলে?'

'জেফের কাছে শুনলাম ক্রিস মার্টিনের সঙ্গে পালিয়ে গেছ বলে তোমাদের পিছনে লোক লেলিয়ে দিয়েছে রিডল। সে শপথ করেছে ফের যদি এই শহরে তোমার চেহারা দেখা যায়, দেখামাত্র তোমাকে খুন করে ফেলবে। সে কি জানে তুমি ফিরে এসেছ?'

নড করল জন। 'গতরাতে কথা হয়েছে ওর সঙ্গে।'

'আসলে কী ঘটেছে, বলো তো!'

আগের রাতে কার্ল রিডলকে যা বলেছিল, তাই বলল জন; বাড়তি কিছু যোগ করল না। জনের কথা শুনতে শুনতে আনমনা হয়ে পড়ল ডেবি, নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে ওর—এত সহজে কী করে বসওয়েলের কথাগুলো বিশ্বাস করে ফেলল ও? উচিত হয়নি কাজটা। ক্রিস মার্টিনের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে জন, সেটা যে অন্যায় নয়, জেনে-শুনেই ফিরে এসেছে বেনিঙে। বসওয়েলের সঙ্গে কথাগুলো একেবারে মিলছে না। আকাশ-পাতাল ফারাক বলা চলে।

জনের কথা শেষ হতে মুহূর্ত কয়েক ভাবল ডেবি, শেষে বলল: 'তা হলে এখন কার্ল রিডলের নজরবন্দি আছ তুমি। হ্যারি ট্রাম্বালের ভাষ্য না জানা পর্যন্ত তোমার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হবে না সে।'

'ঠিকই বলেছ, শহর ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না, তবে যাওয়ার দরকারও নেই আমার।'

ট্রাম্বালের ইচ্ছের উপর নির্ভর করছে তোমার জীবন। চাইলেই তোমাকে ফাঁসিয়ে দিতে পারবে সে, পরিণামে খুন হয়ে যাবে তুমি। খুব বড় ঝুঁকি হয়ে গেল না? একবার নিজে তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল সে, এখন একটু পরোক্ষভাবে চেষ্টা করতেও পারে, তাই না?'

'একটা সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে।'

বিহ্বল চোখে জনের দিকে তাকিয়ে থাকল ডেবি। 'কিন্তু তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে না এ-নিয়ে দুশ্চিন্তা করছ। তোমাকে বোধহয় কখনোই বুঝতে পারব না আমি।'

'বুঝবে। পরশু।'

'মানে?'

'এখনই বলতে পারছি না, ডেবি। তবে দু'দিন পর তোমার অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। বিশ্বাস রাখো আমার উপর।'

'অথচ আমাকে বিশ্বাস করছ না তুমি!'

'করছি। কিন্তু এসবের সঙ্গে তোমাকে জড়াতে চাই না আমি, এটাই হচ্ছে আসল কথা।'

'কীসের সঙ্গে জড়াব?'

মাথা নাড়ল জন। 'বাদ দাও, ডেবি। ডোরা খালা কেমন আছেন?'

'এমন আচরণ করছ আমি যেন একটা বাচ্চা!' প্রতিবাদ করল ডেবি।

'আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না।'

গতরাতে জেফ বসওয়েলের মাতাল হওয়ার কথা জানাল ডেবি। শেষ করেছে, এসময় দরজায় করাঘাত হলো। কবাট ঠেলে ভিতরে ঢুকল কেরানি। 'কত গজের কথা বলেছিলে, মিস্? ভুলে গেছি আমি।'

'চার গজ,' জবাব দিল ডেবি। 'চলো, আমি নিজেই বাছাই করব।' উঠে দাঁড়িয়ে জনের দিকে ফিরল ও। 'পরশু তা হলে দেখা হচ্ছে তোমার সঙ্গে?'

'দেখা হোক বা না-হোক, আমার ব্যাপারে হয়তো অনেক কিছু শুনতে পাবে। অযথা দুশ্চিন্তা কোরো না।'

'কথাটা ভাল লাগছে–তা বলতে পারছি না। তবে এও ঠিক এ-ব্যাপারে বোধহয় কিছু করার নেই আমার।' ঘুরে দরজার দিকে এগোল ডেবি।

*

সেদিন বিকালে, মার্শালের অফিসের সামনে থামল কার্ল রিডল। খোলা

দরজা-পথে তাকাল সে। জনকে দেখতে পেয়ে ভিতরে ঢুকল। এবার আর ভুল করল না, দুই বডিগার্ডকে বাইরে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিল।

'বসো, কার্ল।'

'উঁহুঁ, কথাটা বলেই চলে যাব। একটু আগে ফিরে এসেছে লেফটি আর ফ্রোম।'

ক্রসফায়ার মালিকের মুখে জনের দৃষ্টি, খুঁটিয়ে দেখছে–মুখ দেখে লোকটার মেজাজ সম্পর্কে আভাস পেতে চাইছে। গম্ভীর দেখাচ্ছে তাকে, তবে রাগ বা হতাশা পুরোপুরি চেপে রাখতে পারেনি।

'কী বলল ওরা?'

'তোমার গল্পের সঙ্গে মিলছে না। বলল ট্রাম্বাল নাকি বলেছে আগে থেকে পালানোর পরিকল্পনা করেছ তুমি আর ক্রিস। জেলখানায় সবকিছু ফাঁস করে দিয়েছে বলে ট্রাম্বালের উপর খেপে গেছ তুমি, ক্রাচ কেড়ে নিয়ে পেটাতে গেছ ওকে। লেফটিরা বাধা দেওয়ায় ওদের সঙ্গে লড়াই করেছ।'

'ওদের কথা বিশ্বাস করেছ তুমি?'

'ভাঙা ক্রাচটা সঙ্গে নিয়ে এসেছে ওরা,' নির্বিকার স্বরে বলল রিডল।

'ওটা দিয়ে ফ্রোমকে পিটিয়েছি।'

নির্জলা বিদ্বেষ আর অসন্তোষ নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। শেষে শ্রাগ করল জন, প্রায় অবহেলার সুরে বলল: 'আগেই তো বলেছি যে মিথ্যে বলবে ওরা।'

'আসলেই বলেছে কি না, যাচাই করব আমি। স্টেজে একজনকে পাঠিয়ে দিয়েছি। ট্রাম্বালের কাছ থেকে আসল ঘটনা জেনে ফিরে আসবে সে।'

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকাল জন। 'ন্যায্য একটা কাজ করেছ, কার্ল।'

'ও ফিরে এলে এক ঘণ্টার মধ্যে হয় তুমি মরবে, নইলে ওদের দু'জন মরবে।'

'অতটা নির্মম না হলেও পারো। মনে রেখো, ওদের বিদ্বেষ আমার উপর, তোমার সঙ্গে ওদের কোন শত্রুতা নেই।'

জনের প্রত্যয় বা সাহস দেখে প্রচ্ছন্ন সমীহ ফুটল কার্ল রিডলের চাহনিতে, পরমুহূর্তে একেবারে ভাবশূন্য হয়ে গেল চোখজোড়া।

'দেখা যাবে। ধারে-কাছে থেকো। আর তোমার ঘোড়াটার কাছ থেকে দূরে থেকো।'

'আলবৎ!'

ঘুরে বেরিয়ে গেল রিডল।

সতেরো

একদিন পর সকালে মেক্সিকান নাপিতের দোকানে চুল কাটাতে ঢুকল জন। মূল রাস্তার উপর দোকানটা, কাচের এপাশ থেকে রাস্তার সবকিছু দেখতে পাচ্ছে। সময় পেলে শেভ সেরে নেবে, কিংবা চুলও ধুয়ে নিতে পারবে।

চেয়ারে বসে গত সপ্তাহের *ব্যানার*-এর জীর্ণ সংখ্যা পড়ছে, তখনই কানে এল শব্দটা। ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই—অনেক ঘোড়ার খুরের শব্দ—ছন্দময়, যেন প্যারেড করছে।

হাত থেমে গেল মেক্সিকান নাপিতের। '*ওইগা! লস ক্যাবেলারিয়া!* হলুদ পা-অলারা এসে গেছে!'

ঘাড় ফেরাতে রাস্তায় ট্রুপারদের দলটাকে দেখতে পেল জন। বয়স্ক সবাই। সবার সামনে অফিসার, তারপর গাইডন-বাহক, শেষে জোড়ায় জোড়ায় সৈন্যরা এগিয়ে আসছে পাশাপাশি। ঘোড়াগুলো মোটেও ক্লান্ত

নয়, ঘাম নেই কোনটার শরীরে; গর্বিত ভঙ্গিতে স্যাডলে বসে আছে ট্রুপাররা, আশপাশের প্রতিটি মানুষের কৌতূহলী দৃষ্টির ব্যাপারে প্রত্যেকে শতভাগ সচেতন।

অপেক্ষমাণ দুই খদ্দের দরজার কাছে চলে গেল। যার যার জায়গায় থেকে সৈন্যদের দলটাকে সামনে দিয়ে চলে যেতে দেখল জন আর নাপিত; শেরিফের অফিসের সামনে থামল তারা, সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করবে।

সৈন্যরা চোখের আড়ালে চলে যেতে অ্যাপ্রন খুলে নাপিতের পাওনা মেটাল জন, হ্যাট মাথায় চাপিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। ওর পরবর্তী পদক্ষেপ, খুব ভাল করেই জানে, দারুণ বিপজ্জনক এবং একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণও।

ক্রসফায়ারের উদ্দেশে এগোল ও, ওয়্যাগনের ভিড় এড়িয়ে দ্রুত পা চালাচ্ছে। হাঁটার মধ্যে, শার্টে আঁটা ব্যাজের পিন খুলে পকেটে ভরে ফেলল ওটা।

'কার্ল এসেছে?' ক্রসফায়ারে ঢুকে প্রথম বারটেন্ডারের উদ্দেশে জানতে চাইল ও।

'এইমাত্র এসেছে।'

জনকে দ্রুত এগোতে দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠল তিন বারটেন্ডার। প্রায় ছুটে দীর্ঘ বার বেরোল জন, করিডরে ঢুকে পড়ল। চার বডিগার্ড রয়েছে ওখানে, যাদের মধ্যে ফ্রোম আর লেফটিও আছে; কিন্তু কারও দিকে তাকানোর বা কথা বলার গরজ অনুভব করল না জন। ইতোমধ্যে ওর ব্যাপারে এরাও অভ্যস্ত হয়ে গেছে, ওকে থামানোর বা পিস্তল জমা রাখার ঝামেলায় গেল না কেউ।

অনুমতি ছাড়াই ভিতরে ঢুকে পড়ল জন, পিছনে বন্ধ করে দিল দরজা। প্রায় দৌড়ে এসেছে ও, তাই হাঁপানোর ভান করতে হলো না, এমনিতেই হাঁপাচ্ছে।

'মর্নিং, জন,' বলল কার্ল রিডল। 'ব্যাপার কী? এত উত্তেজিত দেখাচ্ছে তোমাকে!'

'বলছি, বলছি। আগে তো দম নিয়ে নিই!'

'তোমার ব্যাজ কোথায়?' ক্রসফায়ার মালিকের কৌতূহলী প্রশ্ন।

উত্তর দিল না জন, পকেট থেকে ব্যাজটা বের করে দেখাল, তারপর আবার ঢুকিয়ে রাখল ওটা।

চট করে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে ফেলল রিডল–জনের আচরণে এক ধরনের অস্বাভাবিকতা রয়েছে। গতদিনের আয়-ব্যয়ের রিপোর্ট দেখছিল সে, ওটা ডেস্কের উপর ফেলে উঠে দাঁড়াল। কুঁচকে গেছে ভুরু। 'কী হয়েছে?'

বড় একটা নিঃশ্বাসে বুক ভরে নিল জন। ডেস্কের কাছে চলে এল। মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে জামার আস্তিনে কপাল মুছল, তারপর হ্যাটটা মাথায় বসিয়ে দিল আবার। 'কার্ল, সত্যি করে বলো তো, এ-পর্যন্ত তোমার কাজে এসেছি আমি?'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রিডল, বুঝতে পারছে না জনের কথার অর্থ। 'ভালই তো করছিলে, শুধু ইন্ডিয়ান বেন্ডে যাওয়ার সময় ক্রিসের ওই ব্যাপারটা ছাড়া। হয়তো ঠিকই করেছ তুমি। কেন জানতে চাইছ?'

'তুমি আপত্তি না করলে শহর ছেড়ে চলে যেতে চাই আমি।'

'কেন?'

ফের বড় একটা নিঃশ্বাস নিল জন, সরাসরি তাকাল রিডলের চোখে। 'আমার অতীত সম্পর্কে জানো না তুমি, ইচ্ছে করেই মুখ বন্ধ রেখেছিলাম। এ-নিয়ে ধান্ধায় পড়ে গিয়েছিলে তুমি, তাই না?'

'সত্যি, কিন্তু অতীত গোপন রাখার জন্য দোষ দিচ্ছি না তোমাকে।'

'আমার সম্পর্কে এখন অনেক কিছুই জানা হয়ে যাবে তোমার,' কথাটার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য সামান্য বিরতি দিল জন। 'ক্যাভালরি ট্রুপারদের একটা দল এইমাত্র শহরে ঢুকেছে। ওদের চোখে ধরা পড়তে চাই না আমি।'

অবিশ্বাস আর বিহ্বলতা ফুটে উঠল কার্ল রিডলের মুখে, যেন তার পাছায় লাথি চালিয়েছে জন; চোখের চাহনিতে ফুটে ওঠা ভয় মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে সেখানে সতর্কতা ফুটে উঠল। 'নিজের চোখে দেখেছ ওদের?'

মাথা ঝাঁকাল জন। 'শেরিফের অফিসের সামনে থেমেছে ওরা। আমাকে অবশ্য দেখতে পায়নি এখনও।'

'হয়তো শহর পেরিয়ে অন্য কোথাও যাচ্ছে ওরা। খোঁজ নাও তো।'

'মাথা খারাপ! আমার পক্ষে সম্ভব নয় কাজটা। বুঝতে পারছ না?'

'কী বুঝব?'

'সৈন্যদের কেউ আমাকে চিনে ফেলতে পারে!'

অদ্ভুত চাহনি ফুটে উঠল রিডলের চোখে–সহানুভূতি বলা যেতে পারে সেটাকে। ডেস্কের এপাশে চলে এল সে, দরজা মেলে ডাকল লেফটিকে। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল বডিগার্ড। 'জনের কাছে শুনলাম সৈন্যরা এসেছে শহরে। শেরিফের অফিসে আছে ওরা। খোঁজ নিয়ে দেখো তো কী কারণে এসেছে, বা কতক্ষণ থাকবে ওরা।'

দরজা আটকে ডেস্কের কাছে ফিরে এল সে, ধপ করে বসে পড়ল নিজের চেয়ারে। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ডেস্কের উপর পড়ে থাকা রিপোর্টের দিকে, কিন্তু মনে হলো না ওটার দিকে মনোযোগ রয়েছে। হঠাৎ মুখ তুলে জনের দিকে তাকাল।

'কবে পালিয়েছ তুমি?'

'দুই বছর আগে। ফোর্ট এলি থেকে।'

সামান্য মাথা ঝাঁকাল ক্রসফায়ার মালিক। 'তোমাকে লুকিয়ে রাখতে পারব, এমন একটা জায়গা আছে। ক্রিসের বাড়ি। চলবে?'

'লাভ হবে না, কার্ল। এতক্ষণে বোধহয় ওরা জেনে গেছে যে এখানে একজন মার্শাল আছে। ওয়াল্টনই বলে দেবে। তো, ওরা চিন্তা করবে ব্যাটা মার্শাল চেহারা দেখাচ্ছে না কেন? সৈন্যরা এলে তাদের সঙ্গে দেখা করাই তো স্বাভাবিক, তাই না? ওদের উপস্থিতিতে

কেন গা ঢাকা দিয়ে আছে সে? সুতরাং আমাকে খুঁজতে শুরু করবে ওরা।'

'লেফটি ফিরে আসুক। দেখা যাক, কোন্ ধান্ধায় এসেছে ওরা।'

'ওরা যদি থাকে এখানে, মেক্সিকোয় চলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই আমার, কার্ল। তুমি অনুমতি দিলেই নিশ্চিন্তে চলে যেতে পারি। ওরা চলে গেলে না হয় ফিরে আসব আবার।'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কার্ল রিডল, আসলে ঠিকমত জনের কথাগুলো শোনেনি। মনে শঙ্কা নিয়ে অপেক্ষায় আছে সে, ভিতরে ভিতরে উত্তেজনায় ফুটছে। জন বাজি রেখে বলতে পারবে, পালানোর পরিকল্পনা করছে সে।

এ-পরিস্থিতিতে উদ্বেগ আর অস্থিরতা বোধ করার কথা ওর, তাই পায়চারি শুরু করল জন।

'ভাল করে ট্রুপারদের দেখেছ তুমি?' জানতে চাইল রিডল।

'হ্যাঁ। কেন?'

'দেখে কী মনে হলো, নতুন রিক্রুট?'

'উঁহুঁ, মোটেও তা নয়,' তিক্ত স্বরে বলল জন। 'কয়েকজন কর্পোরাল, বয়স্ক সার্জেন্ট। নাহ্, কমবয়েসী নেই কেউ।'

ভুরু কোঁচকাল ক্রসফায়ার মালিক। 'শুনে তো মনে হচ্ছে না টহলে বা শুভেচ্ছা সফরে এসেছে ওরা।'

'এটাই হচ্ছে যত চিন্তার বিষয়! সার্জেন্ট বা কর্পোরাল হওয়ার জন্য অন্তত কয়েকটা পোস্টে চাকুরি করেছে ওরা। এতদিন থাকলে হয়তো ওদের সঙ্গে কাজ করতাম আমি।'

নিচু স্বরে খিস্তি আওড়াল রিডল। মনে ভয় ঢুকে গেছে তার, জানে জন। ও নিজে যতটা দুশ্চিন্তার ভান করছে, ঠিক ততটাই দুশ্চিন্তায় ভুগছে সে।

করাঘাত ছাড়াই ঢুকল লেফটি, ভিতরে ঢুকে দরজা আটকে দিল পিছনে, তারপর ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল।

'ফোর্ট লিম্যান থেকে এসেছে। আর্মি থেকে পালানো সৈন্যদের

খুঁজছে ওরা। গত দুই সপ্তাহে নাকি আটজন ভেগেছে, ওদের ধারণা বেশিরভাগই এদিকে গা ঢাকা দিয়েছে। শহরের দক্ষিণ অঞ্চলে খোঁজাখুঁজি করবে ওরা। ওয়াল্টনের কাছে শুনলাম প্রতিটি মাইনে তল্লাশি চালাবে, শিফট বদলের সময় কাছ থেকে নজর রাখবে মাইনারদের উপর। ওদের অফিসার, লেফটেন্যান্ট, নাকি শহরে মাত্র দুটো সেলুন আছে জেনে দারুণ খুশি।' এবার জনের দিকে ফিরল লেফটি, নিতান্ত বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলল, 'ওদের নাকি সাহায্য দরকার। তোমাকে দেখা করতে বলেছে।'

জন আর রিডলের চার চোখ এক হলো, যেন ভূতে তাড়া করছে ওদের।

'বুঝেছি কী করতে হবে,' সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল রিডল। 'লেফটি, ঘোড়া নিয়ে এসো। জনেরটাও এনো।'

'ওকে সঙ্গে নিয়ে যাবে নাকি?' জানতে চাইল লেফটি।

'বললাম তো, ঘোড়া নিয়ে এসো!' অধৈর্য, কর্কশ স্বরে নির্দেশ দিল রিডল।

কর্নেল জেমস গারফিল্ডকে লেখা কোম্পানি কেরানির চিঠির কথা মনে পড়ল জনের, ওটা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে বলে স্বস্তি বোধ করছে। ভুল বলেনি কেরানি—আর্মির মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছে কার্ল রিডল, বিশেষ করে কর্নেল হেন্ডারসনের পাঠানো বয়স্ক সৈন্যদের মুখোমুখি হতে চায় না, এদের যে-কেউ হয়তো চিনে ফেলতে পারে তাকে।

'একাই যেতে পারব আমি, কার্ল,' মৃদু স্বরে বলল জন।

'উঁহুঁ, আমার সঙ্গে যাবে,' স্মিত হাসল কার্ল রিডল। দেখতেই পাচ্ছ, এখনও আমার জিম্মার মধ্যে আছ তুমি, জন। হিরামকে বলে যাব ট্রাম্বালের জবানবন্দি এলে যেন পাঠিয়ে দেয় আমার কাছে। দাঁড়াও, এখনই বলে দিচ্ছি ওকে।'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে। এদিকে জন ভাবছে কীভাবে লেফটেন্যান্ট মার্শকে খবর পাঠাবে যে কার্ল রিডলের সঙ্গে থাকবে ও,

একসঙ্গে পালাবে বেনিং থেকে। ক্রসফায়ার মালিক অবশ্য নিজের লোকদের দু'একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

অনেকক্ষণ অপেক্ষায় থাকল জন, একা বসে রইল রিডলের অফিসে। গেছে তো গেছেই, পাত্তাও নেই রিডলের। লেফটি আর ফ্রোমও বেরিয়ে গেছে, ঘোড়া আনবে। কাজটা করতে বেশি সময় লাগার কথা নয়। কিছুটা হলেও চিন্তিত হয়ে উঠল জন, লেফটিরা ফিরে আসার আগেই একা রিডলের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। সুযোগটা পাওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে উঠেছে ও।

তবে দুই বডিগার্ডের আগেই ফিরে এল রিডল।

'টাকা-পয়সা লাগবে নাকি?'

'মন্দ হয় না তা হলে।'

মুদ্রা ভরা একটা বাকস্কিন-থলে বাড়িয়ে দিল ক্রসফায়ার মালিক। 'প্রথম মাসের বেতনের অর্ধেক অগ্রিম ধরে নাও।'

থলে সহ মুদ্রাগুলো পকেটে ভরল জন, রিডল নিজের চেয়ারে বসার পর বলল, 'কার্ল, ছোট্ট একটা ফেভার চাইছি—তোমার কাছে খুব সামান্য ব্যাপার, কিন্তু আমার কাছে বিশাল।'

'বলে ফেলো।'

'শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়, দয়া করে লেফটি আর ফ্রোমকে আমার সামনে রাখবে?'

সতর্ক দৃষ্টিতে ওকে দেখল সে। 'বলতে চাইছ, ওদের দিকে পিঠ দেওয়ার ইচ্ছে নেই তোমার?'

'হ্যাঁ।'

'কী মনে করো, আমার সামনে তোমার ক্ষতি করার সাহস পাবে ওরা?'

'জানি না। তবে এটা জানি যে ট্রাম্বালের জবানবন্দি তোমার হাতে পৌঁছে গেলে মহা ঝামেলায় পড়ে যাবে ওরা।'

গলিতে বেশ কয়েকটা ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। সেলুনের

পিছনের দরজায় এসে থামল ওগুলো। উঠে দাঁড়াল রিডল। 'মনে হচ্ছে হ্যারি ট্রাম্বালের ব্যাপারে নিশ্চিত তুমি?'

'আমার মত ওরাও নিশ্চিত জানে যে জবানবন্দিতে কী লেখা থাকবে।'

জনের দিকে তাকাল রিডল, অর্থপূর্ণ চাহনিতে ক্ষীণ নড করল, তারপর মাথায় হ্যাট চাপিয়ে এগোল আগে আগে। পিছনের দরজা হয়ে গলিতে বেরিয়ে এল। রয় বা ফ্রোম ছাড়াও আরও তিনজন মিলে ঘোড়াগুলোকে সামলে রেখেছে। *রিডলের সঙ্গে কে কে যাবে?* আনমনে ভাবল জন। অচেনা তিনজনের ঘোড়ায় সার্কেল-আর ব্র্যান্ড দেখে অনুমান করল র‍্যাঞ্চের কাউহ্যান্ড এরা, শহরে ছিল বোধহয়, সংক্ষিপ্ত সময়ে এদের জড়ো করে ফেলেছে লেফটি।

স্যাডলে চাপল রিডল। ঠিক পাশে জনের ঘোড়া। একে একে অন্যরাও ঘোড়ার পিঠে চড়ল। 'লেফটি,' বাঁহাতী বডিগার্ডের উদ্দেশে বলল রিডল। 'ফ্রোম, রয় আর তুমি আগে আগে যাবে।'

নির্দেশ অনুযায়ী গলি থেকে বেরিয়ে এল ওরা। শহর থেকেও বেরোল একই ভাবে–সবার সামনে লেফটি, ফ্রোম এবং রয়। তারপর কার্ল রিডল, পাশে জন। আর একেবারে পিছনে তিন সার্কেল-আর কাউহ্যান্ড।

শহর থেকে বেরিয়ে আসার পরপরই ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল জন। এদিকে শহর আর ট্রুপারদের আয়ত্তের বাইরে এসে পড়ায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে কার্ল রিডল। সমানে বকবক শুরু করেছে। জানাল যে প্রথমে র‍্যাঞ্চে যাবে ওরা, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে এবং ঘোড়া বদলে সীমান্তের ওপাশে ছোট্ট মেক্সিকান শহর গার্তুদিসে যাবে। বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ওখানকার লোকজনের, মেয়েরা সুন্দরী, খাবারের মান ভাল। আরও একটা আকর্ষণ রয়েছে–ইচ্ছেমত পাখি শিকার করার সুযোগ।

নীরবে শুনে গেল জন, মনে মনে ভাবছে সত্যিই যদি গার্তুদিসে পৌঁছতে সক্ষম হয় রিডল, এটাই হবে তার জীবনের শেষ যাওয়া।

খেয়াল করল, আগেরবার ঘুরতে এসে যেখানে রাস্তা ছেড়ে প্রান্তরে নেমে গিয়েছিল, সেই জায়গাটা মাত্র পেরিয়ে এসেছে।

ছোট্ট একটা চড়াইয়ে উঠে এল ওরা, ওখান থেকে আচমকা নেমে গেছে ঢালু পথ—অ্যারোয়োর তলায় শেষ হয়েছে। সহসা ঘোড়ার লাগাম টানল তিন বডিগার্ড। সামনের ট্রেইলে ঘোড়া থামিয়ে কথা বলছে দুই ট্রুপার আর এক অফিসার।

'বেকুব! থেমেছ কেন?' খেঁকিয়ে উঠল রিডল। 'বোকার হদ্দ, এগিয়ে যাও! ওরা মাত্র তিনজন।'

এগোল তিন বডিগার্ড, অন্যরা পিছু নিল।

'শহরে এরাই এসেছিল?' জনের উদ্দেশে জানতে চাইল রিডল।

'সম্ভবত, জবাব দিল জন। ইতোমধ্যে বেশ কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা, অনায়াসে চিনতে পারল অফিসারকে—লেফটেন্যান্ট মার্শ। ওদের এগিয়ে আসতে দেখে উৎসুক হয়ে উঠল তিন সৈনিক, তাকিয়ে থাকল।

ঘোড়াকে দুই কদম এগিয়ে আনল লেফটেন্যান্ট, লাগাম টানল। ওরা এগিয়ে যেতে একটা হাত তুলল। এক সঙ্কেতে দুটো কাজ সারল সে—ওদের জন্য থামার সংকেত, আর ট্রুপারদের জন্য কারবাইন তুলে নেওয়ার নির্দেশ।

ঘাড় ফিরিয়ে বসের দিকে তাকাল লেফটি। 'আমাদের থামতে বলছে ওরা।'

'বেশ, তৈরি থাকো,' গম্ভীর স্বরে নির্দেশ দিল রিডল।

মেজরের সামনে পৌঁছে গেল তিন বডিগার্ড, ঘোড়া থামাল।

'পথ হারিয়ে ফেলেছ নাকি, মেজর?' বন্ধুত্বপূর্ণ স্বরে জানতে চাইল রিডল।

ঘোড়াকে আরও এক কদম আগে বাড়াল মার্শ, সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাল কার্ল রিডলের দিকে, তারপর জনের উপর চলে গেল দৃষ্টি।

'না, স্যার। পলাতক সৈন্যদের খুঁজছি আমরা। পিছনে তাকালে আমার আরও লোক দেখতে পাবে। সামনেও রয়েছে কয়েকজন।'

চট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রিডলের লোকেরা। এতক্ষণ অ্যারোয়োয় লুকিয়ে ছিল চার ট্রুপার, আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, ফেলে আসা রাস্তায় বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘাড় ফিরিয়ে লেফটেন্যান্টের মুখোমুখি হলো রিডল। 'নির্দিষ্ট কাউকে খুঁজছ?' একইরকম বন্ধুত্বপূর্ণ স্বরে জানতে চাইল সে, তবে এবার চেষ্টাকৃত।

'হ্যাঁ, নির্দিষ্ট একজনের খোঁজে এসেছি–এক সার্জেন্টের খোঁজে।'

পাশ ফিরে জনের দিকে তাকাল রিডল। 'তো, জন, চেষ্টা করেছি আমি, কিন্তু কী আর করা! তুমি বরং লেফটেন্যান্টের কাছে আত্মসমর্পণ করো।'

'ও সার্জেন্ট নয়, স্যার,' মৃদু স্বরে বলল লেফটেন্যান্ট মার্শ। 'ও হচ্ছে মেজর জন ক্যালকিন। আমি যে সার্জেন্টকে খুঁজতে এসেছি, তার নাম টার্ক ওয়াইম্যান। খুন, পে-রোলের টাকা লুট আর সেনাবাহিনী থেকে পালানোর অপরাধে ফেরারী সে। সার্জেন্ট ওয়াইম্যানের আরও একটা নাম আছে–কার্ল রিডল। তোমাকে তো বেনিঙে ওই নামেই ডাকে লোকজন, তাই না, স্যার?'

মুহূর্তের জন্য স্যাডলে একেবারে স্থির থাকল রিডল, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে আবারও তাকাল জনের দিকে, চাহনিতে যুগপৎ ঘৃণা আর তীব্র বিদ্বেষ। নিচু স্বরে বলল: 'ওদেরকে সামনে থেকে হটিয়ে দেব আমরা, বয়েজ!'

ঘোড়াকে একপাশে সরিয়ে নেওয়ার প্রয়াস পেল সে, যাতে লেফটেন্যান্ট আর নিজের মাঝখানে ফেলে দিতে পারে লেফটিকে। এদিকে হোলস্টারে হাত বাড়িয়েছে লেফটি।

'ওরা তৈরি হলেই গুলি করবে,' মৃদু স্বরে ট্রুপারদের নির্দেশ দিল মেজর মার্শ।

ঘোড়া ছুটিয়ে দিল লেফটি। এদিকে দুই ট্রুপার কারবাইন তুলছে। ছুটন্ত অবস্থায় গুলি করল বাঁহাতী বডিগার্ড। প্রায় একইসঙ্গে পাল্টা গুলি করল দুই ট্রুপার, ছিটকে স্যাডলচ্যুত হলো লেফটি।

স্যাডলের উপর ঝুঁকে পড়েছে জন, হোলস্টারে চলে গেছে হাত। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তিন পাঞ্চারের দিকে তাকাল। এগিয়ে আসছে একজন, তবে আত্মবিশ্বাসী নয় মোটেই; দ্বিতীয়জন আত্মসমর্পণ করার উদ্দেশে হাত তুলে ফেলেছে; আর তৃতীয়জন স্থির বসে আছে স্যাডলে–বিহ্বল এবং বিমূঢ়, কী করবে বুঝতে পারছে না। জনের অনুমান, লেফটেন্যান্ট মার্শের কথাগুলো বুঝতে পারেনি এরা, তবে এটা বুঝেছে যে প্রতিপক্ষ সংখ্যায় ভারী, কোন সম্ভাবনা নেই ওদের।

ঘোড়াকে পাশে, রিডলের পিছনে সরিয়ে আনল জন। এদিকে ট্রুপারদের উদ্দেশে গুলি শুরু করেছে ফ্রোম। ট্রুপারদের পাল্টা গুলিতে স্যাডলচ্যুত হলো রয়, আর জখম হলো ফ্রোমের ঘোড়াটা। ফ্রোমকে পাশ কাটানোর সময় জন দেখতে পেল বেমক্কা ভঙ্গিতে পিছনে হেলে পড়ল ঘোড়াটা, উল্টে গেল।

একা হয়ে পড়েছে কার্ল রিডল। সম্ভবত দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে বলেই, মরিয়া চেষ্টা চালাল সে। তুফান বেগে ছুটিয়ে দিল ঘোড়াটা–সরাসরি ট্রুপারদের দিকে, একইসঙ্গে গুলি চালাচ্ছে।

সামনের ট্রুপারের গায়ে লাগল একটা গুলি, হাত থেকে কারবাইন ফেলে দিল লোকটা, হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়াকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইল রিডলের পথ থেকে। দ্বিতীয় ট্রুপার, নির্ঘাত মেজরের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ পেয়েছে, কারবাইন তুলে নিশানা করল রিডলের ঘোড়াটাকে, তারপর ট্রিগার টেনে দিল।

হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল ঘোড়াটা। শূন্যে নিক্ষিপ্ত হলো রিডল। ঘোড়া ঘুরিয়ে পিছু নিয়েছে জন। মাটিতে দুই গড়ান খেল সাবেক সার্জেন্ট, তারপর চট করে উঠে দাঁড়াল। ততক্ষণে কাছাকাছি চলে এসেছে জন, স্টিরাপ থেকে পা ছাড়িয়ে নিল, উঠে দাঁড়াতে উদ্যত রিডলের উদ্দেশে ঝাঁপ দিল।

জনের শরীরের ধাক্কায় ফের ভূপতিত হলো রিডল, মুখ থুবড়ে পড়েছে। হাত দুটো ছড়ানো, তবে পিস্তলটা ধরে রেখেছে এখনও।

শরীরের চাপ বাড়াল জন, জুত মত বসল রিডলের পিঠের উপর। হাঁটু দিয়ে লোকটার বাম বাহুতে চাপ দিল, আর ডান হাতে রিডলের চুল খামচে ধরে মাটির সঙ্গে ঠুকে দিল মাথাটা। তারপর নিজের পিস্তলের উদ্দেশে হাত বাড়াল। শূন্য হোলস্টারে গিয়ে ঠেকল হাত। কখন যেন পড়ে গেছে ওটা, সম্ভবত ঘোড়া থেকে ঝাঁপ দেওয়ার সময়। টের পেল প্রাণপণ চেষ্টায় উঠে বসতে চাইছে রিডল, খটখটে ধুলো থেকে মুখ তুলতে চাইছে।

উঠতে পারলে সুযোগ পাওয়ামাত্র ওকে গুলি করবে রিডল, জানে জন। নেহাত বাধ্য হয়ে ঝুঁকি নিতে হলো ওকে। ডান পা ঘুরিয়ে আনল ও, কিন্তু রিডলের পিস্তল ধরা হাতের কাছে পৌঁছল না বুট পরা পা। ক্রসফায়ার মালিকের মাথার উপর শরীরের ভর চাপিয়ে দিল ও, তারপর খানিকটা ডানে সরে হাত বাড়াল রিডলের পিস্তল-ধরা হাতের দিকে।

এদিকে মরিয়া চেষ্টায় নিজেকে মাটি থেকে কিছুটা তুলতে সক্ষম হয়েছে রিডল, মাটিতে হাঁটুর ভর চাপিয়ে উঁচু হলো সে। উপায়ান্তর না দেখে হাতটা ফিরিয়ে আনল জন, রিডলের পিস্তল কেড়ে নেওয়া ছাড়াও জরুরি কাজ আছে; তা ছাড়া, এমনিতেও হাত দুটোকে এখন কাজে লাগাবে ক্রসফায়ার মালিক, সুতরাং ওর আয়ত্তের মধ্যে চলে আসবে।

রিডল দেহের পাশে হাত নিয়ে আসতে খপ করে পিস্তলের ব্যারেল চেপে ধরল জন, টেনে নিয়ে এল নিজের দিকে। রিডলের হাত এমনভাবে বাঁকা হয়ে গেল যে অজান্তে আঙুলগুলো ছড়িয়ে দিল সে, মুঠি থেকে আলগা হয়ে গেল পিস্তল। তৎক্ষণাৎ গড়ান দিয়ে সরে গেল জন, রিডলের হাত থেকে খসে পড়া পিস্তল তুলে নিয়ে চট করে উঠে দাঁড়াল। পিস্তলের নল স্থির হলো সাবেক সার্জেন্টের বুক বরাবর।

দৌড়ে ওদের কাছে চলে এল লেফটেন্যান্ট আর অক্ষত এক ট্রুপার। ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে কার্ল রিডল।

একটা বাক্যও ব্যয় করল না ক্রসফায়ার মালিক, কিংবা উদ্যত পিস্তলও গ্রাহ্য করল না, সমস্ত আক্রোশ নিয়ে সরাসরি ছুটে এল জনের দিকে। মাথা নিচু করে ছুটে আসছে সে, যেন খেপা ষাঁড়, আঘাত করবে জনের পেটে। চট করে এক ডানে সরে গেল জন, পিস্তলটা চলে এল শরীরের পাশে। তারপর কার্ল রিডলের চাঁদিতে নামিয়ে আনল। ঝপাৎ করে মাটির উপর মুখ থুবড়ে পড়ল পলাতক আসামীর অচেতন দেহ, নিথর পড়ে থাকল।

তার পাশে এসে দাঁড়াল ট্রুপার আর লেফটেন্যান্ট।

'তুমি ঠিক আছ তো, মেজর?' জানতে চাইল মার্শ। 'ব্যাটা তো দেখছি কঠিন চীজ!'

মাথা ঝাঁকাল জন। মুখের কোণে দুটো আঙুল ঢুকিয়ে শিস বাজাল মার্শ, তখনই চারপাশে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ হলো জনের। পাহাড়ের উপর থেকে নেমে এসেছে ট্রুপাররা, তিন সার্কেল-আর কাউহ্যান্ডকে বন্দি করেছে। ঘোড়ার নীচে চাপা পড়েছে চার্লি ফ্রোম, নিজেকে মুক্ত করার কোন চেষ্টাই করছে না। রয় এখনও স্যাডলে আসীন, দু'হাতে চেপে ধরেছে পেট, বাম হাতে ধরে রেখেছে ঘোড়ার লাগাম; আর ধীর ভঙ্গিতে চক্কর কাটছে সন্ত্রস্ত ঘোড়াটা। হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে লেফটি। কার্ল রিডলের ঘোড়াটা মারা পড়েছে আহত ট্রুপারের গুলিতে।

গুঙিয়ে উঠল কার্ল রিডল, কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসে চারপাশে তাকাল বিভ্রান্ত ও বিষণ্ন দৃষ্টিতে।

'হ্যান্ডকাফ দাও, কর্পোরাল,' পিছনের দলের এক ট্রুপার ওখানে পৌঁছতে নির্দেশ দিল লেফটেন্যান্ট।

হাত-পা আর মুখ কয়েক জায়গায় ছড়ে গেছে রিডলের, নোংরা হয়ে গেছে পরনের কাপড়, হিংস্র দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকাল সে। 'আগে তোমার উপর চড়াও হওয়া উচিত ছিল,' ম্লান, পরাজিত সুরে আফসোস করল সে।

'ঠিকই বলেছ, *সার্জেন্ট,*' একমত হলো জন।

*

শহর পর্যন্ত সৈন্যদের সঙ্গে এল জন। পরে জেল হাউসে দেখা হবে জানিয়ে আলাদা হয়ে গেল। হাতে হ্যান্ডকাফ, ঘোড়ার পেটের নীচ দিয়ে দুই পা দড়িতে বাঁধা—এ-অবস্থায় রয়েছে কার্ল রিডল। ফিরতি পথে একটা কথাও বলেনি সে, কিংবা জন বিদায় নেওয়ার সময় একবার ফিরেও তাকাল না ওর দিকে। সাইড স্ট্রিট ধরে গিবসন'স বোর্ডিং হাউসের দিকে এগোল জন।

লড়াইয়ের ঘটনা ডেবিকে বলে কোন লাভ হবে না, কারণ ঘটনাটা শুনতে কারও কাছেই ভাল লাগবে না। মারা গেছে লেফটি। স্টিরাপ থেকে পা মুক্ত করতে পারেনি ফ্রোম, ঘোড়া পড়ে যাওয়ার সময় স্যাডল হর্নের সঙ্গে তার বুকের সংঘর্ষ ঘটে, এবং সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়ে সে। পেটে বুলেট ঢুকে গুরুতর আহত হয়েছে রয়, রাতটাও টিকবে কি না সন্দেহ। শেরিফ জ্যাক ওয়াল্টনের সেলে রাখা হয়েছে রিডলকে, চারজন ট্রুপার সর্বক্ষণ পাহারায় রয়েছে। বন্দিকে নিয়ে কাল একসঙ্গে ফোর্ট লিম্যানের উদ্দেশে যাত্রা করবে সৈন্যরা। জনও যাবে সঙ্গে। ওর স্বীকারোক্তি প্রয়োজন হবে।

বোর্ডিং হাউসে ঢুকে পিছনের করিডরে চলে এল জন। রান্নাঘরে ঢুকল, জানে ডিনারের আয়োজনে ব্যস্ত মেয়েদের এখানেই পাওয়া যাবে।

দোরগোড়ায় ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল ডেবি। অস্ফুট স্বরে বিস্ময় আর আনন্দ প্রকাশ পেল মেয়েটির, দ্রুত এগিয়ে এল। ভাগনীর আবেগের প্রকাশ কানে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ডোরা গিবসন, জনকে দেখা মাত্র ভুরু কুঁচকে গেল মহিলার।

'ডোরা খালা, আমার আসল পরিচয়টা দেওয়া হয়নি,' বিব্রত হেসে বলল জন। 'আমি মেজর জন ক্যালকিন। ফিফ্থ ইউনাইটেড স্টেটস ক্যাভালরি। এখানে আমার দায়িত্ব শেষ হয়েছে।'

'কী দায়িত্ব?' খানিকটা কৌতূহল দেখা গেল মিসেস গিবসনের মুখে।

'কার্ল রিডলকে ধরে জেলে ভরা। আর্মির পলাতক একজন সার্জেন্ট ও, খুনী এবং লুটেরা।'

'টেবিলে গিয়ে বসো,' এই প্রথম আন্তরিক, সন্তুষ্টির হাসি ফুটল মহিলার মুখে। 'তোমাদের জন্য কফি নিয়ে আসছি আমি। তোমার গল্প শুনব দু'জনে মিলে।'

ডেবির দিকে ফিরল জন, এদিকে দুনিয়ার সমস্ত বিস্ময় নিয়ে ওকে দেখছে মেয়েটি।

***

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

মোঃ শাওন হোসেন (রাজু),
বোয়ালমারী, ফরিদপুর।

বছরের শুরুতেই মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ্ ভাই 'যমদূত' ওয়েস্টার্নটির মাধ্যমে রিও কিডকে নিয়ে এলেন আমাদের মাঝে। খু-উ-ব ভাল লেগেছে, সেজন্য সাইফুল্লাহ্ ভাইকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। আর চমৎকার প্রচ্ছদের জন্য রনবীর আহমেদ বিপ্লব ভাইকেও রজনীগন্ধা ফুলের শুভেচ্ছা ও সেই সঙ্গে ধন্যবাদ রইল।

❁ আপনার শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ যথাস্থানে পৌঁছে গেছে। আপনাকেও ধন্যবাদ।

মোঃ ইকরামুল ইসলাম চৌধুরী,
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

রানার নুতন বই 'ইশকাপনের টেক্কা', ওয়েস্টার্ন 'যমদূত' ও অনুবাদ 'ক্লিওপেট্রা' পড়লাম। ফাটাফাটি হয়েছে। ধন্যবাদ বইগুলোর প্রত্যেক লেখক ও অনুবাদককে। আগামীতে এরকম আরও ভাল বই চাই।

❁ আশাকরি পাবেন। আপনার ধন্যবাদ পৌঁছে দিলাম। আপনিও আমাদের সবার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

পরমাণু
মালিবাগ, ঢাকা।

সেবার সাথে আমার পরিচয় সেই ১৯৯৯ সাল থেকে। তখন অবশ্য আমি তিন গোয়েন্দা ও মাসুদ রানার ভক্ত ছিলাম। এখনও আছি। কিন্তু ইদানীং ওয়েস্টার্ন খুব ভাল লাগছে। ২০০৪ সাল থেকে আমি ওয়েস্টার্ন পড়া শুরু